NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ টেক্সাসে হড়পা বানে মৃত বেড়ে ৫১, নিখোঁজ ২৭

আজ মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্মদিন ৭

কলকাতা ৭ জুলাই ২০২৫ ২২ আষাঢ় ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.07.2025, Vol.19, Issue No. 28, 8 Pages, Price 3.00

বিলেতের আকাশে সূর্যোদয়

ইতিহাস ভারতের

ম্যাচে দশ উইকেট বাংলার আকাশদীপের। ভারত জয়ী ৩৩৬ রানে।

নিজস্ব প্রতিবেদন: এজবাস্টনে এক নতুন ইতিহাস গড়ল 'নতুন ভারত'। অধিনায়ক শুভমান গিলের নেতৃত্বে ভারতীয় দল প্রমাণ করে দিল; এই দল থেমে যাওয়ার নয়। তারকার অবসর, প্রথম টেস্টের হার, পেস আক্রমণের সেরা অস্ত্র বিশ্রামে থাকা, কিংবা শত সমালোচনাও তাদের দমাতে পারল না। বরং, সব কিছুর জবাব এল ব্যাটের মাঝখান দিয়ে, কিংবা মিডল স্টাম্প উপড়ে দিয়ে। যে মাঠে আগে কখনও ভারত জিততে পারেনি, সেই এজবাস্টনে এবার ভারতের নাম লেখা হল জয়ের তালিকায়; তাও আবার ইংল্যান্ডকে ৩৩৬ রানে পরাস্ত করে। এই ঐতিহাসিক জয়ের সূচনা হয় ব্যাট হাতে শুভমান গিলের অসাধারণ ইনিংসে। প্রথম ইনিংসে তিনি ২৬৯ রান করেন, যা অধিনায়ক হিসেবে তাঁর দায়িত্ববোধ এবং নেতৃত্বগুণের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন যশস্বী জয়সওয়াল (৮৭) এবং রবীন্দ্র জাদেজা (৮৯)। প্রথম ইনিংসে ভারত তোলে ৫৮৭ রান। ইংল্যান্ডের ব্যাটিং তখন থেকেই চাপে পড়ে যায়। বল হাতে প্রথম ধাক্কা দেন মহম্মদ সিরাজ। জো রুট ও বেন স্টোকসকে পরপর ফিরিয়ে ইংরেজ শিবিরে ধস নামান তিনি। যদিও এরপর ব্রুক ও স্মিথ জুটি ভারতীয় বোলারদের ওপর রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়ে ৩০৩ রানের জুটি গড়েন। কিন্তু সেই জুটি ভেঙে ম্যাচে ফেরান বাংলার পেসার আকাশ দীপ। তিনি ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন, যার মধ্যে স্মিথের (১৮৪) ও ব্রুকের (১৫৮) উইকেট ছিল ম্যাচ টার্নারের মতো। বাকিটা শেষ করেন সিরাজ, যিনি মোট ৬টি উইকেট শিকার করেন। ইংল্যান্ডের ইনিংস থামে ৪০৭ রানে। ভারত পায় ১৮০ রানের লিড। দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতের দাপট অব্যাহত থাকে। গিল ফের ঝলসে ওঠেন; স্বত্রস্বধক্ত্করেন ১৬১ রান। তাঁর সঙ্গে রান করেন কেএল রাহুল (৫৫), ঋষভ পন্থ (৬৫) এবং জাদেজা (৬৯)। ভারত ৬ উইকেটে ৪২৭ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। ইংল্যান্ডের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ৬০৮ রান। এই বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ডের শুরু হয় বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। আকাশ দীপ সুইংয়ের জাদুতে ফিরিয়ে দেন রুট, ডাকেটদের। চতুর্থ দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর দাঁড়ায় ৭২/৩। পঞ্চম দিন সকালে বৃষ্টির কারণে খেলা বিলম্বে শুরু হয়। ঘন মেঘ ও ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে ম্যাচ আদৌ শুরু হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। তবে 'ভাগ্য সাহসীদের সহায়'; এই প্রবাদের প্রমাণ আবারও মেলে। বৃষ্টি থেমে রোদ উঠতেই আক্রমণে আসেন আকাশ দীপ। ফের ইনসুইংয়ে বোল্ড করেন অলি পোপকে। পরে ইনকাটারে এলবিডব্লিউ করেন হ্যারি ব্রুককে। এরপর ওয়াশিংটন সুন্দর ফেরান বেন স্টোকসকে এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ তুলে নেন ওকসের উইকেট। সবশেষে আকাশ দীপ ফেরান সেট হওয়া স্মিথকে (৮৮)। এর সঙ্গেই ক্যারিয়ারের প্রথম পাঁচ উইকেট পূর্ণ করেন তিনি। ইংল্যান্ডের ইনিংস গুটিয়ে যায় ২৭১ রানে। ভারতের জয় ৩৩৬ রানে। গাব্বার দুর্গ ভাঙার পর এবার এজবাস্টন জয়; এই ভারত সব বাধা টপকাতে জানে। বাংলার ছেলে আকাশ দীপ, গুজরাটের ছেলে গিল, হায়দরাবাদের সিরাজ; ভাষা, প্রদেশ ভুলে তারা মিলে গড়ল এক নতুন ভারতের ছবি।

শুভমান গিল এবং তার দলের কী অসাধারণ পারফর্মেন্স - ব্যাট হাতেও, এবার বল হাতেও! আকাশ দীপ এবং সিরাজ অসাধারণ ছিলেন। ভারতীয় আক্রমণভাগ ইংল্যান্ড আক্রমণভাগের চেয়ে অনেক উন্নত বলে মনে হচ্ছে। আকাশ দীপ এবং সিরাজ সত্যিকারের পরিশ্রমী। বুমরাহ ছাড়া ভারত জিতেছে - দুর্দান্ত গিলের নেতৃত্বে এর চেয়ে ভালো ফলাফল আর আশা করা যেত না। কী অসাধারণ ব্যাটিং প্রচেষ্টা!

--সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

ব্রিকসের সম্মেলনে হাজির থাকছেন না জিনপিং ও পুতিন

ব্রাজিলে মোদীকে 'সিঁদুরে' স্বাগত

রিও ডি জেনিরো ও বুয়েনস আইরেস, ৬ জুলাই: ব্রাজিলে শুরু হতে চলা ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে হাজির ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিমধ্যেই পাঁচ দেশীয় সফরের চতুর্থ পর্যায়ে ব্রাজিলে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক জোটের প্রধান দুই সদস্য রাষ্ট্র চিন এবং রাশিয়ার শীর্ষনেতা ব্রাজিলে যাননি। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ব্রাজিলে ব্রিকস সম্মেলনে যোগ না-দিতে যাওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে।

পুতিন অবশ্য সশরীরে না-গেলেও ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সম্মেলনে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন। জিনপিং নিজে না-গিয়ে ব্রাজিলে পাঠিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংকে। তিনি ব্রাজিলে পৌঁছে গিয়েছেন। তবে জিনপিংয়ের অনুপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, গত ১২ বছরে এই প্রথম তিনি ব্রিকস সম্মেলনে থাকছেন না। অনেকের মতে, জিনপিং এবং পুতিন না-থাকায় ব্রাজিলের ব্রিকস সম্মেলন অনেকাংশে গুরুত্ব হারিয়েছে।

তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে পৌঁছতেই সেখানে প্রবাসী ভারতীয়রা তাঁকে জমকালো স্বাগত জানান। ব্রাজিলে পৌঁছনোর পর প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, 'রিও ডি জেনিরোতে ব্রাজিলের ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা অত্যন্ত প্রাণবন্ত ভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কী ভাবে যুক্ত আছেন এবং ভারতের উন্নয়নের প্রতিও তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহী তা অবাক করার মতো!' প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানাতে প্রবাসী ভারতীয়রা অপারেশন সিঁদুরের থিমের ওপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক নৃত্য পরিবেশন করেন। ব্রাজিলে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে জমকালো স্বাগত জানানোর পর, প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

রিও ডি জেনিরোতে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী।

আর্জেন্টিনায় কবিগুরুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

তার আগে বুয়েনস আইরেসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী জানান, 'বুয়েনস আইরেসে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম। গুরুদেব ১৯২৪ সালে আর্জেন্টিনা সফর করেছিলেন এবং তাঁর এই সফর, বহু মানুষ, বিশেষত শিক্ষাবিদ ও ছাত্রছাত্রীদের মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। ভারতবর্ষে আমরা, আমাদের জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গুরুদেবের অবদানের বিষয়ে গর্বিত। শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের বিষয়ে তাঁর গুরুত্ব আরোপও বিশেষ প্রেরণাদায়ক।'

পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার নিন্দা করেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মিলেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পহেলগাঁওয়ে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারতকে আর্জেন্টিনার দৃঢ় সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং কঠিন সময়ে আর্জেন্টিনার সংহতির প্রশংসা করেন। প্রেসিডেন্ট মিলেই আর্জেন্টিনায় নরেন্দ্র মোদীর ঐতিহাসিক সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী মোদী আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট মিলেইকে পারস্পরিক সুবিধামতো সময়ে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান।

শ্যামাপ্রসাদ না-থাকলে আজকের মানচিত্রে থাকত না বাংলা: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাজ্যের বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য শুধু অতীত ইতিহাস তুলে ধরলেন না, তুলে দিলেন বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার গভীর সম্পর্কও। 'কলোনি' শব্দে লুকিয়ে আছে উচ্ছেদ, শিকড়চ্যুতির ইতিহাস বলেই রবিবার লেকটাউনের সভা থেকে দাবি করেন। শমীক বলেন, 'আমরা প্রতি মুহূর্তে 'কমিউনিটি'র কথা বলি। আজকের 'শ্যামাপ্রসাদ কলোনি', 'উদ্বাস্তু কলোনি'; এসব নাম শুধু জায়গার পরিচায়ক নয়, একটা ইতিহাস বহন করে। এই মানুষগুলো নিজেদের জমিজমা, ধানখেত, আবাদি জমি হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অনেক কবি, চিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক তাঁদের নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু আমরা যেন ভুলে যাচ্ছি; উদ্বাস্তু হওয়া মানে কেবল ঘরছাড়া নয়, সেটা একটা জাতিগত বেদনার নাম।'

'হিন্দুদের দেশ নয়', ওপার বাংলায় শুনতে হয়েছিল বলেই মন্তব্য করেন শমীক। তিনি বলেন, 'ওপার বাংলায় কমিউনিজম চলেনি, সাম্যবাদ চলেনি বলেই ওপার বাংলায় তখন মৌলবাদীরা বলত, এটা তোমাদের দেশ নয়, চলে যাও।' তখন জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্তর মতো নেতাদেরও পালিয়ে আসতে হয়েছিল। বলরামাচারীর মতো মানুষ, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, ঠাকুর রামঠাকুর; সবার জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছিল। এমনকী, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষদেরও। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, এই মানুষদের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের স্থায়ী করতে হবে। তাদের জমির পাট্টা দিতে হবে, যাতে তারা নিজেদের জায়গা বিক্রি করে

পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। এটা তাঁর দূরদৃষ্টি।'

'মালদাও একসময় ছিল সংকটের মুখে', অতীত ইতিহাস স্মরণ করে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আজকের মালদাকে আমরা পশ্চিমবঙ্গের অংশ ভাবি, কিন্তু একসময় তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ছিল। তখন মালদার জমিদার শিবেন্দুশেখর রায় দিল্লি গিয়ে কংগ্রেসের কাছে দাবি করেছিলেন; মালদা যেন ভারতের অংশ হয়। তখন কংগ্রেস বলেছিল, 'যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে, কিছু করার নেই।' সেই শিবেন্দুশেখর রায়ের নাম আজ কেউ জানে না, এমনকী তাঁর পুত্র, যিনি আজ কংগ্রেস নেতা, তিনিও ওই ইতিহাস নিয়ে এক শধ বলেন না। আজ ইংলিশবাজারে তাঁদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক পরিচিতি থাকলেও, ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না।'

'ধর্ম, সংস্কৃতি, আত্মপরিচয়ের রক্ষক ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ' বলে দাবি করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শুধু হিন্দুদের প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র ব্যূহ। স্রেফ তিনি বলেছিলেন, হিন্দু বাঙালির জন্য পৃথক স্বদেশভূমি তৈরি হোক। তাঁর পাশে ছিলেন এমনকি জ্যোতি বসু, এমনকী কমিউনিস্ট নেতা রতনলাল ব্রাহ্মণ। কারণ, তখনকার কমিউনিস্ট পার্টি তাদের স্বঘোষিত 'minority right to self-determination'-এর পলিসির অধীনে পশ্চিমবঙ্গের দাবি সমর্থন করেছিল। আজ সেই ইতিহাস কেউ স্মরণ করে না।' 'ফরাক্কা সেতু না-থাকলে মুর্শিদাবাদ-নদিয়া থাকত না ভারতের মানচিত্রে', আর সেই নামটাই বাংলার ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে, দাবি শমীকের।

মমতাকে চ্যালেঞ্জ, শুভেন্দুর নবান্ন অভিযানের ডাক

অভয়ার পরিবারের সম্মতিতে ৯ অগস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভয়ার পরিবারের সম্মতিতেই আগামী ৯ অগস্ট 'নবান্ন অভিযানে'র ডাক দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'অভয়ার বাবা-মা ওই দিনের জন্য ডাক দিয়েছেন। আমি তাঁদের অনুরোধ করেছিলাম, তাঁরা সাড়া দিয়েছেন। এবার আমি নিজে এই কর্মসূচি সংগঠিত করব, যাতে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন।'

শুভেন্দু জানান, ধর্মতলা ও সাঁতরাগাছি থেকে দু'টি বড় জমায়েত নবান্ন অভিমুখে পদযাত্রা করবে। পাশাপাশি হাওড়া স্টেশন থেকেও আরও একটি জমায়েতের পরিকল্পনা চলছে। তিনি বলেন, 'আমি নিজে অভয়ার বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মতলা থেকে হাঁটা শুরু করব। সেদিন দেখব পুলিশের কত জলকামান, কত টিয়ার গ্যাস রয়েছে।' এই কর্মসূচির দিনই তৃণমূল কংগ্রেসের রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হওয়ার কথা। সেই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'ওরা তো মদ খেয়ে বেলা ১২টায় ওঠেন, আর আমরা ভোর সাড়ে পাঁচটায় ওঠা লোক। সকাল ৭টার মধ্যেই নিজের বোনের হাতে রাখি পড়ে নিই। আর আমরা অন্য এক বোনের বিচারের দাবিতে নবান্নের পথে হাঁটব।'

তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'আমি এখান থেকে দাঁড়িয়ে বলছি; ওই দিন রানি রাসমণি রোড থেকে আমি নিজে হাঁটব। সঙ্গে থাকবেন অভয়ার বাবা-মা। আমরা যাব সেই বোনের বিচার চাইতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করতে। আটকাতে পারলে আটকাক, কিন্তু এই হাঁটা আটকানো যাবে না।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, '২৭ অগস্ট ২০২১-এ আপনি সকাল ৮টায় নবান্নে ঢুকেছিলেন। এবার ৯ অগস্টের আগে রাতেই নবান্নে ঢুকে যান। কিন্তু ঢুকলে আর বেরতে পারবেন না, এটা আমি আগেই বলে রাখলাম।' ভোট রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, 'আমি কতবার তৃণমূলকে হারাব? ২০২১-এ নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেরেছেন।

মাস্কের নতুন দলের বৈধতা নিয়ে জল্পনা

ওয়াশিংটন, ৬ জুলাই: ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সংঘাতের জেরে নতুন রাজনৈতিক দল 'আমেরিকা পার্টি' গড়ার কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক। জানিয়েছেন, আগামী বছর আমেরিকার মিড-টার্ম নির্বাচনেই লড়বে তাঁর দল। কিন্তু এই নতুন রাজনৈতিক দল নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞেরাও এই বিষয়ে নানা মত দিচ্ছেন। আমেরিকার গণতন্ত্রে দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় (রিপাবলিকান পার্টি এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টি) থেকে কী ভাবে তৃতীয় দল তৈরি করলেন মাস্ক?

প্রশ্ন উঠছে, আমেরিকার শাসনব্যবস্থায় এই দলের বৈধতা কতটা? কী ভাবে মাস্ককে জায়গা করে নিতে হবে? অধিকাংশের মত, কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়ালেন মাস্ক। এই লড়াই একেবারেই সহজ হবে না। তবে মাস্ক বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম হওয়ায় অর্থ তাঁকে এক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা করে দিতে পারে। টাকার জোরে টেসলার কর্ণধার আমেরিকার রাজনীতির ময়দানে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবেন কি না, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞেরা সন্দিহান।

আমেরিকার দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় তৃতীয় দল একেবারেই যে অবৈধ, তা নয়। তারা ভোটে লড়তে পারলেও, পথ মসৃণ নয়। প্রাতিষ্ঠানিক কিছু নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। জর্জটাউন আমেরিকার ব্যবস্থায় জয়ী দলই সব পায়। দলের জন্য নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। নতুন দলের নথিভুক্তকরণের জন্য আমেরিকার প্রাদেশিক এবং ফেডেরাল নির্বাচন কমিশনের একাধিক নিয়ম রয়েছে। প্রদেশগুলির নিজস্ব নিয়মও রয়েছে। ব্যালটে নাম তুলতে হলে ভোটারদের কাছ থেকে অনেক স্বাক্ষর (পিটিশন সিগনেচার) জোগাড় করতে হবে। তবে বিশেষজ্ঞেরা মানছেন, ভোটারদের কাছ থেকে স্বাক্ষর জোগাড়ের সামর্থ্য মাস্কের আছে।

আমেরিকায় এর আগেও একাধিকবার তৃতীয় দল চালুর চেষ্টা করা হলেও, জাতীয়স্তরে তাদের আবেদন সীমিত। শেষবার তৃতীয় দলের প্রার্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়েছেন ১৯৬৮ সালে। সেবার আমেরিকান ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির প্রার্থী ছিলেন জর্জ ওয়ালেস। ১৯৯২ সালে মার্কিন ধনকুবের রস পেরটও ১৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। কিন্তু কোনও ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট পাননি। ২০০০ সালে র‍্যাল্ফ নাদের গ্রিন পার্টির হয়ে প্রেসিডেন্ট ভোটে লড়েছিলেন। ফ্লরিডার ফলাফল কঠিন করে দিয়েছিলেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের পরে রিপাবলিকান নেতা জর্জ বুশ জেতেন। কিন্তু নাদেরও ইলেক্টোরাল ভোট পাননি।

স্পার্টানদের বিরুদ্ধে গ্রিক জেনারেল এপামিননডাসের কৌশলের সঙ্গে নিজের কৌশলের তুলনা করেছেন মাস্ক। এর আগে সেনেট এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিযোগিতায় মনোনিবেশ করে কংগ্রেসের গঠনকে প্রভাবিত করার চিন্তাভাবনা করেছিলেন মাস্ক।

এখনই লাগবে না নথি, নয়া বিজ্ঞপ্তি কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই: বিতর্কের মধ্যেই বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি নির্বাচন কমিশনের। বলা হয়েছে, এখনই নথি দিতে হবে না। যে ফর্ম দেওয়া হয়েছে, সেটি আগে পূরণ করে জমা দিতে হবে। নথি লাগবে, তবে তা পরে দিলেও চলবে। বিহারের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দপ্তর থেকে রবিবার এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। প্রশাসনিক আধিকারিকরাও তা নিশ্চিত করেছেন।

রবিবার বিহারের বহু সংবাদপত্রে সিইও দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'আপনারা আপনাদের ফর্মগুলি ভরে নথি এবং ছবি-সহ যত দ্রুত সম্ভব বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) কাছে জমা দিন। যদি প্রয়োজনীয় নথি আপনাদের কাছে না-থাকে, ফর্ম ভরে সই করে সেগুলি জমা দিন।' নতুন করে এ বিষয়ে কোনও নির্দেশিকা প্রকাশ করেনি নির্বাচন কমিশন। তবে সাধারণের আতঙ্ক কাটাতেই বিহারের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের এই পদক্ষেপ করেছেন বলে ধারণা অভিজ্ঞ মহলের। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৬ জুলাই, আর দু'সপ্তাহ দূরে।

জেলাশাসকদেরও সিইও দপ্তর থেকে আলাদা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই বার্তায় রয়েছে, 'সমস্ত জেলাশাসককে বলছি, আপনারা নথি ছাড়াই আপাতত ফর্ম জমা নিন। সর্বোচ্চ সংখ্যক ফর্ম যাতে জমা পড়ে, তা নিশ্চিত করুন। যাতে আমরা ড্রাফট পাবলিকেশনে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটার দেখাতে পারি। নথি পরে নিয়ে সেগুলি পরে বিএলও ড্যাশবোর্ডে আপলোড করতে বলা হবে।' উল্লেখ্য, এই বিএলও ড্যাশবোর্ড এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত নয়। ড্যাশবোর্ড তৈরির কাজ চলছে।

গোটা প্রক্রিয়ায় বুথ লেভেল আধিকারিকদের অবস্থাও বেসামাল। এত কম সময়ে নথি-সহ এত ফর্ম জমা নেওয়া সম্ভব নয়, মেনে নিচ্ছেন তাঁরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিএলও বলেছেন, 'আমাদের দু'রকমের ফর্মই জমা নিতে বলা হয়েছে। যাঁরা নথি-সহ ফর্ম দিচ্ছেন, তাঁদেরটাও জমা নিচ্ছি। নথি ছাড়াও নিচ্ছি। শুধু তো ভোটাররা এর ফলে আতঙ্কিত নন, আমরাও ভয়ে আছি। শুধু আমাকেই ১৩০০ ফর্ম জমা দিতে হবে। বেশ কিছু নথি যাচাই করতে হবে। ২৬ জুলাইয়ের মধ্যে এই কাজ সম্ভব বলে তো মনে হচ্ছে না। সময়সীমা আরও বাড়ানোর আবেদন করছি।' শনিবার বিহারের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, ১ অগস্ট ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ করা হবে। যাঁদের ফর্ম জমা পড়েছে, তাঁদের নাম সেই তালিকায় থাকবে। চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সেখানে ভোটার তালিকার বিশেষ ও নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বলা হয়েছে, যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় আছে, তাঁদেরও নির্দিষ্ট নথি দেখাতে হবে। আধার কার্ড বা রেশন কার্ডের মতো সহজলভ্য নথি এক্ষেত্রে গণ্য হবে না। দেখাতে হবে জন্মের শংসাপত্র।

কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ২০০৩-এর ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের সমস্যা নেই। কিন্তু বাকিদের মধ্যে যাঁদের জন্ম ১৯৮৭ সালের আগে, তাঁদের জন্মের প্রমাণপত্র দিতে হবে। তাঁরা গত লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়ে থাকলেও ছাড় নেই। ১৯৮৭ থেকে ২০০৪-এর মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁদের নিজেদের এবং বাবা-মায়ের মধ্যে যে কোনও একজনের জন্মের প্রমাণপত্র দিতে হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

গত 24/06/2025 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5203 নং এফিডেভিট বলে Sib Sankar Saha, S/o. Anil Kumar Saha, Sibsankar Saha S/o. Anil Kumar Saha ও Shibsankar Saha S/o. A. Ch. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change of Name

I, **Har Bhajan Singh**, S/o- Late Kehar Singh, Residing at Rabindrapally, P.O- Hijli, PS- KGP (L), Dist.- Paschim Medinipur - 721306 hereby solemnly affirm and declared that in my Driving License vide License No-331982003 2564, dated 29.12.1982 my & my father's name have been wrongly recorded as **Sardar Har Bhajan Singh** S/o **Sardar Kehar Singh** instead of my & my father's actual/ correct name i.e. **Har Bhajan Singh** S/o- Kehar Singh vide Affidavit No.- 5641, Dated 10/06/2025 In the Court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class), at Kharagpur. **Har Bhajan Singh** S/o- Kehar Singh & **Sardar Har Bhajan Singh** S/o **Sardar Kehar Singh** both are same and one identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী মহামান্য জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া
রেফা: মিস আপীল -৯১/২০২২
আপীলেন্ট :- শ্রীমতী অনিতা সরকার
বনাম
রেসপনডেন্ট :- শ্রীমতী নিশা দেবী সাউ ওরফে নিশা রানী সাউ

১/ শ্রীমতী নিশা দেবী সাউ ওরফে নিশা রানী সাউ স্বামী মৃত গুড্ডু কুমার সাউ, সাকিম - শিবপুর বাটু লেন, মন্দিরতলা খাটাল, পোঃ - বাঁশবেড়িয়া, থানা- মগরা, জেলা-হুগলী, পিন - ৭১২৫০৩

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী অনিতা সরকার** স্বামী মৃত নির্মল সরকার, সাকিম- কোদালিয়া (২) গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, কোদালিয়া, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ -ব্যান্ডেল, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১২৩, অপরাপর ব্যক্তির সহিত আপনার বিরুদ্ধে জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ, জুনিয়ার ডিভিশন, প্রথম আদালত, চুঁচুড়া, দেওয়ানী মোকর্দ্দমা ২০২২ সালের ৪৮০ নং রুজু করা হইয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমার ইংরাজী ১৮/০৮/২০২২ তারিখে উক্ত মহামান্য আদালত ইনজাংশন দরখাস্ত খারিজ করিলে উক্ত মহামান্য জেলা জজ আদালতে মিস আপীল মোকর্দ্দমা আপনার বিরুদ্ধে জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, কোদালিয়া মৌজাস্থিত ১২নং জে.এল. ভুক্ত, কোদালিয়া- (২) গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, দ্বিতল গৃহের ১০১০ স্কোয়ার ফিট (গৃহ কার্য্যে ব্যবহৃত) একতলা ও ৮৯২ স্কোয়ার ফিট (আপীলেন্ট' বা বাদীর দোকান ঘর) নিম্ন তল মোট ১৯০২ - স্কোয়ার ফিট, বাস্তু, শ্রেণী ভুক্ত ০.০৪ ডেসিমেল, একর যাহার আর.এস. ৪২৭, এল.আর. দাগ নং ৫০১ উক্ত নালিশী সম্পত্তি লইয়া ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের মোকর্দ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে, উক্ত নং মোকর্দ্দমা বিষয়ে আপনার কোনরূপ বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে আপনি স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে আসিয়া দাখিল করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক আপীলেন্টের অনুকূলে মোকর্দ্দমা মঞ্জুর হইবে।

আপীলেন্টের পক্ষে -
শ্রী শীর্ষেন্দু বন্দোপাধ্যায়
(এ্যাডভোকেটবাবু)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী মহামান্য জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মাননীয় জেলা জজ আদালত, হুগলী
প্রবেট কেস নং ১৩/২০১৯
ঝুমা পাল .. দরখাস্তকারিনী

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, **ঝুমা পাল (দাস)** স্বামী ৺শ্যামল কুমার পাল, পিতা রঞ্জিত দাস, সাং চৌধুরীপাড়া, পোঃ খামারচন্ডী, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী অত্র আদালতে গত ইংরাজী ২০/১২/২০১৫ তারিখে প্রয়াত শ্যামল কুমার পাল পিতা ৺পান্নালাল পাল, সাং - চৌধুরীপাড়া, পোঃ খামারচন্ডী, থানা হরিপাল, জেলা - হুগলী দ্বারা উইলকৃত 'এ' তপশীল বর্ণিত জেলা হুগলী, থানা - হরিপাল আশুতোষ গ্রাম পঞ্চায়েতের খামারচন্ডী মৌজার ৭২ নং জে.এল ভুক্ত এল.আর ৭১৫ খতিয়ানের ৩২৮ সি.এস প্লটের তথা এল.আর ৩২৮/৮৫০ প্লটের ৪ কাঠা বা ২৮৮১ বঃ ফুঃ (কমবেশী) পরিমিত একটি পাকা একতল বাস্তু জমি যাহার আচ্ছাদিত অংশ ৮০০ বঃ ফুঃ 'বি' তপশীল বর্ণিত ইন্ডিয়ান পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট গভঃ অফ ইন্ডিয়া প্রদত্ত পি.এফ., গ্র্যাচুইটি, ফ্যামিলি পেনশন, লিভ স্যালারি, ইনসুরেন্স বেনিফিট, অন্যান্য বেনিফিট যাহা প্রয়াত **শ্যামল কুমার পাল** পিতা ৺পান্নালাল পাল, সাং গ্রাম - চৌধুরীপাড়া, পোঃ খামারচন্ডী, থানা হরিপাল, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৪০৫ পেতে হকদার যাহার পূর্বতন সাং - গ্রাম - দ্বারাহাটা, বাজারপাড়া, পোঃ ও থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৩ 'সি' তপশীল বর্ণিত কিষাণ বিকাশ পত্র

	নম্বর	টাকার পরিমাণ
১	৬৮ বিসি ৯৪০৮০৩	৫,০০০/-
২	৩১ সিই ৮৮৭৮৭৬	১০,০০০/-
৩	৩১ সিই ৮৮৭৮৭৭	১০,০০০/-
৪	৬৮ বিসি ৯৪০৮০২	৫,০০০/-
৫	৩১ সিই ৮৮৭৮৭৪	১০,০০০/-
৬	৩১ সিই ৮৮৭৮৭৫	১০,০০০/-
৭	০৮ সিই ৬২০৫৪৯	১০,০০০/-
৮	০৮ বিসিই ৬২০৫৫০	১০,০০০/-
৯	০৮ সিই ৬২০৫৫১	১০,০০০/-
১০	০৮ সিই ৬২০৫৫২	১০,০০০/-
১১	০৮ সিই ৬২০৫৫৩	১০,০০০/-
১২	৭০ এবি ২৬২৭৩০	১,০০০/-
১৩	৭০ এবি ২৬২৭৩১	১,০০০/-
১৪	৭০ এবি ২৬২৭৩২	১,০০০/-
১৫	৭০ এবি ২৬২৭৩৩	১,০০০/-
১৬	৭০ এবি ২৬২৭৩৪	১,০০০/-
১৭	৭০ এবি ২৬২৭৩৫	১,০০০/-
১৮	৭০ এবি ২৬২৭৩৬	১,০০০/-
১৯	৭০ এবি ২৬২৭৩৭	১,০০০/-
২০	৭০ এবি ২৬২৭৩৮	১,০০০/-
২১	৭০ এবি ২৬২৭৩৯	১,০০০/-
২২	৫০ ইই ৯১৪০৫১	৫০০/-
২৩	৫০ ইই ৯১৪০৫২	৫০০/-
২৪	৫০ ইই ৯১৪০৫৩	৫০০/-
২৫	৫০ ইই ৯১৪০৫৪	৫০০/-
২৬	৫০ ইই ৯১৪০৫৫	৫০০/-
২৭	৫০ ইই ৯১৪০৫৬	৫০০/-
২৮	৫০ ইই ৯১৪০৫৭	৫০০/-
২৯	৫০ ইই ৯১৪০৫৮	৫০০/-
৩০	৫০ ইই ৯১৪০৫৯	৫০০/-
৩১	৫০ ইই ৯১৪০৬০	৫০০/-
৩২	৫০ ইই ৯১৪০৬১	৫০০/-
৩৩	৫০ ইই ৯১৪০৬২	৫০০/-
৩৪	৫০ ইই ৯১৪০৬৩	৫০০/-
৩৫	৫০ ইই ৯১৪০৬৪	৫০০/-
৩৬	৫০ ইই ৯১৪০৬৫	৫০০/-
৩৭	৫০ ইই ৯১৪০৬৬	৫০০/-
৩৮	৫০ ইই ৯১৪০৬৭	৫০০/-
৩৯	৫০ ইই ৯১৪০৬৮	৫০০/-
৪০	৫০ ইই ৯১৪০৬৯	৫০০/-
৪১	৫০ ইই ৯১৪০৭০	৫০০/-
৪২	৭০ এবি ২৬২৭২৫	১,০০০/-
৪৩	৭০ এবি ২৬২৭২৬	১,০০০/-
৪৪	৭০ এবি ২৬২৭২৭	১,০০০/-
৪৫	৭০ এবি ২৬২৭২৮	১,০০০/-
৪৬	৭০ এবি ২৬২৭২৯	১,০০০/-
৪৭	৮০ বিসি ১৯৯০০০	৫,০০০/-
৪৮	৮০ বিসি ১৯৮৯৯৬	৫,০০০/-
৪৯	৮০ বিসি ১৯৮৯৯৭	৫,০০০/-
৫০	৮০ বিসি ১৯৮৯৯৮	৫,০০০/-
৫১	৮০ বিসি ১৯৮৯৯৯	৫,০০০/-
৫২	০৪ জিজি ৩৩১২১০	৫০,০০০/-

মায় সুদ সহ এ/সি নং ১৪২০২৫২১ ও ৭২২১১২৭৫ খামারচন্ডী, সাবপোষ্ট অফিস ও অপরটি ৫৬৬২২৭ নং এ/সি যাহা হরিপাল পোঃ অফিসের সহিত সংযুক্তীয় তাহার জন্য প্রবেট চাহিয়া অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিজে/উপযুক্ত মাধ্যমে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় শুনানী অন্তে একতরফা বিচারে দরখাস্তকারিনীর অনুকূলে আদেশ হইবে।

দরখাস্তকারিনীর পক্ষে উকিলবাবু
নেপাল চন্দ্র সেন (আইনজীবী)

অনুমত্যানুসারে
অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ আদালত, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী এ্যাট চিনসুরা
রেফাঃ এ্যাক্ট ৩৯, কেস নং- ৯৬/২০২৪
দরখাস্তকারী:- শ্রী শুভব্রত শীল।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী শুভব্রত শীল**, পিতা- মৃত প্রশান্ত কুমার শীল, সাকিম-কামারপাড়া রোড, গোবর্দ্ধন শীল লেন, পো: ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী এর বরাবর তাহার পিতা- **প্রশান্ত কুমার শীল**, পিতা-তিনকড়ি শীল, সাং- কামারপাড়া রোড, গোবর্দ্ধন শীল লেন, পো: ও থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী মহাশয় গত ইংরাজী ১৬/০৪/১৯৯১ তারিখে জেলা হুগলী, থানা- চুঁচুড়ার অধীন জে.এল. নং-২০, চুঁচুড়া মৌজায় অবস্থিত তথা হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার ২৭নং ওয়ার্ডের পঞ্চাননতলা মহল্লায় ৫৩/৪৮/৪৩নং হোল্ডিং ভুক্ত আর এস খতিয়ান নং ৯০৩, আর এস দাগ ৮৫৪৮, এল আর ১০৪৬৭ জমির শ্রেনী বাস্তু পরিমান কমবেশী ৭ ছটাক ২৮ স্কোয়ারফিট এবং ভিটি জমি পরিমান কমবেশী ২ কাঠা ২ ছটাক ১০ বর্গফুট যা চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ওয়ার্ড নং ২৭ মহল্লা পঞ্চাননতলা হোল্ডিং নং ৫৩/৪৮/৪৩ মৌজা চুঁচুড়া জে এল নং ২০ আর.এস. খতিয়ান ১০৭, আর.এস. দাগ ৮৫৫৩ এল.আর. দাগ ১০৪৭৪ এই দুই দাগে মোট জমির পরিমান ২ কাঠা ৯ ছটাক ৩৮ বর্গফুট যাহা এল.আর. খতিয়ান ১০২৯৮ এর অর্ন্তভুক্ত এবং যাহা মায় ১৪১৭ বর্গফুটের বাড়ি যাহা চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটি অর্ন্তভুক্ত এবং যাহা D.S.R. হুগলী জুরিডিকশান ভুক্ত। এই দুই সম্পত্তির মূল্য ১২,০০,০০০/-

এই দুই সম্পত্তি লইয়া আমার মক্কেলের পিতা প্রশান্ত কুমার শীল একটি উইল রেজিষ্ট্রী করিয়া যান যাহার নং ১৯/১৯৯১, এ, ডি, এস, আর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত হয়। আমার মক্কেলের পিতা-প্রশান্ত কুমার শীল গত ইং ১৬/১১/২০১১ তারিখে পরলোক গমন করিবার পর আমার মক্কেল উক্ত উইলের প্রবেট লইবার নিমিত্তে অত্র আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্র বিষয়ে কাহারও যদি কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি জানাইবেন অন্যথায় আমার মক্কেলের বরাবর একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে নিযুক্তীয়
পার্থ সারথী রায় (উকিলবাবু)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
পার্থ সারথী পাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
তাং- ০৫/০৭/২৫ হুগলী এ্যাট চিনসুরা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ই জুলাই। ২২ শে আষাঢ়। সোমবার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি, বিংশোত্তরী ও শনি মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বার্তা। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(আজ শ্রীশ্রী হরি শয়ন তিথি। বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত র শহীদ দিবস। সাহিত্যিক প্রবোধ কুমার সান্যাল র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ডোমজুড়ে জগন্নাথের রথে হামলা, ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষায় হিন্দুদের একজোট হওয়ার ডাক শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার ডোমজুড়ের সলপে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় হামলার ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নিজের এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি লেখেন, হাওড়া ডোমজুড়ের সলপে আবারও বিধর্মীদের হাতে আক্রান্ত হল মহাপ্রভু জগন্নাথের রথ। গত ৪০ বছর ধরে ওই পথেই রথ বেরয়। হঠাৎ একদল ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি লাঠিসোটা, বাঁশ, ইট-পাটকেল, টিউব লাইট নিয়ে বিনা প্ররোচনায় রথযাত্রায় হামলা চালায়। তিনি দাবি করেন, এই আক্রমণে অন্তত ১৪ জন আহত হয়েছেন এবং ৭-৮ জন বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শুভেন্দুর অভিযোগ, ঘটনার পরে পুলিশ এলেও তারা আক্রমণকারীদের পক্ষ নিয়ে রথযাত্রায় অংশগ্রহণকারী হিন্দু ভক্তদের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে, যা অত্যন্ত লজ্জাজনক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে কটাক্ষ ছুড়ে তিনি লেখেন, ভোটব্যাংক ও তোষণের রাজনীতির বলি হচ্ছেন রাজ্যের হিন্দুরা। তাঁরা বারবার আক্রান্ত হচ্ছেন নিজেদের ধর্মাচরণ করতে গিয়ে। প্রশাসন আজ পুরোপুরি তৃণমূলের দাসে পরিণত। সবশেষে শুভেন্দুর সতর্কবার্তা; এভাবে চলতে থাকলে হিন্দুদের সামনে বিপদ। এখনই একজোট না হলে অস্তিত্ব সংকট এড়ানো অসম্ভব। ঘটনার তদন্ত দাবি করেছে বিজেপি। প্রশাসনের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলে, আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের ইঙ্গিতও দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

শহরজুড়ে মহরম পালন, নিরাপত্তায় কঠোর পুলিশি নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরজুড়ে রবিবার যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হল মহরম। আশুরার দিনে ইমাম হুসেনের কারবালার আত্মবলিদানকে স্মরণে রেখে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে শোক মিছিল ও তাজিয়া শোভাযাত্রা বেরয়।

সূর্যসেন স্ট্রিট, রাজাবাজার, বেলেঘাটা, টালিগঞ্জ, খিদিরপুর;সহ একাধিক এলাকায় তাজিয়াকে কেন্দ্র করে জমে জনসমাগম। পুরনো ধর্মীয় ঐতিহ্য মেনে খোদা মসজিদ থেকেও বেরিয়েছে মহরমের তাজিয়া।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না হয়, সেদিকে নজর দিতে আগেই বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। শনিবার লালবাজার থেকে জানানো হয়েছিল, উল্টো রথ ও মহরম মিলিয়ে গোটা শহরে অতিরিক্ত ৫,০০০ পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু মহরমের দিন নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত আড়াই হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হয় বিভিন্ন থানার অধীনে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ শোভাযাত্রার রুটে মোতায়েন করা হয় র‍্যাফ ও লালবাজারের কুইক রেসপন্স টিম। গোয়েন্দা নজরদারি ছাড়াও ছিল রুট ম্যাপ অনুযায়ী সিসি ক্যামেরা নজরদারি এবং প্রয়োজনে ড্রোন ব্যবহার। যানজট এড়াতে শনিবার থেকেই শহরের একাধিক রাস্তায় ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, রথযাত্রা ও মহরম উপলক্ষে শনিবার ও রবিবার দুপুর থেকে শহরের কোয়ান্টাম রোড, জওহরলাল নেহরু রোড, ডরিনা ক্রসিং, পার্ক সার্কাস, মৌলালি, বাগবাজার, টালা ব্রিজ, বেলগাছিয়া রোড-সহ একাধিক রুটে যান চলাচলে বিধিনিষেধ থাকবে।

এছাড়া বিভিন্ন শোভাযাত্রা ঘিরে যে এলাকাগুলিতে জমায়েত বেশি হয়, সেগুলিতে পর্যাপ্ত পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করে পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রেখেছিল প্রশাসন।

কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা নিজে এই উপলক্ষে প্রতিটি থানাকে তাদের দায়িত্ব পালনে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। উৎসব শান্তিপূর্ণ রাখতে প্রয়োজনে কন্ট্রোলরুম ও হেল্পলাইন নম্বরও চালু রাখা হয়েছিল।

নিউ আলিপুর ক্যানেল রোড সমাজ সেবা সমিতির শারদোৎসবের খুঁটি পুজোতে উপস্থিত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও গায়ক নচিকেতা।

আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির নাগরিকদের সার্টিফিকেট ইস্যুর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির নাগরিকদের সার্টিফিকেট ইস্যুর নির্দেশ দিল রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর। সম্প্রতি একটি চিঠি পাঠিয়ে জেলাশাসক ও মহকুমা শাসকদের বলা হয়েছে, এই সার্টিফিকেটের আবেদন পড়া মাত্র তা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

সরকারি চাকরি ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইডব্লিউএস শ্রেণির জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৯ সালে কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়, তফসিলি জাতি-উপজাতি বা ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় না থাকা প্রার্থীরা নির্ধারিত আয় ও সম্পত্তির মানদণ্ডে পড়লে এই সুবিধা পেতে পারেন।

এই সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনের নির্দিষ্ট আধিকারিকের কাছে আবেদন করতে হয়। খতিয়ে দেখে সেই আবেদন মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, এই প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হচ্ছে। সেই কারণে দপ্তর ফের সক্রিয় হয়েছে।

২০২৩ সালেও এই সংক্রান্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এবার ফের তা জোরদার করা হচ্ছে কারণ, বর্তমানে স্নাতক স্তরে ভর্তি এবং স্কুল শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। ফলে প্রার্থীদের এখনই প্রয়োজন ইডব্লিউএস শংসাপত্র। প্রশাসনকে তাই স্পষ্ট বার্তা; এই প্রক্রিয়া যেন আর দেরি না হয়।

রথযাত্রা ও ওড়িশা উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রথযাত্রা ও ওড়িশা উৎসব ২০২৫-এর অংশ হিসেবে, শ্রী জগন্নাথ সেবা সমিতি, খিদিরপুর-এর সাংস্কৃতিক শাখা 'উৎকলা' -এর উদ্যোগে আয়োজিত হল খিরি পিঠা প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা ৪ জুলাই ভবানীপুরের নর্দান পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ৩৫ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন ও নিজেদের সুস্বাদু রান্নার দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

চন্দ্রশেখর পানিগ্রাহী, সভাপতি, শ্রী জগন্নাথ সেবা সমিতি, খিদিরপুর বলেন, খিরি পিঠা প্রতিযোগিতা শুধুই একটি রান্নার প্রতিযোগিতা নয়, এটি আমাদের ওড়িয়া সংস্কৃতির স্বাদ ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি মাধ্যম। আমাদের লক্ষ্য, যুবসমাজকে এই ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা এবং তা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের জন্য ৭ জেলায় পুষ্টি প্যাকেট বিতরণের উদ্যোগ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তীব্র অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের জন্য রাজ্য সরকার সাত জেলায় পুষ্টিকর খাবারের বিশেষ প্যাকেট বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের তরফে ইতিমধ্যেই টেন্ডার ডেকে বেসরকারি সংস্থা নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ওই শিশুদের জন্য নির্ধারিত পুষ্টি মান মেনে খাদ্য প্রস্তুত করবে এবং তা নির্ধারিত কেন্দ্রে পৌঁছে দেবে। এই প্রকল্পে প্রথম পর্যায়ে সাতটি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেগুলি হল; বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনা। জানা গেছে, আদিবাসী ও গ্রামীণ এলাকার শিশুদের মধ্যেই এই ধরনের তীব্র অপুষ্টি দেখা যাচ্ছে বেশি।

খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, পুষ্টি প্যাকেটে থাকবে এমন খাদ্য যা একটি শিশুর দৈনিক ক্যালোরি ও প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। প্যাকেট তৈরির প্রতিটি ধাপে মানা হবে স্বাস্থ্যবিধি ও খাদ্য নিরাপত্তার নির্দেশিকা। শিশুদের হাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্যাকেট পৌঁছে দেওয়াই সরকারের মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্প রাজ্য ও কেন্দ্রের বিভিন্ন পুষ্টি ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উদ্যোগের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে বলে জানানো হয়েছে। প্রশাসন সূত্রের খবর, শুধুমাত্র খাদ্য দান নয়, তৃণমূলস্তরে অপুষ্টির বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। দপ্তরের মতে, এই প্রকল্পে সঠিক সরবরাহ, স্বচ্ছতা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করতে বিশেষ নজরদারি থাকবে। অপুষ্ট শিশুদের সুস্থভাবে বড় হয়ে ওঠার পথ সুগম করতেই এই পরিকল্পনা, যা রাজ্যে শিশু মৃত্যুহার কমাতে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে বলেই আশা।

রবিবাসরীয় মুডে অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। ক্যাপশনে লিখলেন, হ্যাপি সানডে।

বাড়ি খালির সুযোগ নিয়ে লক্ষাধিক টাকা চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: একটি বাড়ি খালি থাকার সুযোগ নিয়ে চোরেরা লক্ষাধিক টাকার গয়না ও নগদ টাকা চুরি করল। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে ফুলবাড়ির পূর্বে ধনতলায়। বাড়ি খালির সুযোগ নিয়ে জানালা কেটে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বাড়ির মালিক মোমিনুল হক পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তিনি মেলায় অস্থায়ী দোকান দেন। শনিবার তিনি তার পরিবারের সঙ্গে অম্বিকানগরের রথের মেলায় দেওয়া দোকানে ছিলেন। রাত দেড়টার দিকে ফিরে এসে দেখেন ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। জানালার লোহার গ্রিল ভাঙা। তখন তিনি বুঝতে পারেন যে ঘরে চুরি হয়েছে। মমিনুল হক জানান, চোরেরা জানালার গ্রিল ভেঙে ঘরে ঢুকে চুরি করে। ঘরে রাখা প্রায় ৭০ হাজার টাকা নগদ, গয়না এবং মোবাইল ফোন চুরি করে। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

রোটারি ক্লাব অফ টালিগঞ্জ-এর নতুন প্রেসিডেন্ট লুনা সিনহা চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রোটারি ক্লাব অফ টালিগঞ্জের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পেলেন লুনা সিনহা চৌধুরী। ৪৮ তম ইনস্টলেশন সেরিমনিতে তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিজি রমেন্দু হোমচৌধুরী, ডিজি তাপস ভট্টাচার্য, পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী, সৌমেন্দ্র নাথ দে, সুদীপ্ত ব্যানার্জী, বাদশা ঘোষাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। লুনা জানান, গ্রামাঞ্চলের বৃদ্ধ মানুষদের জন্য কমোডের ব্যবস্থা তিনি করতে চান, পাশাপাশি তিনি থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়াতে চান।

অনুরাগীদের ক্রমশ মন জয় করছে অরুণিমার 'এক কাপ চা উইথ অরুণিমা'

কলকাতা: এ যেন অন্য রূপকথা। টলিউডের খবর রাখেন, আর অরুণিমা দে'র নাম শোনেননি এমন মানুষ খুব কমই আছেন। অভিনয়, প্রযোজনা, পরিচালনা সবেতেই পারদর্শী অরুণিমা। এমনকী সমাজমাধ্যমেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। তার 'এক কাপ চা উইথ অরুণিমা' অনুরাগীদের মন জয় করে নিয়েছে। সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষদের নিয়ে তার চ্যানেলে তিনি দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে চলেছেন। গত সোমবার তাঁর এই অনুষ্ঠানে সামিল হন অভিনেত্রী পিলু বিদ্যার্থী। অভিনেত্রী শকুন্তলা বড়ুয়ার কন্যা পিলু, নিজেও খুবই খুশি। ডিজি ম্যাক্স ক্রিয়েশনের কর্ণধার অরুণিমা দের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। তিনি জানান, অরুণিমার এই প্রয়াস সমাজের জন্য অত্যন্ত দরকারি, যার ভূমিকা অনস্বীকার্য। পাশাপাশি এদিন উপস্থিত থাকতে দেখা যায় বিনোদন জগতের চেনা মুখ লোপাকে। তিনিও অত্যন্ত খুশি অরুণিমার এই উদ্যোগে। তারাও এদিন অরুণিমার পড কাস্টের অংশ ছিলেন। অরুণিমা নিজেও উচ্ছ্বসিত তাদের পেয়ে।

ফুটপাত দখল করে চলছে ব্যবসা। শিশির মার্কেটে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

নারী নির্যাতন রুখতে প্রশিক্ষণ পঞ্চায়েত স্তরেই, বিশেষ জোর আইনি শিক্ষায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: নারী নির্যাতন সংক্রান্ত আইনি সচেতনতা বাড়াতে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী নারীর প্রতি অপরাধ সংক্রান্ত ধারা ও আইনগুলির বিষয়ে অবগত করানো হবে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, যাতে তাঁরা নিজেদের এলাকায় প্রচার চালিয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে পারেন।

এই উদ্যোগের দায়িত্বে থাকবে পঞ্চায়েত দপ্তরের অধীনস্থ 'সোসাইটি ফর ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ অন পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট'। রাজ্যের ২২টি জেলাতেই প্রশিক্ষণের জন্য 'রিসোর্স পারসন' নিযুক্ত করার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষকদের বাছাই করা হবে যাঁরা শিক্ষকতা, প্রশাসন বা সেনাবাহিনীর মতো ক্ষেত্র থেকে এসেছেন এবং যাঁদের আইনি বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষক হতে ইচ্ছুকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে দপ্তর।

প্রশিক্ষণের তালিকায় রয়েছে মোট ১৪টি বিষয়, যার মধ্যে সাইবার সিকিউরিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ মোকাবিলা অন্তর্ভুক্ত। তবে সর্বাধিক গুরুত্ব পাচ্ছে নারী নির্যাতন, শিশু সুরক্ষা এবং তফসিলি জাতি ও জনজাতির অধিকার সংক্রান্ত আইনি শিক্ষার বিষয়টি। এই 'রিসোর্স পারসন'রা শুধু পঞ্চায়েত প্রতিনিধি নন, পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিকদের মধ্যেও 'মাস্টার ট্রেনার' তৈরির কাজ করবেন।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রাজ্যে একাধিক নারী নির্যাতনের ঘটনা; আরজি কর হাসপাতাল বা কসবা ল' কলেজ কাণ্ড; রাজ্যের ভাবমূর্তিতে প্রভাব ফেলেছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, এই প্রেক্ষিতে পঞ্চায়েত স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, অনলাইন পরিষেবার প্রসার যেমন ঘটানো হয়েছে, তেমনই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতেও সরকার সক্রিয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৭ জুলাই ২০২৫, ২২ আষাঢ় ১৪৩১ সোমবার

মদ্যপানের আসরে টাকা নিয়ে বাকবিতণ্ডা, বাবাকে ডেকে বন্ধুকে বেধড়ক মারধর

যুবকের মৃত্যুতে গ্রেপ্তার বাবা ও ছেলে, তদন্তে হোমিসাইড শাখা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: বেহালার ঠাকুরপুকুরে রবিবার সকালে মদ্যপানের আসরেই প্রাণ গেল এক যুবকের। অভিযোগ, টাকা-পয়সা সংক্রান্ত বিবাদের জেরে বন্ধুর সঙ্গে বচসা বাধে, আর সেই বিবাদেই বন্ধু ও তার বাবার বেধড়ক মারধরে মৃত্যু হয় বাপি অধিকারী (২৪) নামে যুবকের। এই ঘটনায় ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ দীপু জানা ও তাঁর বাবা কৃষ্ণ জানাকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে সখেরবাজার এলাকার ডায়মন্ড হারবার রোড সংলগ্ন জায়গায় চার বন্ধু মদ্যপান করছিল। ভোরের দিকে সকলে মদ্যপানের শেষে চায়ের দোকানে বসে। তখনই বাপি ও দীপুর মধ্যে টাকা সংক্রান্ত নিয়ে বচসা বাধে। এর পর দীপু ফোন করে তাঁর বাবাকে ডাকেন। অভিযোগ, সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণ জানা এসে ছেলেকে সহায়তা করেন এবং রাস্তায় বাপিকে মারধর শুরু করেন। এরপর তাঁকে একটি সুপার মার্কেটের ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে আরও আঘাত করা হয়। চরম মারধরের ফলে বাপি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তাঁকে বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার পর ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীপু ও কৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনায় খুনের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জেরা করা হচ্ছে।

এই ঘটনায় ফের প্রশ্ন উঠেছে শহরের নিরাপত্তা ও দিনেদুপুরে জনবহুল এলাকায় এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনায় প্রশাসনের তৎপরতা নিয়ে। তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখাও।

সন্দেশখালির তিন বিজেপি কর্মী হত্যার তদন্তে সিবিআই

শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে ফের এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ফের আলোচনার কেন্দ্রে ২০১৯-র সন্দেশখালির নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা। নিহত তিন বিজেপি কর্মী প্রদীপ মণ্ডল, দেবদাস মণ্ডল ও সুকান্ত মণ্ডল হত্যা মামলার তদন্তভার এবার তুলে দেওয়া হল সিবিআইয়ের হাতে। শনিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানায়, এই ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই তারা এফআইআর দায়ের করেছে।

গত ৩০ জুন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই প্রথম মামলা রুজু করে। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত বলেন, এই সংবেদনশীল মামলায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন জরুরি, যার তদারকির দায়িত্বে থাকবেন সংস্থার একজন জয়েন্ট ডিরেক্টর। আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে, হিংসার ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ভূমিকা ছিল গভীরভাবে প্রশ্নাতীত, যেখানে মূল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে তারা একাধিকবার ব্যর্থ হয়েছে।

কী ঘটেছিল ২০১৯ সালে?

নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সন্দেশখালির গ্রামে হঠাৎ করে হানা দেয় একদল দুষ্কৃতী। স্থানীয় তিন বিজেপি কর্মী প্রদীপ, দেবদাস ও সুকান্তকে বেছে বেছে হত্যা করা হয়। তাঁদের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় মাঠে-ঘাটে। পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, এই আক্রমণের নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। তৎকালীন তদন্তের ভার ছিল রাজ্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা সিআইডির হাতে। কিন্তু তদন্ত নিয়ে অসন্তুষ্ট নিহতদের পরিবার হাইকোর্টে গিয়ে সিবিআই তদন্তের আবেদন জানায়।

হাইকোর্টের ক্ষোভ বিচারপতি সেনগুপ্ত সাফ বলেন, এই মামলায় এমন কিছু গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, যা উপেক্ষা করা চলে না। পুলিশ প্রথম থেকেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ন্যায়বিচারের সর্বনাশ ঘটেছে। তিনি আরও যোগ করেন, যখনই শেখ শাহজাহানকে নিয়ে অভিযোগ উঠে, তখনই রাজ্য পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তা সে ইডির উপর হামলার মামলাই হোক বা এই হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা হোক।

শাহজাহান সংক্রান্ত অন্যান্য অভিযোগ-

উত্তর ২৪ পরগনার নদীবেষ্টিত সন্দেশখালির বহু মহিলার অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের জমি জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে চলেছে লাগাতার যৌন নির্যাতন। এসবের নেপথ্যেও ছিল শাহজাহান ও তাঁর অনুগামীরা, এমনটাই স্থানীয়দের অভিযোগ।

২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বহু কোটি টাকার রেশন দুর্নীতি তদন্তে ইডির একটি দল শাহজাহানের বাড়িতে হানা দিতে গেলে, তাঁদের উপর হামলা হয়। ভাঙচুর করা হয় গাড়ি, আহত হন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা। সেই ঘটনার পর শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি এখন বিচার বিভাগীয় হেপাজতে রয়েছেন। ইডির উপর আক্রমণ সংক্রান্ত তিনটি মামলার তদন্তও এখন সিবিআইয়ের হাতে রয়েছে।

একাধিক মামলা, একই অভিযুক্ত-

২০১৯-র হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে ২০২৪-র দুর্নীতি ও হিংসা; সব ক্ষেত্রেই অভিযোগের কেন্দ্রে একটাই নাম শেখ শাহজাহান। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে সেই বাস্তবতা উঠে আসায়, তদন্তের দায়িত্ব এবার সরাসরি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাঁধে। রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি বা

স্থানীয় পুলিশকে আর দায়িত্বে রাখার প্রশ্নই নেই; এমনই মন্তব্য বিচারপতির। ফলে, বছর ঘুরে ফের নতুন মোড় নিতে চলেছে সন্দেশখালির পুরনো হত্যাকাণ্ডের তদন্ত। এবার ন্যায়বিচার কতটা নিশ্চিত হয়, সেই দিকেই তাকিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ও নিহতদের পরিবার।

পানশালায় যুবতীকে কটূক্তি ও হেনস্তা, প্রতিবাদ করতেই জুটল মার

প্রতিবাদীর গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সল্টলেক: সল্টলেকের তথ্যপ্রযুক্তি নগরীর ইপি ব্লকের একটি পানশালায় এক তরুণীকে হেনস্তার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, তরুণীকে হেনস্থা করা হয় পানশালারই ভিতরে, আর বাধা দিতে গিয়ে বেধড়ক মার খেতে হয় তাঁর সঙ্গী যুবককে। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার জেরে এলাকা জুড়ে তীব্র আলোড়ন ছড়ালেও, ঘটনার প্রকৃত রূপ এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার এক যুবক ও যুবতী সল্টলেকের ওই পানশালায় যান। তখনই সেখানে থাকা একদল মদ্যপ ব্যক্তি ওই যুবতীকে কটূক্তি করে বলে অভিযোগ। এর প্রতিবাদ করেন যুবতীর সঙ্গী, তখনই শুরু হয় বচসা।

অভিযোগ, বচসা মুহূর্তে হাতাহাতিতে পরিণত হয় এবং অভিযুক্তরা যুবককে মারধর করে। এমনকী তাঁর গাড়িও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁকে মদের বোতল দিয়ে মারারও অভিযোগ রয়েছে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যান যুবকটি।

খবর পেয়ে ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, ঝামেলা হয়েছে ঠিকই, তবে বিস্তারিত তাঁরা জানেন না। পুলিশ যদিও এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্তদের পরিচয় নিশ্চিত করেনি, তাই কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তারা জানিয়েছে, কোনও পক্ষের অভিযোগ বা অনুমানের ভিত্তিতে নয়, ভিডিও ফুটেজ ও তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে এই ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, এত রাতে পানশালা কীভাবে খোলা ছিল? প্রসঙ্গত, আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের পরে পানশালা বন্ধ থাকার কথা থাকলেও, সেক্টর ফাইভে একাধিক পানশালা গভীর রাত পর্যন্ত খোলা থাকে বলে অভিযোগ। এর আগেও এই এলাকা থেকে একাধিকবার হাঙ্গামার খবর উঠে এসেছে। ঘটনার প্রকৃত রূপ কী, তা জানতে মুখিয়ে এলাকাবাসী সহ গোটা শহর।

শিয়ালদহে মহরমের শোভাযাত্রা। *ছবি: অদিতি সাহা*

বিষ মিশিয়ে সারমেয় খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: খাবারে বিষ মিশিয়ে কুকুর খুনের অভিযোগ। নিউটনের অভিজাত আবাসনের সামনের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামে টলি অভিনেতা-অভিনেত্রী, পশু প্রেমী সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। অভিজাত ওই আবাসনের পশু প্রেমীদের অভিযোগ, গত মাসের ১৯ তারিখ রাতে কে বা কারা ছটি কুকুরকে খাবারের সঙ্গে পয়জান দেয়। এরপর তারা খবর পেয়ে বিভিন্নভাবে চিকিৎসা করালেও অবশেষে চারটি কুকুর মারা যায়। মৃত কুকুরগুলোকে আদর করে ডাকা হত ছুটকি, সাহেব, নন্টে ও বাবলি নামে। এই ঘটনায় টেকনোসিটি থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হলেও দোষীরা এখনো পর্যন্ত চিহ্নিত হয়নি। যদিও প্রসূ প্রেমীদের অভিযোগের তীর আবাসনের একাংশ মানুষের দিকে। কারণ কুকুরদের খাওয়া দেওয়া নিয়ে আবাসনের কিছু মানুষ বিভিন্ন ভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করত।

গড়ফায় ছেঁড়া হল মমতার পোস্টার সিসিটিভি ফুটেজ-সহ অভিযোগ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিতে যখন জোরকদমে রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার চলছে, ঠিক তখনই রাতের অন্ধকারে ছিড়ে দেওয়া হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সংবলিত ব্যানার-পোস্টার। শনিবার গভীর রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে দক্ষিণ কলকাতার গড়ফায়। ঘটনাস্থল আনোয়ার শাহ কানেক্টরের উপর, জনপ্রিয় বাজারের উল্টো দিকে শীতলা মন্দির সংলগ্ন এলাকা। অভিযোগ, একুশে জুলাইয়ের মিছিল ঘিরে সেখানে বড়সড় ব্যানার লাগিয়েছিলেন তৃণমূল কর্মীরা। রাত প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ সেই ব্যানার ফালাফালা করে কেটে ফেলে একদল মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি।

এলাকার কাউন্সিলর তথা তৃণমূল নেতা অরিজিৎ দাস ঠাকুর জানিয়েছেন, ভোরে উঠে দেখি, আলো লাগানো ব্যানারটি সম্পূর্ণ ছেড়া। এমন ঘটনা এই এলাকায় আগে কখনও ঘটেনি। স্থানীয়দের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, মধ্যরাতে কিছু লোক পরিকল্পিতভাবে ব্যানার ছিড়ে দিয়েছে।

তৃণমূলের অভিযোগের আঙুল সরাসরি বিজেপি ও সিপিএমের দিকে। ঘটনার পরেই গড়ফা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অরিজিৎ দাস ও দলের অন্যান্য কর্মীরা। জমা দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট সিসিটিভি ফুটেজও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ঘটনাকে রাজনৈতিক চক্রান্ত বলেই মনে করছে শাসক দল। এলাকায় নতুন করে পোস্টার লাগানোর কাজ শুরু হলেও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব পুলিশের কাছে দ্রুত অভিযুক্তদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। এখন দেখার, এই ঘটনা একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতির আবহে কতটা উত্তেজনা ছড়ায় এবং প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়।

সবুজায়নের নজির গড়ছে বাংলা, ১২৮ পুরসভায় এক লক্ষ গাছ বসানোর কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরে দ্রুত হারে কমছে পুকুরের সংখ্যা। জলাশয় রক্ষায় তাই এবার অভিনব উদ্যোগ রাজ্য সরকারের। রাজ্যের ১২৮টি পুরসভা এলাকায় পুকুরপাড় ঘিরে এক লক্ষ গাছ বসানোর কাজ শুরু হয়েছে বর্ষার মধ্যেই। আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেলসহ নানা ফল ও ছায়াদানকারী গাছ লাগানো হচ্ছে এই প্রকল্পে।

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীন 'অনুত' প্রকল্পের আওতায় এই কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পাচ্ছেন ১৪ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা। প্রশাসন সূত্রের খবর, প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫০ কোটি টাকা, যার ৭৫ শতাংশই মহিলা কর্মীদের পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া হবে।

পুরসভাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বর্ষার মধ্যেই চারা বসানোর কাজ সম্পূর্ণ করতে। শুধু লাগানো নয়, আগামী এক বছর এই গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও থাকবে সেই মহিলাদের ওপরেই। গাছ চুরি বা নষ্ট হওয়া রুখতে নজরদারির ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় স্তরে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রগতি দেখিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। একমাত্র এই রাজ্যেই এক লক্ষ গাছ বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দেশের প্রথম দশটি শহর বা পুরসভার মধ্যে আটটি শহর পশ্চিমবঙ্গের। তালিকায় রয়েছে ডায়মন্ডহারবার, মধ্যমগ্রাম, উত্তর দমদম, ইংলিশবাজার, কোচবিহার, জঙ্গিপুর, দমদম এবং বাঁশবেড়িয়ার মতো শহরের নাম। সবুজায়ন এবং জলাশয় সংরক্ষণে বাংলা যে রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে জাতীয় স্তরে উদাহরণ তৈরি করতে চলেছে, এই প্রকল্প তারই প্রমাণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

ঘোলায় স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘোলা থানার পানিহাটি পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের আগরপাড়ার ৩ নম্বর আজাদ হিন্দ নগরের ঘটনা। মৃতার নাম প্রিয়াঙ্কা নাথ সরকার (২৭)। ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা মৃতার স্বামী সুকান্ত নাথ। ঘটনার তদন্তে ঘোলা থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বামী ও পুত্র সন্তানকে নিয়ে থাকতেন প্রিয়াঙ্কা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানাবিধ কারণে অশান্তি চলছিল। শনিবার সন্ধের পর থেকে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না তাঁর বাড়ির লোকজন। রবিবার ভোর রাতের দিকে ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকলে দেখা যায় প্রিয়াঙ্কা খাটের নীচে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। ঘোলা থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃতার জামাই বাবু প্রদীপ মজুমদার জানান, রাতের দিকে তাঁর শ্যালিকা প্রিয়াঙ্কাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না। ওঁর ফোন সুইচ অফ ছিল। ছোট শ্যালক গিয়ে দেখে দরজায় তালা ঝুলিছে। এরপর পড়শিদের উপস্থিতিতে জানলা দিয়ে টর্চ মারলে দেখা যায় শ্যালিকা খাটের নীচে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রদীপ বাবুর অভিযোগ, বাচ্চাকে অন্য কোথাও রেখে শ্যালিকাকে খুন করেছে ওঁর স্বামী। কারণ, শ্যালিকার দু'হাতের শিরা কাটা ছিল। এদিকে পুলিশ ঘরটিকে সিল করে দিয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছে।

ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে রাজ্যজুড়ে আরও সক্রিয় বর্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর সৃষ্ট ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে রাজ্যজুড়ে আরও সক্রিয় হয়েছে বর্ষা। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় রবিবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের ছবি ধরা পড়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ জুড়ে বৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মাত্রায়। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গে আগামী ২,৩ দিন বিক্ষিপ্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চললেও, বড় ধরনের কোনো সতর্কতা জারি হয়নি। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় অস্বস্তি কিছুটা বজায় থাকবে। সপ্তাহব্যাপী তাপমাত্রার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে দক্ষিণবঙ্গ, বিশেষত কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে ৭ জুলাই (সোমবার) ৩২ডিগ্রির আশেপাশে তাপমাত্রা থাকবে। মেঘলা, মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ৮ জুলাই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা, তেমনই সপ্তাহের বাকিদিনগুলিতে আংশিক মেঘলার সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার তাপমাত্রা ছিল ৩০ ডিগ্রির আশেপাশে। সোমবার মাঝারি বৃষ্টিপাত সম্ভাবনা আছে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকবে ৭৫ শতাংশ থেকে ৯৫ শতাংশের মধ্যে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের বৃষ্টির পূর্বাভাস ও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির গতি আরও বাড়বে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। পাহাড়ি জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। মঙ্গলবার ৮ জুলাই দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বুধবার ৯ জুলাই জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার ১০ জুলাই জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ফের ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের বার্তায় বলা হয়েছে; ধসপ্রবণ এলাকায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার ছোঁয়ায় স্বস্তি ফিরেছে, তবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় রয়েছে। এই সপ্তাহে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। সপ্তাহজুড়ে দিনের তাপমাত্রা ৩১-৩৪ ডিগ্রি, রাতের ২৬-২৮ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে বলে জানা গিয়েছে।

স্মৃতির কাঠিতে দুলে ওঠা তালপাতার সৈনিক, তালপাতার সেপাইকে ফিরে দেখা!

রাজীব মুখোপাধ্যায়

গ্রীষ্মের ঝিম ধরা দুপুর। আন্দুলের মহিয়ারি সরদার পাড়ায় পাখিদেরও যেন কথা বলার সাধ জেগে ওঠে না। উঠোনে রোদ এসে পা ছুঁয়ে থাকে। গাছতলায় ছায়ায় বসে, হেলে দেওয়া বাঁশের খাটের এক কোণে মাথা নিচু করে বসে রয়েছেন গুপীনাথ রায়। ডান হাতে একটি বড় তালপাতা, বাঁ হাতে একজোড়া ছেড়া কাঁচি। নিঃশব্দে পাতার বুক কেটে চলেছে অতীতের এক নিঃশব্দ যুদ্ধের সৈনিক; তালপাতার সেপাই। এই কাজটা তো শিখেছি বাবার হাত ধরে, ফিসফিস করে বলেন গুপীনাথ। যেন নিজের কাছেই বলা।

সময়টা যখন এখনকার মতো ছিল না। তখন ছিল ধুলোমাখা খেলার মাঠ, পুকুরপাড়ের গুঁড়ি গুঁড়ি ছুটোছুটি আর এক মুঠো হাসির খেলনা; তালপাতার সেপাই। শিশুরা হাতে ধরে দোলাত, কাঠির ডগা নেড়ে নাচাত তাকে, যেন সে-ই তাদের ছোট্ট রাজ্যের রক্ষাকর্তা।

সেই খেলনার জন্ম হত মহিয়ারির ঘরে ঘরে। গুপীনাথের বাবা বুধেন রায়, একদিন গৃহদেবতার সামনে বসে বলেছিলেন; তালপাতার গন্ধেই আমার ছোটবেলা কেটেছে। কী যে আনন্দ হত বানাতে! সকাল থেকে সন্ধে, পাতার পর পাতা কেটে বানাতাম সেপাই। একেকটাকে দেখি, মনে হত ওরা যেন সত্যিই হেঁটে যাবে। কাঠির মাথায় সুতো দিয়ে হাত-পা বাঁধা, পাতার বুক কেটে কেটে গড়ে তোলা মুখ, চোখ, টুপি। সামান্য জিনিস, অথচ কী অপার রোমাঞ্চ ছিল তাতে! কিন্তু সময় থেমে থাকে না।

রঙিন প্লাস্টিকের খেলনা ঢুকল বাজারে। চিনা পুতুল, মিউজিক দেওয়া গাড়ি, আলো ঝলমলে অস্ত্র; আর একে একে হারিয়ে গেল তালপাতার সেপাই। চাহিদা কমল, ঘরগুলো নীরব হল, শিল্পীরা হাত গুটিয়ে নিলেন। তবু গুপীনাথ থামেননি। মেলা এলেই আবার করি। রথের সময় একটু চাহিদা থাকে। তবে বড় কথা, এই কাজটা করলে মনে হয়, আমি বাবার কাছে বসে আছি, উনি পাশে বসে হাসছেন, চোখের কোণে জল গোপন করতে করতে বলেন তিনি।

এখন আর সেপাই বানিয়ে কেউ বড়লোক হয় না। প্রতিটি সেপাই বিক্রি হয় আট-দশ টাকায়। তবু এত যত্ন নিয়ে বানান কেন? গুপীনাথ বলেন, কারণ এটা শুধু খেলা নয়, এটা আমাদের রক্তে আছে। এই পাড়ার ধুলোয়, গন্ধে মিশে আছে সেপাইয়ের শ্বাস।

আজ মহিয়ারিতে হাতে গোনা মাত্র দুইজনই এই কাজটা করেন; গুপীনাথ আর তাঁর বৃদ্ধ পিতা বুধেন। অন্য ঘরগুলো চুপ, জানালায় তালা। অথচ এই দুই শিল্পী যেন দাঁড়িয়ে আছেন সময়ের বিরুদ্ধে। তাঁদের তালপাতার সেপাই-এ নেই কোনও চিৎকার, নেই ব্যাটারি কিংবা আলো। তবু তার আছে এক আবেগ; যা নাড়িয়ে দিতে পারে মন।

গল্পের শেষে এক সন্ধে আসে। আকাশে মেঘ, হাওয়ার দোলা। গুপীনাথের উঠোনে ছোট্ট একটা টেবিলে সাজানো কয়েক ডজন সেপাই। বাতাসে একটানা কাঁপে এক সেপাইয়ের কাঠি, যেন সে হাঁটতে চাইছে; যেতে চাইছে এক হারিয়ে যাওয়া শৈশবের পানে।

এই তালপাতার সেপাই আর ক'দিন? গুপীনাথ বা বুধেনের পরে কি কেউ এই শিল্পটাকে বাঁচাবে? এর উত্তর কারোর জানা নেই। তবে যতদিন গুপীনাথের হাতে কাঁচি থাকবে, যতদিন পাতায় কাটা পড়বে সৈনিকের শ্বাস, ততদিন বেঁচে থাকবে সে; বাংলার তালপাতার সেপাই।

হাতের দোলায় পত পত করে হাত পা ছুড়লেও কার্যত নীরব, অথচ যেন শৈশবের সত্যিকারের এক যোদ্ধা।

সম্পাদকীয়

জমিমাফিয়াদের কবজায় বন দফতরের বিপুল জমি, ভাগ বাঁটোয়ারার কোন অঙ্কে আজ এত বেপরোয়া এরা?

কিছুদিন আগেই সরকারি জমির বেআইনি দখলদারি নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা ও জেলা শহরগুলির ফুটপাত থেকে দখলদারদের হঠাতেও পুলিশকে কড়া নির্দেশ দেন তিনি। ফতোয়া জারি হতেই আসরে নামে পুলিশ। শুরু হয় তৎপরতা। শহরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে চলে অভিযান। ফাঁকা করা হয়। কিন্তু তারপর যে কে সেই। ধীরে ধীরে ফের দখলদারদের কবজায় চলে যায় পথচারিদের ফুটপাত। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি টুশিয়ারি কথাতেই রয়ে যায়। আসলে এ রাজ্যে পুলিশ, প্রশাসনকে কেউ আর পাত্তাই দেয় না। পুলিশের ভূমিকাই এর জন্য দায়ী। তাই দখলদাররা আজ এতটা বেপরোয়া। একদিকে বেপরোয়া দখলদার, সঙ্গে সরকারের মদতপুষ্ট জমিহাঙ্গর, আর নিস্ক্রিয় পুলিশ প্রশাসন। যার নিট ফল একের পর সরকারি জমি, জলাভূমি দখল করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, মাথা তুলছে বহুতল। আর খোঁজ পড়লেই সেই বাধা গত, কেউ নাকি কিচ্ছু জানে না! তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বন দফতরের বিপুল জমি। মেদিনীপুর সদরের কঙ্কাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের সিজুয়া গ্রামে বন দফতরের একশো বিঘারও বেশি জমি বেআইনি দখলদারদের কবজায় চলে গিয়েছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় যে, সেই জমি পুনরুদ্ধার করে গাছ লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু করতে গিয়ে প্রবল বাধার মুখে পড়েছেন খোদ বনকর্মীরাই। এই নিয়ে শনিবার সকালে ওই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় জানা গিয়েছে, ওইদিন বনকর্মীরা সেখানে গিয়ে গাছ পোঁতার জন্য গর্ত খোঁড়ার কাজ শুরু করতেই স্থানীয় কিছু লোকজন ও সব তাঁদের জমি বলে সরকারি কাজে বাধা দেয়। কিন্তু তাদের দাবির স্বপক্ষে তারা কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেনি। পরিস্থিতির সামাল দিতে পুলিশকে আসরে নামতে হয়। বুঝুন অবস্থা। সরকারি জমিতে সরকারি কর্মীরা কী করবেন না করবেন তার কৈফিয়ত দিতে হবে স্থানীয় জমি মাফিয়াদের! বোঝাই যাচ্ছে কতটা বেপরোয়া এরা! প্রশ্ন, কাদের হাত মাথায় নিয়ে আজ এরা এতটা লাগামছাড়া ডোন্টকেয়ার? শাসক দল ও স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় মদত ছাড়া এ সম্ভব?

শব্দবাণ-৩২১

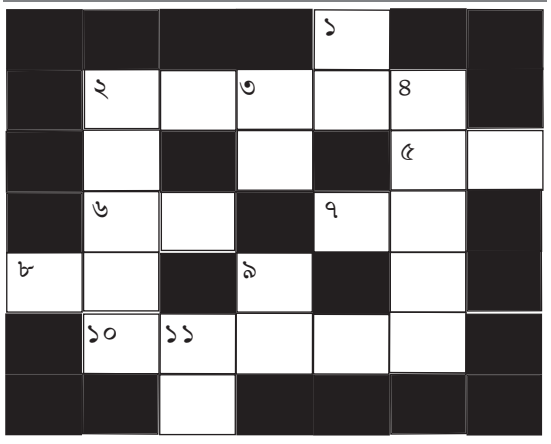

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. উপড়ে ফেলা ৫. মুসলমান ৬. বলা, কওয়া ৭. বিষয় ৮. ক্ষতির বিপরীত, উপকার ১০. দুর্বোধ্য বিষয় বোঝা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. আক্ষেপ, দুঃখ ২. যাবজ্জীবন ৩. টাটকা, তাজা ৪. শ্রীচৈতন্যদেবের এক নাম ৯. তার ১১. জল,সলিল।

সমাধান: শব্দবাণ-৩২০

পাশাপাশি: ১. অশ্বিনী ৩. উত্তরা ৫. সরস ৬. রসিক ৭. একিদা ৯. ইল্লত ১১. গ্রন্থিক ১২. কদমা।

উপর-নীচ: ১. অলস ২. নীরস ৩. উদার ৪. মস্তক ৭. একাগ্র ৮. দারুক ৯. ইচ্ছুক ১০. তনিমা।

জন্মদিন

আজকের দিন

মহেন্দ্র সিং ধোনি

১৯৬৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৭৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কৈলাস খেরের জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্মদিন।*

বিধ্বংসী যুদ্ধ চাই না, চাই সবুজ পৃথিবী

সুবীর পাল

'চাইনা আর প্রভু বিষে ভরা বাতাসের শিহরণ, যদি তুমি চাও তবে নিয়ে যাও সব কেড়ে, দিয়ে যাও আরোও বেশি মরণ।' কাব্যের পাতা থেকে উঠে আসা এমন আর্তি কি যুদ্ধবাজদের কানের পর্দায় কম্পণ ধরায় না?

আসলে আজও বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ এইটুকুই আশা করে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে। সীমান্ত আবার শান্তি হবে। আকাশ আবার নীলাভ হবে। মাটি আবার সবুজ হবে।

আর কবে আর কবে কণ্ঠ শক্তি পাবে। আর কবে আর কবে চিত্ত স্বাধীন হবে। আর কবে আর কবে যুদ্ধ স্তব্ধ হবে। আর কবে আর কবে পৃথিবী দূষণ থামবে।

ইথিওপিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলছে। ঘানায় আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ চলমান। বুরকিনা ফাসো, লিবিয়া, সিরিয়া, নাইজেরিয়ায় সরকার পক্ষ ও জঙ্গিগোষ্ঠীর খন্ড যুদ্ধ তো বারোমাস্যার চেনা ছবি। এসব তো ট্রেলার। আসল ছবির স্ক্রিপ্ট তো বিশ্ব নাটের গুরুদের জন্য সবসময়ই নিপাতনে সিদ্ধ। রাশিয়া দাদার ইউক্রেন হামলা, আমেরিকা বসের ইরাক আক্রমণ তো ক্রেজি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সুপার ডুপার সিলেক্সন। তার উপর দ্বিতীয় শ্রেণির দোস্ত ইজরায়েলের আবার গাজা নিপাত যাক তো আছেই। ওদিকে আবার হামেশাই ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে লোকাল লিডার উত্তর কোরিয়া চমকিয়েই চলেছে দক্ষিণ কোরিয়াকে। অন্যদিকে হাম কিসিসে কম নেহি অ্যাটিচ্যুউডে ব্লক সভাপতির মতো আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান, দুই পক্ষই সীমান্তে লড়ছে জান কবুল করে।

তবু শান্তিকামী আপামর আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্বরে পৃথিবীর দিকে দিকে স্লোগানে স্লোগানে বলে ওঠে, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। তাই হয়তো প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাস সেই কবে লিখে গেছেন, 'যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে। ক্রুর পথ নিয়ে যায় হরিতকী বনে, জ্যোৎস্নায়।' কবির এই আক্ষেপ ছত্র আজ সত্যতায় পরিপূর্ণ। সবুজ বনাঞ্চল বোমার আস্ফালনে ঝলসে গেছে। জ্যোৎস্নার আকাশে মরশুমী মেঘ নয় হানা দিয়েছে ক্ষেপণাস্ত্রের গর্ভজাত কার্বণ চাদর।

আসলে এই যুদ্ধ উন্মাদ রাষ্ট্রনায়কেরা বা যুদ্ধবাজ জঙ্গি সন্ত্রাসকারীরা সবুজ হরিতকী বনের পাতার মর্মরে পাখির শিসের মাধুর্য বোঝে না। এরা বুঝতেও চায় না নীলাভ আকাশে বেলোয়ারি রৌদ্দুরের চিকচিক আলোর ঐশ্বর্য রোশনাই। এদের একটাই ঈপ্সা, নিজস্ব কুক্ষিগত ক্ষমতায়ণ আর একক আধিপত্যের একছত্র সাম্রাজ্যবাদ।

তাইতো মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধত্রাস ৭৬ বছরের ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আতঙ্কে শিউরে ওঠেন মাত্র ২৩ বছরের যুবতী বর্তমান জলবায়ু বিশ্বের আন্তর্জাতিক আন্দোলনের যুবমুখ গ্রেটা থুনবার্গের আগমন বার্তায়। চলতি বছরের ৪ জুন। ম্যাডলিন নামাঙ্কিত একটি বজরায় চেপে প্রতীকী ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে তিনি গাজার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। ইতালি থেকে। যে গাজা বর্তমানে শশ্মাণ সম ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে ইজরায়েলের মুহুর্মুহু বোমা বর্ষণের কারণে। ব্যাস সুইডিশ নাগরিক গ্রেটা থুনবার্গের এ হেন অভিযাত্রার খবর পেয়েই কপালে ভাঁজ পরা ইজরায়েল বাহিনী ঘোষণা করে বসলো, 'প্রয়োজনে ওই নৌকা আটকানো হবে। আমরা পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা থেকে ব্যবস্থা নেব।' পাল্টা যুবতী পরিবেশ আন্দোলনকারীর মন্তব্য, 'যুদ্ধের মুখ থেকে পরিবেশকে বাঁচাতে সবাইকে একযোগে অনেক পথ হাঁটতে হবে। বাধা তো আসবেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। তবু পৃথিবীর জলবায়ু রক্ষা করাই হলো আমাদের একমাত্র শপথ।'

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ৬ ও ৯ আগস্ট যথাক্রমে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে মিত্রশক্তির শরিক আমেরিকা। তারপরেই জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথম দিনের বোমাটির নাম লিটিল বয়। অপর দিনে ফেলা বোমার কেতাবী নাম ছিল ফ্যাট ম্যান। লিটিল বয়ের চাপের মাত্রা ছিল ২৫ কিলোটন টিএনটি। ১.৩ কিলোমিটার ছিল বিস্ফোরণের ব্যাসার্ধ। তাৎক্ষণিক ভাবে ৪০ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিলেন। নাগাসাকিতে মুহূর্ত মৃত্যুর সংখ্যা ৭৫ হাজার। যার চাপ ছিল ৪.৬৩৩৩ কিলোগ্রাম। এক মাইল ছিল বিস্ফোরণের সীমানা। দুটি বোমা ফাটার সময়ে বাতাসে মাশরুম আকারের কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। দুই স্থানে পৃথক ভাবে ৪০০০° সেলসিয়াস বিকিরণ সৃষ্টি হয়েছিল। দুই শহরের গাছপালা পুড়ে খাক হয়ে যায়। ঘরবাড়ি চুরমার হয়ে বাতাসে অন্ধকারাচ্ছন্ন ধূলিকনা ভেসে বেড়াতে থাকে। নদী পুকুরের জলের উৎসে ফাটল সৃষ্টি হয়। বৃষ্টিতে দেখা মেলে তেজষ্ক্রিয় কনা। ভূমিও ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টন অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড ও কার্বন মনোঅক্সসাইড স্থানীয় আকাশে জাঁকিয়ে বসে তড়িৎ গতিতে। যুদ্ধের এই অভিঘাতে আশি বছর পড়েও এখন বিকলাঙ্গ শিশু জন্মায়। রোগাক্রান্ত নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয় জাপানের ঘরে ঘরে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ৬ ও ৯ অগাস্ট যথাক্রমে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে মিত্রশক্তির শরিক আমেরিকা। তারপরেই জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথম দিনের বোমাটির নাম লিটল বয়। অপর দিনে ফেলা বোমার কেতাবি নাম ছিল ফ্যাটম্যান। লিটল বয়ের চাপের মাত্রা ছিল ২৫ কিলোটন টিএনটি। ১.৩ কিলোমিটার ছিল বিস্ফোরণের ব্যাসার্ধ। তাৎক্ষণিক ভাবে ৪০ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিলেন। নাগাসাকিতে মুহূর্ত মৃত্যুর সংখ্যা ৭৫ হাজার। যার চাপ ছিল ৪.৬৩৩৩ কিলোগ্রাম। এক মাইল ছিল বিস্ফোরণের সীমানা।

২০২২ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন আক্রমণ করে বসে রাশিয়া। তিন বছর ধরে চলে আসা এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইউক্রেনের জলবায়ু। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তথ্য অনুসারে এখনও পর্যন্ত ৩০, বনভূমি তছনছ হয়ে গেছে ওই দেশের। দুই লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর উর্বর জমি আজ কৃষিকার্যের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। পাঁচ কোটি টন কার্বন ডাইঅক্সাইড মিশেছে ইউক্রেনের আকাশে। বিভিন্ন তেলের ভান্ডারে বোমা বিস্ফোরণের ফলে বাতাসে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে রকমারি টক্সিক বিষাক্ত রাসায়নিক কনা। গত ২২ এপ্রিল ভারতের পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠী নিরীহ পর্যটকদের উপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। এমন অমানবিক ধর্মীয় জঙ্গি কর্মকাণ্ড নির্মূল করার লক্ষ্য নিয়ে ভারত সামরিক হামলা চালায় পাকিস্তানে থাকা জঙ্গি ঘাঁটিগুলোতে। অসমর্থিত সূত্রে খবর, ভারত একইসঙ্গে আক্রমণের চরম নিশানা বানায় পাকিস্তানের পরমাণু কেন্দ্রের উপর। ধ্বংস হয়ে যায় সংশ্লিষ্ট বিমান বন্দর এলাকা। স্যাটেলাইটের চিত্রতে দেখা মিলেছে, মাটিতে সৃষ্টি হয়েছিল বড়সড় গর্ত ওই বিধ্বংসী অঞ্চলে। যদিও এই ঘটনার পর ভারত সাময়িক যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে পাকিস্তানের অনুরোধে। কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক পরিবেশে বিপর্যয় স্পষ্ট মাত্রায় অনুভূত হয়। স্থানীয় মানুষদের মতে ওই এলাকায় ভূমিকম্প হয়েছিল ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণের পরের দিন। তথাপি যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বিস্ফোরণের আঘাতে পরমানু কেন্দ্রের দেওয়ালে চিড় ধরে যায়। ফলে তীব্র বিকিরণের সৃষ্টি হয়েছিল। এই আকস্মিক তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রতিঘাতে মাটিতে ভূকম্পন দেখা গিয়েছিল পরিবেশ ভারসাম্যের অপ্রত্যাশিত ঘাটতিতে।

ভারত বরাবরই শান্তিকামী দেশ হিসেবে সারা বিশ্বে সমাদৃত। কোনও যুদ্ধ আমাদের দেশের কাম্য নয়। আলোচনা হলো মতপার্থক্য দূরীকরণের প্রধানতম সমাধানের পথ বলেই ভারত বিশ্বকে শুনিয়ে এসেছে এতকাল। কিন্তু কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র দশকের পর দশক জঙ্গিগোষ্ঠীকে সামনে রেখে ভারতের বুকে রক্তপাত নাগাড়ে ঘটিয়ে গেছে। বাস্তব হলো পাকিস্তান ইচ্ছাকৃত ভাবে ভারতের উপর অপারেশন সিঁদুর চাপিয়ে দিতে বাধ্য করিয়েছে। অতএব তাদের আভ্যন্তরীণ পরমাণু কেন্দ্র আবর্তিত জলবায়ুতে এমন বিকিরণের জন্য পাকিস্তানই দায়ী প্রকারান্তরে।

যুদ্ধ যে আমাদের বাসস্থান পৃথিবীর জন্য এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ তা মনে করিয়ে দিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরস। তিনি বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন করেছেন সামগ্রিক পর্যায়ে পরিবেশ রক্ষার আর্জি জানিয়ে। তিনি বলেছেন, 'যুদ্ধের অতীতকে অস্বীকার করা মারাত্মক ভুল হবে। এর থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সমাজ ও মানুষ শুধুমাত্র যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। ক্ষতির বহর টানতে হয় প্রকৃতি ও পরিবেশকেও। জলবায়ুর ভারসাম্য নষ্ট হয় এর কারণে। মাটি, জল, বনাঞ্চল, পশুপাখি, বায়ু বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। আমরা যদি এই পৃথিবীকে আগামী প্রজন্মের জন্য এক সুন্দর বাসস্থানে রূপান্তরিত করতে চাই, তবে এখনই যুদ্ধ থামাতে হবে সব পক্ষকে। প্রকৃতি ও মানবতার স্বার্থে সকলকে এক ও অকৃত্রিম চিরকালীন শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হতেই হবে।'

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কথা। এই তো গত ২২ জুন অনেকটাই অযাচিত ভাবেই, 'আমার থাকতেই পারে কিন্তু তোমার থাকবে কেন', নীতিতে বিশ্বাসী এক চোখ কানা আমেরিকা আচমকা ইরানের তিনটি পরমাণু কেন্দ্রের উপর বিমান হামলা চালালো বাঙ্কার বাস্টার ও বি২বোম্বার নিক্ষেপ করে। এর বিকিরণে পৃথিবীর পরিমন্ডলে কি প্রভাব পড়তে পারে, কই সে নিয়ে তো অ্যান্টোনিও গুতেরসকে এযাবৎ একটি শব্দও ব্যয় করতে শোনা গেল না? ইউক্রেনের বুকে মস্কোর ধ্বংসাত্মক লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে হামলার প্রতিবাদে জার্মানির দুনিয়া কাঁপানো পরিবেশ প্রেমিকা গ্রেটা থুনবার্গের মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত হতে কই এখনও তো দেখা মিললো না?

আসলে পৃথিবীটা হলো শক্তের ভক্ত। যা বিশ্ববাসীকে সহজে বার্তা দেওয়া যায় রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে, তার সিকিভাগ ঘাড়ে চাপ দেওয়া সম্ভব নয় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। যার সাগরপাড়ে বজরা ভাসানো যায় প্রচার ঝলকানির টিআরপির তুঙ্গ তুরুপের তাসে, সেখানে ভল্গার উপত্যকায় ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়াটাই অদৃশ্য কারণে কর্পূরে পরিণত হয়। এটাই আমাদের চেনা পৃথিবী। সুবিধাবাদের পৃথিবী। প্রচার সর্বস্ব অকৃতজ্ঞের পৃথিবী। যুদ্ধের শক্ত জিগিরে। জলবায়ুর ভক্ত তিমিরে। কে বলবে শুনি ওই ট্রাম্প, পুতিনদের, আর যুদ্ধ নয় পরিবেশ চাই? কে ধরিবে হাল আছে কার হিম্মত, বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে!

তবুও এইটুকু আশার কথা, কলমচিদের কলমে হয়তো তাই এখনও উচ্চারিত হয়ে থাকে, 'মাটি চায় না রক্তের রঙ। সে চায় ধান, চায় নতুন ঢং। শান্তির স্বপ্ন গড়ো হৃদয়ে, মানুষ হোক মানুষের আশ্রয়ে। যুদ্ধ নয়, চলো মানব ধর্মে। বেঁচে থাক ভালোবাসার বর্ণে।

পুস্তক-পরিচয়

মানস নন্দী

ইংরাজি পরিভাষায় একটা কথা আছে 'Unputdownable'। আমার মনে হয় এটা সদ্য প্রকাশিত স্মৃতিক্ষ্ম পুস্তকটির জন্য এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সারাদিনের কাজের ফাঁকে যখনই সময় পেয়েছি, তখনই সৃতি-র পাতায় পুরোমাত্রায় মনোনিবেশ করেছি আর নিজের বাস্তব অবস্থান গুলিয়ে ফেলেছি। হয়তো আমার মতো এমন অবস্থা অনেকেরই হয়েছে, যাঁরা 'সৃতি' সংগ্রহ করেছেন। আর হবে নাই বা কেন? এমন একজন ঈশ্বর-তুল্য মহামানবের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই নিজেদের একান্ত অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা স্মৃতিক্ষ্ম-তে লিপিবদ্ধ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। এ পুস্তকে তো শুধুমাত্র একজন সরকারি বিদ্যালয়ের মাষ্টারমশাই রজত চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্রকুলই তাদের স্মৃতি ও অনুভূতির কথা লিপিবদ্ধ করেননি, তাঁর সহকর্মী, সহযোগী, সহোদর, সহোদরা, সহপাঠী, সহযাত্রী ও নানা সম্পর্কে আবদ্ধ মানুষজনও উন্মুক্ত করেছেন তাঁদের স্মৃতির ভান্ডার। আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি তাঁদের সকলের লেখনীর দ্বারা প্রিয় শিক্ষক রজতবাবু চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে অনেক অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরে। সৃতি-র পাতা উল্টে যতই এগিয়েছি ততই বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছি এটা ভেবে যে কি করে একজন মানুষ সমাজের সর্বস্তরের সমস্ত সম্পর্কের মানুষের কাছে এতো জনপ্রিয় ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন?

'সৃতি' থেকে জানতে পারি, তাঁর সহোদর ও সহোদরার কাছে তিনি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের মতো বড় দাদা, তাঁর সহপাঠী ও বন্ধুমহলে ছিলেন শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথের মতো দামাল ও পরোপকারি পরম বন্ধু, তাঁর হাতেগড়া সংগঠনের (নেচারলাভার্স ও চাকদা নবীন সংঘ) সহযাত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন নেতাজীর মতো নির্ভীক নেতা যিনি সামনের থেকে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। তিনি তাঁর ছাত্র-শিষ্যদের কাছে ছিলেন এমনই গুরু, যাঁর কাছে অর্জুন ও একলব্য সমান।

রজত চট্টোপাধ্যায় জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়েও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে নিউটনের তৃতীয় সূত্র ভুল প্রমান করেছিলেন। আমরা জানি যে - 'প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে'। এটাই তো নিউটনের তৃতীয় সূত্র। ছাত্ররা অন্যায় করলে তিনি যে পরিমান আড়ং ধোলাই দিতেন তাতে তো সেই ছাত্রের অমন মাষ্টারমশাইয়ের ধারে কাছে ঘেঁসতে না চাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। অথচ বাস্তবে হতো ঠিক উল্টোটাই, সেই ছাত্রই ওঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসে ওঁর পাশে পাশে থাকত। এটাই বোধহয় রজতবাবু স্যারের আসল ক্যারিশমা, যা জানা যায়

সৃতি-র পাতা থেকে।

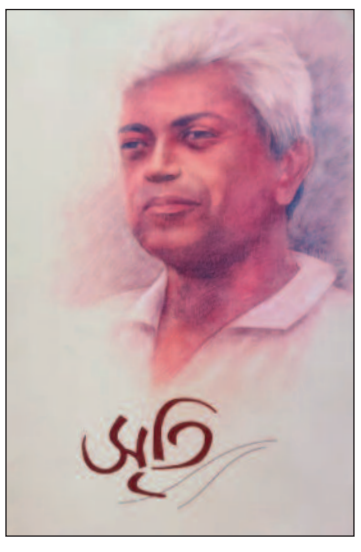

এমন কোনো দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই যেখানে একজন মানুষ, একজন শিক্ষক অমৃতলোকে পাড়ি দেওয়ার ৩২ বছর পরও তাঁর অগনিত স্নেহের ছাত্র ও অনুরাগীরা তাঁর অভাব বোধ করে এবং প্রতিনিয়ত তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। শুধু তাই নয় তাঁর স্মৃতিতে তাঁর গুণমুগ্ধ শিষ্যরা এতটাই নিমজ্জিত যে তাঁরই এক ছাত্র সাউথ সাবার্বান (মেন) স্কুলের প্রাক্তনী স্বরূপ ঘোষ পরম যত্নে, সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে এবং সম্পাদনায় 'সৃতি' নামক পুস্তকটি প্রকাশিত করেছেন। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে অন্যান্য সকলের সাথে সেই মহান মানুষটিকে নিয়ে আমার সামান্য স্মৃতি-কথা এই স্মৃতিক্ষ্ম গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের বাণী ও দিনলিপি শ্রীম (শ্রী মন্মথ মাষ্টারমশাই) যতটা পেরেছেন তাঁর রচিত 'কথামৃত'-তে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই গ্রন্থের দ্বারা যেমন আমরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে জানতে পারি ও বুঝতে পারি, ঠিক তেমনি স্বরূপ ঘোষ নিজের ঐকান্তিক উদ্যোগে স্মৃতিক্ষ্ম সম্পাদনা করে পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষক রজতবাবু চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে জানার সুযোগ করে দিলেন। কঠিন অধ্যবসায়ের সাথে এই অসাধ্য সাধন করতে ওঁর প্রায় বছর তিনেক সময় লাগে। সৃতি গ্রন্থকে সকলের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান দলিল হিসেবে তুলে ধরতে ওঁকে কম পরিশ্রম করতে হয়নি — তথ্য সংগ্রহের জন্য কখনো চাকদহ, কখনো বোলপুর, কখনো চন্দননগর, কখনো কলকাতা শহরের নানা প্রান্তে তিনি হাসিমুখে ছুটে গেছেন নিজের ব্যক্তিগত কাজ উপেক্ষা করে। পাশে পেয়েছিলেন রণধীর বিশ্বাস, অশোক চক্রবর্তীর মত সহপাঠীদের এবং উৎপল চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র চন্দ-র মতো প্রাক্তনী দাদাদের।

স্বরূপ ঘোষ ও রজতবাবু চট্টোপাধ্যায়ের বেশ কিছু প্রিয় ছাত্রের ঘাম ঝড়ানো ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'সৃতি' পুস্তকটি সফলভাবে প্রকাশিত হয় ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সাউথ সাবার্বান (মেন) স্কুলের প্রাঙ্গণে। যে স্কুলের প্রতিটি ধূলিকণাতেও রজত চট্টোপাধ্যায় স্যারের ছোঁয়া রয়েছে, সেখানকার থেকে 'সৃতি' প্রকাশের উত্তম স্থান আর কোথাও হতে পারে না। এই সকল অসাধ্য সাধন করার জন্য কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয় স্বরূপ ঘোষ ও তাঁর সহযোগীদের জন্য।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মেধা সম্পদের জেলা বাঁকুড়াতেই স্কুল-কলেজছুটের সংখ্যা বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: জেলায় স্কুল স্তর থেকে কলেজ সর্বত্র পড়ুয়াদের ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে। মেধা সম্পদের বাঁকুড়া যেন ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। জেলার শিক্ষা পরিকাঠামোর ওপর ভরসা রাখতে না পেরে অনেকেই বাইরের স্কুল ও কলেজে ভর্তি হচ্ছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর অনেকে জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছেন না। অভিভাবকদের অভিযোগ, জেলায় শিক্ষার ভালো পরিকাঠামো নেই। এই হতাশা থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর অনেকে পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছেন। যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হচ্ছেন তাঁদের অনেকেই মাঝ পথে পড়া ছেড়ে দিচ্ছেন।

একটা উদ্বেগের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

জেলার কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য যে আবেদন জমা পড়েছে তাতেই শিক্ষা ছুটের করুন অবস্থার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। জেলার অধিকাংশ কলেজে ভর্তির যে আবেদন জমা পড়েছে তারা সকলে ভর্তি হলেও কলেজগুলির মোট আসন সংখ্যার অর্ধেকও ভর্তি করা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। এথেকে স্পষ্ট যে জেলার কলেজগুলির ওপর আস্থা হারাচ্ছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। যারা ভর্তি হচ্ছেন তাদেরও অল্প কয়েকদিনেই জেলার কলেজে পড়ার মোহ ভঙ্গ হচ্ছে।কলেজে ভর্তির পর ড্রপ আউটের পরিসংখ্যান সেই হতাশাকে সমর্থন করে। জেলার শিক্ষা ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য,গত কয়েক বছর ধরে জেলার একাধিক কলেজে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরে পড়ুয়াদের ড্রপ আউট সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। গ্রামের কলেজগুলির পাশাপাশি শহরের নামি কলেজগুলিও একই অবস্থা। বাঁকুড়া খ্রিষ্টান কলেজে ২০২২ সালে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরে ভর্তি হয়ে ছিল প্রায় ১০৭০ জন। চলতি বছর সেই ব্যাচের শেষ বা ষষ্ঠ সেমিস্টার পরীক্ষা দিচ্ছে মাত্র ৭৯৩ জন। প্রায় ২৭৭ জন পড়ুয়াই আর কলেজমুখী হচ্ছে না। বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজে ২০২৩ সালে আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হয়েছিল মোট ১৪৯৩ জন শিক্ষার্থী। কিন্তু চতুর্থ সেমিস্টার দিচ্ছেন মাত্র ৮৯১ জন। প্রায় ৬০৭জন পড়ুয়াই আর কলেজমুখী হচ্ছে না। বাঁকুড়া শহরের নাম করা কলেজ এই দুটি। গ্রামের কলেজগুলির পরিস্থিতি আরও খারাপ। ভড়ার কাঠিয়াবাবা কলেজে ২০২২ সালে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরে ভর্তি হয়েছিল মোট ১৯৬ জন পড়ুয়া। সেখানে মাত্র ৮৬ জন পড়ুয়া ষষ্ঠ সেমিস্টার দিচ্ছে। প্রায় ১১০ জন পড়ুয়া মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়েছে। পাত্রসায়েরে কলেজে ২০২২ সালে ভর্তি হয়ে ছিল ৪০০ জন। সেখানে মাত্র ১৮৫ জন ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা দিচ্ছে। এক্ষেত্রে মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে মোট ২১৫ জন পড়ুয়া। এবিষয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারে দাবি, রাজ্যে স্কুল কলেজে শিক্ষক ও অধ্যাপক নিয়োগ হচ্ছে না। দুর্নীতির জেরে। আদালতের নির্দেশে অনেক শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি চলে যাচ্ছে। শিক্ষার সামগ্রিক পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ হারাচ্ছে পড়ুয়ারা। তমাল রায়, অনুপম হাজরা সহ অন্যান্য অভিভাবকদের বক্তব্য, জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে ড্রপ বাড়ছে। অথচ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জেলার পড়ুয়ারা অন্য অনেক জেলার তুলনায় অনেক ভাল ফল করে। রাজ্য মেধা তালিকায় অনেকে পড়ুয়ায় স্থান করে নেয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রতিটি জনসভায় বাঁকুড়া জেলাকে মেধা সম্পদের জায়গা বলে থাকেন সেই জেলার উচ্চ শিক্ষার এই হাল। তাদের আরও অভিযোগ, বাঁকুড়া একমাত্র জেলা যেখান থেকে রাজ্য এবং কেন্দ্রের শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হয়ে ছিল। প্রতিমা নন্দী নামে এক অভিভাবক জানান যে স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদের এই ড্রপ আউট এই রকম জটিল পরিস্থিতি হবে তার ইঙ্গিত আগেই পাওয়া গিয়েছিল। তিনি বলেন, সর্বভারতীয় সমীক্ষা চালানো একটি পোর্টালের তথ্য অনুসারে, স্কুলছুটের নিরিখে দেশের শীর্ষে থাকা জেলাগুলির ছিল বাঁকুড়া। শিক্ষা বিষয়ক তথ্য মজুত রাখার কেন্দ্রীয় এই পোর্টালের তথ্য অনুসারে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে স্কুলছুটের সংখ্যা বাঁকুড়ায় প্রায় ১৫.৭ শতাংশ। তখন ব্যবস্থা নিলে এই অবস্থা হোত না। তা না করে দায় এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। জেলার সব শিক্ষা মিশন দাবি করে যে এমন কোনও তথ্য তাদের জানা নেই। তারা কোভিড -১৯ এর দোহাইও দিয়েছেন। জেলা স্কুল শিক্ষা দপ্তরের মতে, 'কোভিড-পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সময় স্কুল বন্ধ থাকায় পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ফলে এই সমস্যা হয়ে থাকতে পারে। তার অভিযোগ, সেসময় থেকে ব্যবস্থা নিলে এই অবস্থা হোত না। তা না করা ফলও বারে বারে ফুটে উঠেছে। সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার সাতটি ব্লকের সাতটি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধের নোটিস দেওয়া হয়েছে। এই নোটিসের কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে যে ওই স্কুলগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা নেমে এসেছে ২০-র নীচে। এই স্কুল বন্ধের নোটিসে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায় পড়ুয়ারা।

'নষ্ট হচ্ছে' গাদা গাদা ওষুধ, তারকেশ্বরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে 'চরম অব্যবস্থা'র ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গ্রামবাসীদের কথায়, 'রোগীদের সঙ্গে গোরু-ছাগলের মতো ব্যবহার করা হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে।' ফেলে দেওয়া ওষুধ দেখে তাই রীতিমতো ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভও দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। নষ্ট হচ্ছে গাদা গাদা ওষুধ। অথচ চেয়েও সেই ওষুধ পাননা গ্রামের সাধারণ মানুষ। চিকিৎসা পরিষেবা নিতে গেলেই বলে দেওয়া হয় 'ওষুধ নেই'। এমনই অভিযোগ উঠল তারকেশ্বরে।

তারকেশ্বরের নাইটা মালপাহাড় পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাইটা-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের একই অভিযোগ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নাইটা গ্রামে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে গত দু'বছর ধরে পাওয়া যায় না কোনও ওষুধ, সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা, এমনকি স্বাস্থ্যকর্মীরা দুর্ব্যবহার করেন গ্রামবাসীদের সঙ্গে। অভিযোগ, ওগুলো আসলে নামেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র! চলে শুধু আড্ডা আর গল্প। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগেই স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পরিদর্শনে যাওয়ার কথা ছিল আধিকারিকদের। তার আগেই গ্রামের মানুষের কাছে বেরিয়ে পড়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কঙ্কালসার চেহারা! এলাকায় দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকা বস্তা বস্তা ওষুধ ফেলে দেওয়া হচ্ছে পুকুরপাড়ে, এমনকি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চেম্বারে ফেলে দেওয়া হচ্ছে গাদা গাদা ওষুধ। তার মধ্যে রয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধও। এমনকি মেয়াদ ফুরোয়নি এমন ওষুধও ফেলে দেওয়া হয়েছে পুকুরপাড়ে ও বাথরুমের চেম্বারে বলে অভিযোগ। এইসব ওষুধ দেখেই চক্ষুচড়কগাছ গ্রামবাসীদের। তাঁদের অভিযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধ থাকা সত্ত্বেও রোগীদের ওষুধ না দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হত এবং পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন অনেক ওষুধ। তাঁদের দাবি, যারা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা দিচ্ছেন, তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হোক এবং পরিষেবা উন্নতমানের করা হোক। যদিও তারকেশ্বর ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌভিক দাস দাবি করেছেন, 'সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে, যা সমস্যা ছিল তা মিটে গিয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে, তবে এখনও কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।' মেয়াদ আছে এমন অনেক ওষুধ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চেম্বারে কি সত্যিই পড়ে আছে? যে বিষয়ে কিছু জানেন না বলে দাবি করেছেন স্বাস্থ্য আধিকারিক।

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ , বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪, ই-মেইল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ:- নাম: উর্মি সেন, ই-মেইল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭২৯৬১৬

অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৯(১) ও ৮(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১) ও রুল ৬(২) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৩.০৭.২০২৫ (ক্র নং. ০১, ০২ এবং ০৩)
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৭.০৮.২০২৫ (ক্র নং. ০৪)
সময়: ২৪০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ: ১৬.০৭.২০২৫ (ক্র নং. ০১, ০২ এবং ০৩)
এবং ৩০.০৭.২০২৫ (ক্র নং. ০৪), সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকীকৃত/ হাইপোথিকেটেড/ চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার দখল **সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** দ্বারা নেওয়া হয়েছে, "**যেখানে যেমন আছে**", "**সেখানে যা আছে**", "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে, **২৩.০৭.২০২৫ (ক্র নং. ০১, ০২ এবং ০৩ এবং ০৭.০৮.২০২৫ (ক্র নং. ০৪)**, সময়- সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা -তে বিক্রয় করা হবে।

ক্র. নং- ০১ [রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

৩০.০৪.২০১৩ তারিখ অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া **৪,৭০,১৭,০২৮.০০ টাকা** পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে **মেসার্স কালীমাতা রাইস মিল, অংশীদার(গণ)/ গ্যারান্টার(গণ)- শ্রী শ্রীকান্ত কেশ এবং শ্রীমতি আনন্দময়ী কেশ** -এর কাছ থেকে।

রিজার্ভ মূল্য: ৩৪,০০,০০০.০০ টাকা | ইএমডি: ৩,৪০,০০০.০০ টাকা | বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫০,০০০.০০ টাকা

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
মৌজা- মন্ডল গ্রাম, থানা-মেমারি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান জেএল নং ০৭, খতিয়ান আরএস ৫০৭৭ প্লট নং আরএস ৩১৩ এর অধীনে কারখানার জমি ও ভবন এবং অন্যান্য সিভিল কাঠামো। **২০০৭ সালের দলিল নং ৩৫০৩,** পরিমাপ ৮২ ডেসিমেল, **শ্রী শ্রীকান্ত কেশের নামে,** বুক-আই, সিডি ভলিউম নং- ১১, পৃষ্ঠা ৩৯৮৮ থেকে ৪০১০ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত।

যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তি আইডি : SBIN100001284577 | বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং- ০২ [রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২৪.০৪.২০১৯ অনুযায়ী ১৫,০০,৩৯০.০০ টাকা + তার উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **ঋণগ্রহীতা প্রিয়াঙ্কা পাল চৌধুরী স্বামী- অভ্র পাল চৌধুরী**-এর বকেয়া হয়ে গেছে।

রিজার্ভ মূল্য: ১৩,৯৫,০০০.০০ টাকা | ইএমডি: ১,৩৯,৫০০.০০ টাকা | বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ২০,০০০.০০ টাকা

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
'কৃষ্ণ কুঞ্জ' নামে পরিচিত বিল্ডিং এর তৃতীয় ফ্লোরে স্বয়ং-সম্বলিত ফ্ল্যাট নং এ-৩ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৭০৯.২ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা ৫৯১ বর্গফুট। দুটি বেড রুম, একটি ড্রয়িং/ডাইনিং স্পেস, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, একটি ডব্লিউসি, একটি বারান্দা সমন্বিত। বিদ্যাসাগর রোড, পোস্ট নবগ্রাম, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির মধ্যে, থানা উত্তরপাড়া অধীন , জেলা হুগলিতে অবস্থিত । **২৮/০২/২০২১ তারিখের দলিল নং আই-৫৭০/২০১৭।**
উল্লিখিত ফ্ল্যাটটির চৌহদ্দি :- উত্তরে- খোলা স্থান, দক্ষিণে- ফ্ল্যাট নং বি-১, পূর্বে- খোলা স্থান, পশ্চিমে- সিঁড়ি কেস, লিফ্ট এবং লবি।

যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তি আইডি : SBIN1481700064 | বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং- ০৩ [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২৮.০৯.২০২২ অনুযায়ী বকেয়া ২১,৭১,৯৪১.০০ টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **শ্রীমতী করবী চৌধুরী,** স্বামী- শুভঙ্কর চৌধুরী -এর বকেয়া হয়ে গেছে।

রিজার্ভ মূল্য: ১৬,৮২,০০০.০০ টাকা | ইএমডি: ১,৬৮,২০০.০০ টাকা | বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ২০,০০০.০০ টাকা

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
'কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট' নামের বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং. জিএফ-৪ যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকার পরিমাপ ৭৬৭ (সাতশো সাতষট্টি) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি, যার আছে দুটি বেড রুম, একটি ডাইনিং কাম লিভিং, একটি রান্নাঘর এবং দুটি টয়লেট (একটি সংযুক্ত) এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি আচ্ছাদিত গ্যারেজ সহ যার নং- '১' এবং সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ ১৮০ (একশো আশি) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি, সেইসঙ্গে সমস্ত সাধারণ সুযোগ-সুবিধা সহ জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ, যা কোন্নগর পৌরসভার পরিধির মধ্যে অবস্থিত পৌরসভার হোল্ডিং নম্বর ২১/এ, রাম মোহন প্লেস, পোস্ট- কোন্নগর, ওয়ার্ড নং -১৭, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী করবি চৌধুরী এর নামে আছে ডিড নং ০৩৭৩/২০১৭** মাধ্যমে ।

যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তি আইডি : SBIN200015018034 | বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক্র. নং- ০৪ [রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

১৭.১০.২০২২ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া **২১,৭১,৯৪১.০০ টাকা (একুশ লক্ষ একাত্তর হাজার নয়শত একচল্লিশ টাকা মাত্র)** পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **শ্রীমতী করবী চৌধুরী,** স্বামী- শুভঙ্কর চৌধুরী -এর বকেয়া হয়ে গেছে।

রিজার্ভ মূল্য: ২,৩৪,০০০.০০ টাকা | ইএমডি: ২৩,৪০০.০০ টাকা | বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫,০০০.০০ টাকা

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
গাড়ি: মারুতি এরটিগা VXI পেট্রোল, বিএস IV, বডি টাইপ - রেজিড (যাত্রী গাড়ি), রঙ - সিল্কি - রূপালী, চেসিস নম্বর - MA3ELMG1S00434976, ইঞ্জিন নম্বর- ৪০৪৭৮৭০, রেজিস্ট্রেশন নম্বর- WB18Q640, রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ৩০/০১/২০১৭, উৎপাদন বছর/বয়স -১২/২০১৬, ট্যাক্স এর বৈধতা ১৮/০১/২০২২ পর্যন্ত, ফিটনেস বৈধতা ২১/০১/২০৩২ পর্যন্ত

যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তি আইডি : SBIN200015018033 | বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক- https://ebkray.In দেখুন । দরদাতা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য অনুগ্রহ করে https:-//ebkray.in> eauction- psb> bidder-registration পাথটি অনুসরণ করুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে ইবিক্রয়/পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (ই-মেইল আইডি- support.ebkray@psballiance.com) দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা https://ebkray.in তেদরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে।

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

তারিখ: ০৭.০৭.২০২৫
স্থান: বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-১, কলকাতা
"নাগাল্যান্ড হাউস", ৯ম তল, ১১ ও ১৩ শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-২২৮০৩০৯৮, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮১০৬২২, ই-মেইল: sbi.04151@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪-এ
[রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: অনিল কুমার অনল, ই-মেইল আইডি: clo2.04151@sbi.co.in, মোবাইল নং- ৯৯৫৫৯৯৮৪৩০

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১২.০৮.২০২৫
সময়: ৩০০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধক/ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তির প্রতীকী দখলদারী গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ১২.০৮.২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০টায় ওয়েবসাইট https://www.baanknet.com -এর মাধ্যমে বকেয়া ৬৯,২৪,৩০,৭৭৬.০০/- টাকা (ঊনসত্তর কোটি চব্বিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার সাতশো ছিয়াত্তর টাকা মাত্র ৩০.০৪.২০১৬ পর্যন্ত গণনা করা সুদ) এবং তার উপর সুদ ও খরচ ব্যয় ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ঋণগ্রহীতা হিরা কনকাস্ট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) এবং জামিনদারগণ (১) শ্রী বিবেক পাটনি, (২) শ্রী বিনয় পাটনি (৩) শ্রীমতী বিজয় কুমার জৈন পাটনি, (৪) জ্যোতি ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট গ্যারান্টর), (৫) বাঁকুড়া অ্যালয়স লিমিটেড (কর্পোরেট গ্যারান্টর) -এর বকেয়া আছে সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং রিজার্ভ মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা নিম্নরূপ হবে:

ক্র. নং.	সম্পত্তি(গুলি)/পরিসম্পদ(গুলির) বিবরণ	ক) রিজার্ভ মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বর্ধিত পরিমান
১.	৩৩ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১২, রুম নং ২০১, দ্বিতীয় ফ্লোর এ অবস্থিত, ৬২৭ বর্গফুট (সামান্য কমবেশি বা একই হতে পারে) পরিমাপের আংশিকভাবে আরসিসি নির্মিত এবং আংশিকভাবে ঢেউতোলা অ্যাসবেস্টস শিটের ছাদযুক্ত সাব-লিজড অফিস স্পেস। ২০০৫ সালের ডিড নং ০৪৬৬৬ অনুযায়ী শ্রী বিজয় কুমার জৈন (পাটনি) এর নামে ৯৬ বছরের জন্য। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তরে-** প্রেমিসেসের গ্রাউন্ডফ্লোরে খোলা জায়গা দ্বারা; **দক্ষিণে-** দ্বিতীয় ফ্লোরের সাধারণ পথ দ্বারা; **পূর্বে-** প্রথম ফ্লোরের খোলা বারান্দা দ্বারা; **পশ্চিমে-** ২০২ নম্বর রুম দ্বারা। **সম্পত্তি আইডি - SBIN200006920251**	ক) ৫২,০০,০০০/- টাকা খ) ৫,২০,০০০/- টাকা গ) ৫০,০০০/- টাকা

সম্পত্তি অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট :	ই-অকশন ওয়েবসাইট ইউআরএল :	সম্পত্তির অবস্থান
https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others	https://baanknet.com	SBIN200006920251

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট: https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others এবং https://baanknet.com

তারিখ: ০৭.০৭.২০২৫ স্থান: **কলকাতা** — অনুমোদিত অফিসার, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

GPT

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (CIN): L70101WB1989PLC047402
নিবন্ধিত অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর , ৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০১০৬; পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) ফোন নাম্বার- +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০;
ইমেইল: ghl.cosec@gptgroup.co.in; ওয়েবসাইট: www.ilshospitals.com

কোম্পানির ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভাসম্পর্কিত নোটিস যা ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেডের ("কোম্পানি") ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম/মিটিং") **মঙ্গলবার ৫ আগস্ট, ২০২৫, (আইএসটি) বিকাল ৩.০০ টায়** ভিডিও কনফারেন্সিং / আদার অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে ("ভিসি/ওএভিএম") অনুষ্ঠিত হবে, যা মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ("এমসিএ") -এর ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সর্বশেষ সার্কুলার নাম্বার ০৯/২০২৪ এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ("এমসিএ") -এর জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলার" নামে পরিচিত) অনুসরণ করে, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-এর ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সর্বশেষ সার্কুলার নাম্বার SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 এবং সেবি এর জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ("সেবি সার্কুলার") অনুসরণ করে, এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর প্রযোজ্য ধারাসমূহ অনুসরণ করে, এজিএম -এর নোটিসে উল্লিখিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার জন্য, সাধারণ স্থানে শারীরিকভাবে সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই। এজিএম অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান হিসেবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসকে বিবেচনা করা হবে। এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (এমআইআইপিএল) (পূর্বতন লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং, ভিসি সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন এবং এই মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ১০৩ অনুযায়ী কোরামের জন্য গণ্য হবেন।

উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারের নির্দেশনা অনুযায়ী, ৩৬তম এজিএম-এর নোটিস এবং ২০২৫ সালের বার্ষিক রিপোর্ট (২০২৪-২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সহ) সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ইমেইলে পাঠানো হবে সঠিক সময়ে, যাদের ইমেইল কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে রেজিস্টার করা আছে এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ilshospitals.com**, এমআইআইপিএল-এর ওয়েবসাইট **https://instavote.linkintime.co.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** -এ পাওয়া যাবে। উল্লিখিত সার্কুলারের শর্তানুযায়ী এজিএম-এর নোটিস এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৫ এর কোনো ফিজিক্যাল কপি সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না।

আরও, সময়ে সময়ে সংশোধিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) এর অনুসারে যেসব শেয়ারহোল্ডারের ইমেইল আইডি রেজিস্টার করা নেই, তাদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় একটি লেটার পাঠানো হবে, যেখানে ওয়েব-লিঙ্কসহ, সঠিক পাথ দেওয়া থাকবে যেখানে বার্ষিক রিপোর্টের সম্পূর্ণ বিশদ পাওয়া যাবে। কোম্পানির কাছে লিখিতভাবে অনুরোধ করল বার্ষিক প্রতিবেদন সহ নোটিশের ফিজিক্যাল কপি সদস্যদের কাছে উপলব্ধ করা হবে।

ইমেল আইডি, প্যান এবং ব্যাঙ্কের বিবরণ নিবন্ধন / আপডেট করার পদ্ধতি:
- যেসব সদস্যের কাছে ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার আছে, যদি থাকে, যারা তাদের ইমেল ঠিকানা, প্যান এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ কোম্পানিতে নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা কোম্পানি/আরটিএ-তে লিখিতভাবে ফোলিও নম্বরের বিশদ বিবরণ এবং প্যান এবং ঠিকানার প্রমাণপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সংযুক্ত করে **ghl.cosec@gptgroup.co.in** অথবা **kolkata@in.mpms.mufg.com** ইমেল ঠিকানায় পাঠিয়ে নিবন্ধন/আপডেট করুন।
- ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের যারা তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা, প্যান এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণকারী ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের সাথে এটি নিবন্ধন/আপডেট করুন।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি:
- শেয়ারহোল্ডাররা এজিএম-এর নোটিসে উল্লেখিত সকল প্রস্তাবের উপর রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন।
- রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন ক্রেডেনশিয়ালস এজিএম নোটিসে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকবে। ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম নোটিসে প্রদান করা হবে।

লভ্যাংশ প্রদান, রেকর্ড তারিখ এবং বই বন্ধকরণ

পরিচালনা পর্ষদ গত ২৩ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য ইকুইটি শেয়ার প্রতি ১.৫০ টাকা (১৫%) হারে চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে, যা ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের উপর ধার্য হবে।

বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত এই লভ্যাংশ, যদি বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের দ্বারা ঘোষিত হয়, তাহলে আইনানুগ সময়সীমার মধ্যে সেই সকল সদস্যদেরকে প্রদান করা হবে

(ক) যাদের নাম ২৯ জুলাই, ২০২৫, মঙ্গলবার ব্যবসায়িক সময় শেষে রেকর্ড ডেট হিসেবে ইলেকট্রনিক (ডিমেট) ফর্মে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে এনএসডিএল এবং সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত বেনিফিশিয়াল মালিকদের তালিকায় থাকবে; এবং

(খ) যাদের নাম ২৯ জুলাই, ২০২৫, মঙ্গলবার কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে থাকবে, যা ২৯ জুলাই, ২০২৫, মঙ্গলবার ব্যবসায়িক সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত কোম্পানিতে জমা পড়া বৈধ ট্রান্সমিশন/ট্রান্সপোজিশন অনুরোধগুলির প্রভাব দেওয়ার পরে চূড়ান্ত হবে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৯১ অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বুধবার ৩০ জুলাই, ২০২৫ থেকে মঙ্গলবার ৫ আগস্ট, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ইলেকট্রনিকভাবে লভ্যাংশ গ্রহণের ম্যান্ডেট নিবন্ধনের পদ্ধতি:

শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাঁরা তাঁদের ব্যাঙ্কের বিবরণী ডিপোজিটরিগুলির (ডিমেটধারকদের জন্য) অথবা কোম্পানি/আরটিএ-এর (ফিজিক্যাল ধারকদের জন্য) কাছে ফর্ম আইএসআর-১ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্ম ও নথি জমা দিয়ে আপডেট করুন। এর সাথে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের অনুলিপি জমা দিতে হবে যেখানে নাম, ফোলিও নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণী, প্যানের স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং একটি বাতিল চেকের পাতা সংযুক্ত থাকবে।

সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১, যা ফিনান্স অ্যাক্ট, ২০২০ দ্বারা সংশোধিত হয়েছে, সেই অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের পর কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত বা বন্টিত লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবে। ফলস্বরূপ, যদি শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষিত হয়, তাহলে কোম্পানিকে লভ্যাংশ পরিশোধের সময় উৎসস্থলে কর (টিডিএস) কাটতে হবে। কোম্পানি যাতে প্রযোজ্য সঠিক টিডিএস হার নির্ধারণ করতে পারে, তার জন্য সদস্যদেরকে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১ এর বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উল্লিখিত নথিগুলি যেমন ফর্ম ১৫জি/১৫এইচ, ১০এফ, টিআরসি অথবা সেকশন ১৯৬, ১৯৭এ, ১৯৯ ইত্যাদি অনুসারে অন্যান্য নথিপত্র **https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html** লিঙ্কে আপলোড করা যেতে পারে, মঙ্গলবার, ২৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখে বিকাল ০৫.০০ টা (আইএসটি) বা তার আগে, যাতে কোম্পানি উপযুক্ত টিডিএস / প্রযোজ্য কর কর্তনের হার নির্ধারণ করতে পারে। মঙ্গলবার, ২৯ জুলাই, ২০২৫, বিকাল ০৫.০০ টা (আইএসটি) এর পরে কর নির্ধারণ / কর্তন সম্পর্কিত কোনও যোগাযোগ / নথিপত্র বিবেচনা করা হবে না। যদি শেয়ারহোল্ডাররা উপরোক্ত নথিপত্র যেমন ফর্ম ১৫জি/১৫এইচ ফিজিক্যাল মোডে জমা দিতে চান, তাহলে তা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে অর্থাৎ, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট- জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড, রসোই কোর্ট, ৫ম ফ্লোর ২০, স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১-এর কাছে জমা দিতে পারেন। এই বিষয়ে আরটিএ বা কোম্পানির সাথে করা ইমেল যোগাযোগ বিবেচনা করা হবে না।

সদস্যদেরকে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত নির্দেশাবলী এবং বিশেষত এজিএম -এ যোগদানের নির্দেশিকা, রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির সকল সদস্যের তথ্য ও সুবিধার জন্য জারি করা হয়েছে এবং এটি এমসিএ ও সেবি-এর প্রযোজ্য সার্কুলারগুলি মেনে চলছে।

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কুর শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম. নং এ৩১৩০

তারিখ: ৫ জুলাই, ২০২৫
স্থান: কলকাতা

মেঘসার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি. নং.- ১৮ এইচ.জি., তারিখ- ০৯.০৩.১৯৫৩
গ্রাম ও পোস্ট- মেঘসার, ব্লক- পোলবা-দাদপুর, জেলা-হুগলী

Memo No.: Election-Meghsar/02 — Date : 06/07/2025

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশনামা মোতাবেক মেঘসার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডএর সমস্ত সদস্য।সদস্যাগণ কে জানানো হচ্ছে যে আগামী ইংরাজি ২৭.০৭.২০২৫ (রবিবার দুপুর ১২টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত) মেঘসার সমবায় প্রাঙ্গনে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী (সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর প্রদত্ত নির্ঘন্ট অনুসারে) বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে পঃবঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃবঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরণ করে পরিচালক মণ্ডলীর ০৯(নয়) জন সদস্য **(তন্মধ্যে ২(দুই)টি আসন মহিলাদের এবং ১(এক)টি আসন তপশিলি জাতি / তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত)** নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলোচ্যসূচি ঃ পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন

তারিখ ঃ ০৬.০৭.২০২৫
স্থান ঃ মেঘসার

শ্রী অভিজিৎ কর্মকার
আহ্বায়ক ও সমবায় পরিদর্শক
মেঘসার এস.কে.ইউ.এস. লি.

উল্লেখ্য ঃ নির্বাচনী নির্ঘন্ট গতকাল একদিন সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

বৃন্দাবনচক্ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম: বৃন্দাবনচক্, পোঃ- রাজবলহাট, হুগলী-৭১২৪০৮
রেজিঃ নং -১০৯ তারিখ- ০৬/০৭/১৯৬৩

পরিচালক মন্ডলী নির্বাচন ২০২৫-২০২৬
পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

ক্রম	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১)	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৭/০৭/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১টা
২)	খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তি প্রদান	০৮/০৭/২০২৫ থেকে ১৯/০৭/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ১২ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত
৩)	খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তির শুনানি	২১/০৭/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ১২ টা থেকে শুনানী শেষ হওয়া পর্যন্ত
৪)	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২৩/০৭/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ১২ টা

স্বা/- অমল কুমার দাস ও ইন্দ্রনীল মোহান্ত
সহকারী নির্বাচনী আধিকারিক
বৃন্দাবনচক্ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড
CIN L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ,
তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬
ফোন : ০৩৩-৪০৫৫৬৮০০ ফ্যাক্স : ০৩৩-৪০৫৫৬৮৩৫
ইমেল : uchakravarty@wpil.co.in ওয়েবসাইট : www.wpil.co.in

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ

এতদ্বারা ইক্যুইটি শোয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১২৪(৬) সংস্থান এবং তৎসহ ২০১৬ সালের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) রুলসের রুল ৬ অধীনে, সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে, বিগত একদিক্রমে সাত বছর মুনাফা অপ্রদেয়/অদাবিকৃত অবস্থায় রয়েছে, কোম্পানি কর্তৃক তা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিমাট অ্যাকাউন্টে নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট সময়ে রুলসের নির্ধারিত প্রক্রিয়া অধীনে স্থানান্তর করা হবে। শেয়ারহোল্ডারগণের নাম,(যারা একাদিক্রমে সাত বছর ডিভিডেন্ড নগদ/দাবি করেননি) তাদের সংশ্লিষ্ট ফোলিও নং, বা ডিপি আইডি- ক্লায়েন্ট আইডি, পাওয়া যাবে ইনভেস্টর সার্ভিসেস কলমে কোম্পানির উক্ত ওয়েবসাইটে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
ইউ চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৫ জুলাই ২০২৫

SBI এসবিআই এইচএলসি বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ, ২য় ফ্লোর, কামালগাজী মোড়,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১০৩,
ই-মেইল: sbi.64202@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, **হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ২৫.০৪.২০২৫ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী রমা প্রামাণিক সাহা, স্বামী-শ্রী জ্ঞান রঞ্জন প্রামাণিক** -কে বকেয়া **২৭,১২,৬৮০.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ বারো হাজার ছয়শো আশি টাকা মাত্র) তদুপরি ২৪.০৪.২০২৫ থেকে সুদ** পরিশোধ করতে বলেন উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদার টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **৪ জুলাই, ২০২৫** তারিখে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **২৭,১২,৬৮০.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ বারো হাজার ছয়শো আশি টাকা মাত্র)** তদুপরি **২৪.০৪.২০২৫ থেকে সুদ,** খরচ ইত্যাদি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার**, ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী রমা প্রামাণিক সাহা।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের মার্বেল মেঝে **ফ্ল্যাট নং এইচ-১**, দোতলায় ব্লক -৪, পরিমাণ কমবেশি **১১৪৫ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ৩ বেড রুম, ১ ড্রইং, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি, ২ টয়লেট নবনির্মিত **জি+৪** তলা ভবনে পরিচিত "**সি বি এনক্লেভ**" নামে, অবস্থিত মৌজা : মালঞ্চ, জেএল নং ৭৮, আরএস দাগ নং ২, আরএস খতিয়ান নং ২১, এলআর দাগ নং ২, এলআর খতিয়ান নং ১৫৮২, , রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২২ অধীন, পুরসভা হোল্ডিং নং ২৭৯, এন এস রোড, কোদালিয়া, মালঞ্চ, থানা : সোনারপুর, কলকাতা ৭০০১৪৬।
চৌহদ্দি :- উত্তরে : পুরসভা সড়ক (২৩ ফুট), **দক্ষিণে :** এন এস রোড (৩৬ ফুট), **পূর্বে:** অন্যান্যর ভবন এবং নিকাশি, **পশ্চিমে :** আরএস এবং এলআর দাগ নং ২ (অংশ)।

তারিখ : ০৪.০৭.২০২৫
স্থান : বারুইপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই চুঁচুড়া শাখা (০০০৫৬)
আখন বাজার, পো. চুঁচুড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১০১
পব, ইমেল আইডি : sbi.00056@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী বিলম্বিতা হালদার রায় এসবিআই চুঁচুড়া শাখা থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে স্বর্ণঋণ নিয়েছিলেন, এবং সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহক নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেননি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এই অবস্থায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিনের আগের দিন বিকাল **৪টার (১০.০৭.২০২৫)** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে (**১১.০৭.২০২৫) তারিখে** নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতার দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রীমতী বিলম্বিতা হালদার রায়

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১১.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ৬.২০০ গ্রাম নিট ওজন ৪.৬০০ গ্রাম	৪টি কানের দুল ১টি নাকছাবি
২.	১১.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ৪.৫৫০ গ্রাম নিট ওজন ৩.৮০০ গ্রাম	১টি লকেট
৩.	১১.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ১১.২৫০ গ্রাম নিট ওজন ৮.৫০০ গ্রাম	৩টি আংটি
৪.	১১.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ৬.০৫০ গ্রাম নিট ওজন ৫.৮০০ গ্রাম	১টি আংটি
৫.	১১.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ১২.৭৫০ গ্রাম নিট ওজন ১১.৭০০ গ্রাম	১টি চুর
৬.	১১.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ৬.৪৫০ গ্রাম নিট ওজন ৬.০০০ গ্রাম	১টি পদক
৭.	১১.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ৯.৮৫০ গ্রাম নিট ওজন ৮.৫০০ গ্রাম	৪টি বোতাম চেন সহ
৮.	১১.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ২৩.৮০০ গ্রাম নিট ওজন ২১.০০০ গ্রাম	১টি চেন
৯.	১১.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ১৯.৪৫০ গ্রাম নিট ওজন ১৮.৫০০ গ্রাম	১টি চুর
১০.	১১.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ৩১.৬০০ গ্রাম নিট ওজন ৩০.০০০ গ্রাম	৪টি চেন এবং ১টি চিক ব্রোকেন
১১.	১১.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ১৫.২০০ গ্রাম নিট ওজন ১৪.৭০০ গ্রাম	৪টি আংটি
১২.	১১.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ৩.৬০০ গ্রাম নিট ওজন ৩.৪০০ গ্রাম	৩টি লকেট
১৩.	১১.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ১২.৭০০ গ্রাম নিট ওজন ১১.৫০০ গ্রাম	১০টি কানের দুল

তারিখ: ০৭.০৭.২০২৫ স্থান: চুঁচুড়া — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

২৬-এ বিজেপি জিতলে পাঠ্যপুস্তকে শ্যামাপ্রসাদের জীবনী পড়ানো হবে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে বিজেপির বর্ধমান জেলা কার্যালয়ের সামনে একটি আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল জেলা কার্যালয়ে। যেখানে ১২৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

এদিন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করার পর মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বহুদিন আগে বর্ধমান শহরের বুকে জেলার দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করা হলেও, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি উন্মোচন করার পর দলীয় কার্যালয়ের যে অসম্পূর্ণতা ছিল তা এদিন পূর্ণ হল।' তিনি আরও বলেন, '১৯৪৭ সালে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই বঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন। একদিকে বাংলাদেশ, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হয়। যার কারণে তাঁরা আজ ভারতে রয়েছেন। তা না হলে বর্তমানে বাংলাদেশে যে অবস্থা চলছে হিন্দুদের ওপর, সেই অত্যাচারের স্বীকার তাঁরাও হতেন।' একই সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বলতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আজ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে, তার কথা বলতে গেলে লজ্জা লাগে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে দিয়েছেন। কোনও সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই, ছাত্রও নেই। গত ছ'মাসে ৮ হাজার ২০০ সরকারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারদা, রোজভ্যালি চিটফান্ডের মতো গোটা বাংলা জুড়ে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভরিয়ে তুলেছেন। টাকা দাও আর স্কুলে পড়াও। আর সরকারি স্কুলে তালা লাগাও।'

তিনি দাবি করেন, 'আগামী ২৬ সালের নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে এবং বিজেপি ক্ষমতায় আসলে প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠ্যপুস্তকে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জীবনী পড়ানো হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো যে কোনও লেখকের কবিতা পাঠ করানো হবে না।'

তিনি অভিযোগ করেন, 'বাংলা জুড়ে এখন কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলে সেখানে রক্ত ঝরতে শুরু করছে। শনিবার শিয়ালদহ স্টেশনে কিছু উন্মাদ মানুষ তরোয়াল নিয়ে তাণ্ডব চালিয়েছে। এবং সেই তরোয়ালের আঘাতে এক হিন্দু ভাই আহত হয়েছে। এমনকি তার বাড়ির সামনেও তরোয়াল নাচিয়ে কিছু উন্মাদ মানুষ তাণ্ডব চালিয়েছে আর জয় বাংলা স্লোগান দিয়েছে।গোটা বাংলায় জিহাদি আর জঙ্গিতে ভোরে গিয়েছে। এদেরকে উচিত শিক্ষা দিতে হলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বিজেপিতে আনতে হবে।'

এদিন কাটোয়ায় বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'যতদিন রাজ্যে তৃণমূল থাকবে, ততদিন এই রাজ্যে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটতেই থাকবে। একাধিক জঙ্গি সংগঠন তৃণমূলের সৃষ্টি।' তিনি বলেন, 'ভারত বাংলাদেশের সীমানায় ৫৪০ কিলোমিটার সীমানা পাঁচিল বা তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা নেই। রাজ্য সরকার কোনওভাবেই সেই জমি ভারত সরকারকে দিচ্ছে না। আর সীমানায় তারকাঁটা না থাকার কারণে সীমানা পার করে জঙ্গিরা বাংলায় ঢুকে খাজারি, মাদ্রাসা তৈরি করছে। আর বাংলা জুড়ে হিংসা ছড়াচ্ছে এবং হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করছে।' আগামী ২৬ সালের নির্বাচনে বর্ধমান জেলায় বিজেপি ভালো ফল করবে বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর আরও অভিযোগ, 'গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ভালো ফল করত কিন্তু। ভোট করতে দেওয়া হয়নি এবং লুটপাট চালিয়েছিল শাসক দল। 'রায়নায় ভুয়ো ইডি আধিকারিক সেজে বালি ব্যবসায়ীকে দেড় কোটি টাকা প্রতারণার দায়ে ধৃত জিন্নার আলির সঙ্গে নেতা মন্ত্রীদের ছবি তার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের ছবি চোর ডাকাতদের সঙ্গে থাকবে না, তা কখনো হয় না। এটাই ওদের কালচার।'

বালি পাচার প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'শুধু বর্ধমান জেলায় নয়। রাজ্যে কোনও নদীর অস্তিত্ব নেই। জামালপুর হোক বা রায়না বা বর্ধমান। অবাধে বালি লুঠ করে নদী ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে শাসকদলের নেতাকর্মীরা। সব কিছুর সমাধান হবে ২৬সালে বাংলায় বিজেপির প্রতিষ্ঠিত সরকার গঠন হলে।'

নেই মাঝি, নিজেরাই নৌকো টেনে নদী পার হন যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফরাক্কা: রাজ্যের স্বাস্থ্যের বেহাল দশা বহুবার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে। কিন্তু স্বাস্থ্য কর্মীদের এহেন দুর্দশা আগে সামনে আসেনি। কী চরম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মস্থানে যেতে হয় সমাজ মাধ্যমে এল এমনই এক ভিডিও। মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীদের কাদা মারিয়ে ফেরি পারাপারের ভিডিও ভাইরাল হতেই চাঞ্চল্য ছড়াল জেলাজুড়ে। পাহাড়ি খরস্রোতা গুমানী নদী দড়ি টেনে স্বাস্থ্য কর্মীরা নিজেরাই পার হচ্ছেন। অঘটন ঘটলে উদ্ধারের কোন উপায় নেই। কে বাঁচাবে তাঁদের? ফরাক্কা ব্লকের বেওয়া ১ পঞ্চায়েতের গুমানী ফেরিঘাটে খেয়া পারাপারের নৌকা থাকলেও, নেই কোন মাঝি। বাধ্য হয়ে যাত্রীরা নিজেই নৌকা টেনে নদী পার হন। এমনি করেই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা, স্বাস্থ্য কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ নদী পারাপার করেন। ঘাটে পোক্ত জেটি না থাকায় বর্ষার মরশুমে জলকাদায় বিপদের ঝুঁকি বাড়ে। কর্দমাক্ত ও পিছল নদীর খাড়া পাড় বেয়ে ঝুঁকি নিয়ে নদী পেরতে হয় যাত্রীদের। মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীরাই নৌকা টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। এমনই একটি ভিডিও সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল ও হয়েছে। যাত্রীরা পড়ে গিয়ে অল্পবিস্তর জখম ও হয়েছেন।

প্রশাসনকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। স্বাস্থ্য কর্মী থেকে শিক্ষকদের দাবি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবুক প্রশাসন। এ প্রসঙ্গে ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, এটা ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। পরিষেবা তাদেরই দেওয়ার কথা। তবে ওরা পরিষেবা ও দিচ্ছে না আমাদের ও কোন কথা শুনছেনা। আমি ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব। জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ড লাগলো বেওয়া ১ পঞ্চায়েতের নিমতলা, শিকারপুর, ডিয়ার ফরেষ্ট ও বাঁকা গ্রাম গুমানী নদীর দ্বারা বিভক্ত। গ্রামে যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম জল পথে খেয়া পারাপার। ফিডার ক্যানালের জলে পুষ্ট এই নদী। বর্ষায় তা আরও ফুলেফেঁপে ওঠে। নদী পারাপারের জন্য রয়েছে একটি মাত্র নৌকা। যদিও সেখানে কোন মাঝি থাকে না। বাধ্য হয়েই যাত্রীরাই দড়ি টেনে নদী পারাপার করে থাকেন। ঘাটে নেই কোনও পাকা ও শক্তপোক্ত জেটিও। কর্দমাক্ত ও পিছল নদীর পাড় বেয়ে যেতে হয়। নদীর পাড় বেয়ে নামতে গিয়ে রীতিমতো সমস্যায় পড়তে হয় যাত্রীদের। মাটি, ঝোপ জঙ্গল ও গাছের শেকড় ধরে সাবধানে নামতে হয়। পা পিছলে পড়ে গেলে বিপদের সম্ভবনা রয়েছে। নিমতলা উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সেকেন্ড এএনএম বিভা মণ্ডল বলেন, 'মাঝি বয়স্ক ফলে ঠিক মতো নৌকো টানতে পারে না। সপ্তাহে এক দু'দিন আসে। বাধ্য হয়েই আমাদের নৌকা টানতে হয়। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছি।'

খানাকুলে ফেরিঘাটের কাঠের সেতু পারাপারের ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের সাবলসিংহপুরের হরিশচক ফেরিঘাটের কাঠের সেতু পারাপারের জন্য বর্ধিত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠল। পাশাপাশি ভাড়া নেওয়ার পর কোনও রসিদ না দেওয়ারও অভিযোগ ওঠে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনও উদাসীন। জানা গিয়েছে, ফেরিঘাট পারাপারের মাসুল নিয়ে সবচেয়ে বেশি সরব খানাকুল-২ ব্লকের ১১টি পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। নদ-নদী ঘেরা ব্লক এলাকায় দৈনন্দিন কাজে বাড়ি থেকে বের হলেই একাধিক ফেরিঘাট পারাপার করতে হয়। খানাকুল-২ পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে ৫টি ফেরিঘাট আছে।

যাত্রী পিছু ২ টাকা করে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ। বেড়েছে মোটরসাইকেল-সহ নানা পরিবহণের ভাড়াও। তার প্রতিবাদেই সরব স্থানীয় মানুষ। সাবলসিংহপুর এলাকার মানুষের দাবী, মানুষের অসহা অবস্থার সুযোগ নিয়ে ফেরিঘাটের কাঠের সেতুগুলি পারাপারের জন্য বেশি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে ওই কাঠের সেতু দিয়ে যাওয়া একজন মোটরসাইকেল আরোহী জানান, মোটরসাইকেল সহ একজন আরোহীর জন্য ৫ টাকা করে নেওয়া দরকার। কিন্তু একবার পারাপারের জন্য সাত টাকা নেওয়া হচ্ছে। যাওয়া ও আসার জন্য ১৪ টাকা নেওয়া হলেও কোনও রসিদ দেওয়া হয় না। এটা একেবারেই বেআইনি। ফেরিঘাটের একজন কর্মী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যক্তি বলেন,এক সঙ্গে যাতায়াতের জন্য ১৪ টাকা দিলে রসিদ দেওয়া হয়। কত রসিদ ছাপানো হবে বলে জানান তিনি। এখানেই প্রশ্ন উঠছে। রসিদ ছাড়া টাকা নেওয়া মানেই তোলাবাজি। তাহলে বর্ষার সময় মানুষের অসহা অবস্থার সুযোগ নিয়েই তোলাবাজি চলছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। এই বিষয়ে সাবলসিংহপুর অঞ্চলের উপপ্রধান রাকিবুলবাবু বলেন, 'পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে টেন্ডার করে ফেরি সার্ভিস জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। কেউ রসিদ চাইলে অবশ্যই দেওয়া উচিত। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।' প্রসঙ্গত, আরামবাগে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এসে একবার ঘোষণা করেছিলেন, ফেরিঘাট চলাচলের জন্য কোনও মাসুল লাগবে না। কিন্তু ঘোষণাই সার। বিগত বছরগুলির মতো বর্ধিত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'ফেরিঘাটে ভাড়া বেশি নেওয়া হচ্ছে বলে বারে বারে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু তৃণমূলের প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। পাঁচ টাকার জায়গায় সাত টাকা নেওয়া হচ্ছে। এই বর্ধিত টাকা নেওয়া উচিত নয়। এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' অপরদিকে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিডিও এম ডি জাকারিয়া বলেন, 'কোনও অভিযোগ হয়নি। অভিযোগ হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' সবমিলিয়ে হরিশচক ফেরিঘাটে কাঠের সেতুতে বর্ধিত ভাড়া নেওয়ায় নিন্দার ঝড় আরামবাগ মহকুমায়।

ভিন রাজ্যে খুন, বুদবুদে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: খুনের অভিযোগে বুদবুদ থেকে গ্রেপ্তার হল এক যুবক। ধৃতের নাম ধর্মেন্দ্র কুমার শর্মা। বিহারের বুদ্ধামতালাও-এর বাসিন্দা। শনিবার হরিয়ানা থেকে পুলিশের একটি দল বুদবুদ পৌঁছে, বুদবুদ থানার পুলিশের সহযোগিতায় বুদবুদের কোটা গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার ধৃত ধর্মেন্দ্র কুমরকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে সেখান থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে হরিয়ানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

হরিয়ানা পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের গুরগাঁওয়ে প্রিয়া নামের এক যুবতীর সঙ্গে কাজ করতেন প্রবীণ টন্ডন নামের এক যুবক। প্রবীণের কাছে সাড়ে ৫লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিল প্রিয়া। প্রবীণ টন্ডন হরিয়ানার নারান্দা থানা এলাকার বাসিন্দা। প্রিয়া সেই টাকা শোধ দিতে প্রবীণকে বিহারের জামালপুরে ডেকেছিল। সেখানেই চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে পিসির ছেলে সুমিত কুমার এবং বুদ্ধামতালাও এলাকার যুবক ধর্মেন্দ্র কুমার শর্মার সাহায্যে প্রবীণকে খুন করে প্রিয়া। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখ প্রবীণ টন্ডনের বাবা বেদ প্রকাশ নারন্দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। বিহার থেকে সুমিত কুমার গ্রেপ্তার হয়। ধৃতকে জেরা করে ধর্মেন্দ্র কুমার শর্মার খোঁজ পায় পুলিশ। মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে শনিবার রাতে বুদবুদের কোটা এলাকায় হানা দেয় হরিয়ানা পুলিশ। সেখানেই ধর্মেন্দ্র লুকিয়ে ছিল তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখান থেকে ধর্মেন্দ্র কুমার শর্মাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সম্পত্তি না দেওয়ায় মাকে 'খুন'

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুতি: এক কাঠা জমি লিখে না দেওয়ায় নিজের মাকে ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করার অভিযোগ উঠল গুনধর ছেলের বিরুদ্ধে। শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার কাশিমনগর গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই মহিলার নাম আরমানি বিবি(৭০)। মাকে খুন করার পরেই পলাতক মৃতের একমাত্র ছেলে অভিযুক্ত মংলু শেখ। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিত কুমার শাউ বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযুক্ত পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আগেই মায়ের নামে আসা আবাস যোজনার টাকা আত্মসাৎ করেছিল মংলু শেখ। সেই টাকার কিছু চাইতে গেলে ছেলের হাতে প্রহৃত হন আরমানি বিবি। মায়ের নামে দেড় কাঠা বসত ভিটে রয়েছে। তারমধ্যে আধ কাঠা নিজের ছোট মেয়েকে লিখে দেন আরমানি বিবি। বাকি এককাঠা জায়গা নিজের নামে লিখে দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই চাপ দিচ্ছিল অভিযুক্ত ছেলে মংলু শেখ। বেশ কিছুদিন ধরেই বিষয়টি নিয়ে মায়ের সঙ্গে একাধিকবার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে সে। মায়ের নামে আবাস যোজনার আসা টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে নিয়ে সেই টাকাও আত্মসাৎ করেছিল। মায়ের নামে থাকা দেড়কাঠা জায়গা নিজের নামে লিখে নিতে চেয়েছিল ছেলে। কিন্তু মা শুধু ছেলেকে না দিয়ে এক মেয়েকে আধ কাঠা জমি লিখে দেন। তাতেই ক্ষোভ বাড়তে থাকে ছেলের। শনিবার খাওয়া দাওয়া সম্পন্ন করে রাত দশটা নাগাদ নিজের বাড়িতেই নাতিকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন আরমানি বিবি। অভিযোগ, তখনই হঠাৎ করে বাইরে থেকে এসে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় মাকে ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করে ছেলে মংলু। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি পরিবারের অন্য সদস্যরা এবং আশেপাশের লোকজন তাঁকে মহেশাইল হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক আরমানি বিবিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মাকে খুন করার পরেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত মংলু শেখ। ইতিমধ্যেই সুতি থানায় খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে। অভিযুক্ত ছেলের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে সুতি থানার পুলিশ। ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় গর্ভধারিনী মাকে এভাবে খুন করায় অভিযুক্ত ছেলেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃতের বড় মেয়ে রফিয়া বিবি বলেন, বোনের বিয়ের সোনার চেন বাকি ছিল। তারজন্য তাকে আধকাঠা জমি লিখে দেয় মা। বাকি জায়গা লিখে না দেওয়ায় খুন করা হয়েছে।

বনগাঁয় একুশে জুলাই প্রস্তুতি সভায় শাসক-দ্বন্দ্বের সুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: তৃণমূলের ২১ শের প্রস্তুতি সভায় পুরসভার চেয়ারম্যানের গলায় গোষ্ঠী কোন্দলের সুর। বনগাঁ জেলা শ্রমিক সংগঠনের তথ্যচিত্রের মাধ্যমে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা। এদিন সভামঞ্চ থেকে বিজেপি বিধায়ক ও এমপিকে আক্রমণ করতে দেখা যায় জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসকে। পাল্টা দেন উত্তর বিজেপি বিধায়কও। রবিবার বনগাঁ জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের ডাকে একুশে জুলাই-এর প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়েছিল নীলদর্পণ প্রেক্ষাগৃহে। ১৯৯৩ সালের ২১ শে জুলাই এর উদ্দেশ্য করে তথ্যচিত্র দেখানো হয় এই সভায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান মমতা ঠাকুর, আই এন টি টি ইউ সি সভাপতি নারায়ণ ঘোষ, বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, '২০২১ সালে বনগাঁতে বিজেপি জয়ী হওয়াতে আমরা পিছিয়ে পড়েছি। এদের বিধায়ক ও এমপি উন্নয়ন তহবিলের টাকা এজেন্সিকে দিয়ে দেয়। পার্সেন্টেজ তারা পেয়ে যায়। উন্নয়ন কোথায় করছে এরাও জানে না।' পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বজিৎ দাস আরও জানান, 'আমি ঠিকই বলেছি। বিধায়ক এবং এমপিরা কোথায় উন্নয়ন করছে সেটা বলতে পারছে না। অন্যদিকে এদিনের এই শ্রমিক সংগঠনের একুশে জুলাই-এর প্রস্তুতি সভা থেকে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, 'যারা দলবিরোধী কথা বলছেন একুশে জুলাই যেতে বারন করছেন, তৃণমূল পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বিরোধী কথা বলছেন তাদেরকে দল থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছে। যে নেতা থাকবে তার নেতৃত্বেই কাজ করতে হবে।' এই বিষয়ে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ও সভাপতিকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদনও করেছেন তিনি। দলের কর্মীদেরকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এই বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার বক্তব্য, 'চোরের মায়ের বড় গলা। বিগত চার বছরে আমরা বিজেপি বিধায়করা যা কাজ করেছি বিশ্বজিৎ দাস পনেরো বছরও তা করেনি। মানুষ বলবে বিজেপি কি কাজ করেছে। বিশ্বজিৎ দাস কি বলল তাতে আমাদের যায় আসেনা।' গোপাল শেঠের মন্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, 'তৃণমূলের রক্তে রক্তে এবং রন্ধে রন্ধে দুর্নীতি ভরা তাদের গোষ্ঠী কোন্দল অনেক। কে কত টাকা খাবে কে কত টাকা পকেটে ঢোকাবে। তৃণমূল দুর্নীতি করে ক্ষমতায় রয়েছে তাই একে অপরের দিকে দোষারোপ করছে। গোপাল শেঠ নিজেই বাবার নাম ভাঙিয়ে চলছে পুরসভায় অস্থায়ী নিয়োগের মাধ্যমে বেনিয়াম করে পকেটে টাকা ভরে বসে আছে। বাংলার মানুষ আগামী ২৬-এ যোগ্য জবাব দেবেন।'

মহিলাদের অসম্মান নিয়ে দলের কর্মীদের কড়া হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আরজি কর কাণ্ড থেকে কসবা কাণ্ড বারেবারেই এ রাজ্যে নারীদের সম্মানহানির ঘটনায় নাম জড়িয়েছে তৃণমূলের নেতা কর্মীদের। এবার সেই আবহেই মহিলাদের সম্মানরক্ষা নিয়ে দলের কর্মীদের কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূলের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায়। সম্প্রতি ছাতনার কমলপুরে দলের একটি কর্মী সভা থেকে দলের কর্মীদের উদ্যেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে তৃনমূলের জেলা সভাপতি বলেন, 'মহিলাদের অসম্মান করলে আমার থেকে খারাপ আর কেউ হবে না।' তৃণমূলের জেলা সভাপতির হুঁশিয়ারির এমন ভিডিও এখন ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

আরজি কর কাণ্ডে নাম জড়িয়েছিল রাজ্যের শাসকদলের রাঘব বোয়ালদের। কসবা কান্ডেও উঠে এসেছে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের একাধিক নেতার নাম। স্বাভাবিকভাবেই বারংবার অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে দলকে। রাজ্যে একের পর এক নারীর সম্মানহানির ঘটনায় তৃণমূলের নাম জড়িয়ে পড়ায় একদিকে যেমন তৃণমূলের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনই ঘটনাগুলি ভোটব্যাঙ্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে তেমন আশঙ্কাও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছেন শাসকদলের নেতা কর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামতে দেখা গেছে শাসক দলের অনেককেই। এবার মহিলাদের সম্মানরক্ষা প্রসঙ্গে বেশ কড়া সুরই শোনা গেল বাঁকুড়ায় তৃণমূলের জেলা সভাপতির গলায়। কমলপুরে একটি কর্মীসভায় বক্তব্য রাখতে উঠে দলে মহিলা কর্মীদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায় বলেন, 'মহিলাদের সম্মান দিয়ে কথা বলবেন। তাঁদের অসম্মান করলে আমার থেকে খারাপ আর কেউ হবে না।' জেলা সভাপতির দাবি তৃণমূল বরাবরই মহিলাদের সম্মান দেওয়ার কথা বলে এসেছে। এই বক্তব্যেও সেই কথাই বলা হয়েছে। বিজেপির কটাক্ষ তৃণমূলের নেতা কর্মীদের হাতে মহিলারা সুরক্ষিত নয়, তা ভালোভাবেই জানে তৃণমূল নেতারা। তাই এমন হুঁশিয়ারি তাঁদের দিতে হচ্ছে।

আইআইটি রুরকিতে ভর্তির বাধা রইল না

নীলাঞ্জনের উচ্চশিক্ষায় সুরাহা সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আইআইটি (জ্যাম) পরীক্ষায় ১২৬ র‍্যাঙ্ক করেছেন নীলাঞ্জন মণ্ডল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের ডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা নীলাঞ্জনের এই সাফল্যের পরেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) রুরকিতে ভর্তি হতে আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে জমা দিতে হবে নির্ধারিত অ্যাডমিশন-ফি। আর এখানেই দানা বেঁধেছে আর্থিক সমস্যা।

উল্লেখ্য, আইআইটি-তে পড়বার স্বপ্ন নিয়ে নিলাঞ্জন জয়েন্ট অ্যাডমিশন ফর মাস্টার্স (জ্যাম) পরীক্ষায় বসেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয়েছে অর্থ কে কেন্দ্র করে। কেননা নীলাঞ্জনের বাবা যোগেশ মণ্ডল পেশায় কৃষক। নুন আনতে পান্তা ফুরানো এই পরিবারে সেই অর্থ জোগাড় করে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হওয়া যেন দুঃস্বপ্নের মতো। এদিকে মেধাবী নীলাঞ্জনের উচ্চ শিক্ষা পথ দুষ্কর হয়ে পড়েছে, বিষয়টি জানতে পেরে এই দিন তার কাছে ছুটে যান বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. সুকান্ত মজুমদার। তার উচ্চশিক্ষার জন্য পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এ বিষয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'মেধার কাছে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা তাঁর পরিবারের সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি জানতে পারার পর আমি আইআইটি রুরকি-র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করি, যাতে নীলাঞ্জনের উচ্চশিক্ষার পথে আর কোনও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা না থাকে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।'

বাড়িতে নিত্য অভাবেও ফুটবলার হওয়ার স্বপ্নপূরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাড়িতে নিত্যঅভাব, বাবার অকালমৃত্যুর পর অন্যের বাড়িতে কাজ করে মা সামলেছেন সংসার, ছেলের হাতে তুলে দিয়েছেন হাত খরচের টাকা। অন্যদিকে, 'ফুটবলার' হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছেলে কলকাতায় গিয়ে রাতে সামান্য মুড়ি খেয়েই হাওড়া স্টেশনে রাত কাটিয়ে ভোরের ময়দানে যোগ দিয়েছে অনুশীলনে। এভাবেই জেদ আর অধ্যাবসায়ের জেরে কলকাতার টালিগঞ্জ অগ্রগামী ফুটবল দলে খেলার সুযোগ পেল ইন্দাসের রায় পাড়ার শ্যামাপদ মল্লিক। এক সময় শ্যামাপদের এই ফুটবল প্রেমকে যারা কটুক্তি করতো, এখন তারাই সব ভুলে তার নামে ধন্য ধন্য করছে।

টালিগঞ্জ অগ্রগামী দলে খেলার সুযোগ পেয়ে খুশি শ্যামাপদ নিজেও। তার কথায়, স্বপ্ন দেখতাম একদিন না একদিন কলকাতার কোনও বড় ক্লাবের জার্সি গায়ে তুলবো। আজ সেই স্বপ্ন পূরণ! বেশ ভালো লাগছে। খুশি শ্যামাপদ মল্লিকের মা বলেন, 'অনেকে অনেক কথা বলতো। কারও কথায় আমরা কান দিইনি। বিশ্বাস ছিল ছেলে পারবে।' সকলের আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছায় ছেলের এই সাফল্যে তিনি খুশী বলে জানান।

ইন্দাসের বিধায়ক নির্মল ধাড়া শ্যামাপদদের বাড়িতে গিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। খেলা সংক্রানাত বিষয়ে যেকোন ধরণের সাহায্য তিনি করবেন বলেও জানান।

কাটোয়ায় বিস্ফোরণে ধৃত মোট ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন কাটোয়া: কাটোয়ার রাজুয়া গ্রামে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ছয় জনকে গ্রেপ্তার করেছে কাটোয়া থানার পুলিশ। শনিবার সকালেই মূল অভিযুক্ত তুফান চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর শনিবার সন্ধ্যায় রাজুয়া গ্রাম থেকে তিন জন, ফুলবাগান মোড় থেকে একজন এবং কেতুগ্রামের কাঁচরা গ্রাম থেকে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রবিবার ধৃতদের কাটোয়া মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল তুফান চৌধুরী (মূল অভিযুক্ত), জুমাত শেখ (৩০), রাজুয়ার স্কুলপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় ট্রাক্টর চালক। তাকে শনিবার রাতে ফুলবাগান মোড় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও হাসু শেখ, বিস্ফোরণের ঘটনার মূল বাড়ির মালিক মিন্টু শেখের ছেলে, যিনি ভাঙাচোরা বিক্রি করেন। পিনু শেখ, মিন্টু শেখের আরেক ছেলে, যিনি চাষবাস করেন। নজরুল শেখ একই গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক, যিনি সম্প্রতি চাষবাসের জন্য গ্রামে এসেছিলেন। জামির শেখ (৩০),কেতুগ্রাম থানার কাঁচড়া গ্রামের বাসিন্দা। প্রাথমিকভাবে মোট পাঁচ জনকে রবিবার কাটোয়া আদালতে পেশ করা হয়। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও কারা জড়িত এবং কী কারণে বোমা তৈরি বা মজুত করা হচ্ছিল, সেই বিষয়টি স্পষ্ট করতে কাটোয়া থানার পুলিশ তাদের পুলিশ হেফাজতে নেয়।

শ্রাবণী মেলা নিয়ে অতি তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকার পরেই বাড়তি তৎপরতা শুরু হয়েছে হুগলি জেলা প্রশাসনের অন্দরে। দফায় দফায় শ্রাবণী মেলা নিয়ে জেলাশাসক ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা বৈঠক করেন। বৈঠক সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ১০ জুলাই থেকে শুরু হবে শ্রাবণী মেলা। তার আগেই, ৮ জুলাই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পুলক রায়, বেচারাম মান্নার মতো মন্ত্রীরা তারকেশ্বর থেকে বৈদ্যবাটি পর্যন্ত শ্রাবণী মেলার এলাকা পরিদর্শন করবেন। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন জেলা প্রশাসন ও সমস্ত জরুরি দপ্তরের আধিকারিকরা। বৈদ্যবাটির নিমাইতীর্থ ঘাট থেকে জল তুলে নিয়ে লক্ষাধিক ভক্ত তারকেশ্বর মন্দির পর্যন্ত প্রায় ৩৭ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে যাবেন। সেখানে বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢালবেন তাঁরা। যাত্রাপথের সমস্যা মেটাতে, গোটা রাস্তা আলো দিয়ে সাজাবে পঞ্চায়েতগুলি। এ ছাড়া, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের উদ্যোগে তৈরি করা হবে জলসত্র। ঠাণ্ডা, গরম দু'রকমের জল পান করতে পারবেন পুণ্যার্থীরা। যদিও শ্রাবণী মেলার আগেই বৈদ্যবাটি তারকেশ্বর রোড সংস্কার করেছে রাজ্যের পূর্ত দপ্তর।

শ্রাবণী মেলার যাত্রাপথ পরিচ্ছন্ন রাখতে, বৈদ্যবাটি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত ১৫০ মিটার অন্তর প্রায় ৩০০টি অস্থায়ী ডাস্টবিন বসানো হবে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার একাধিক ভান্ডারার জন্য ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। ওয়েবসাইটে মিলবে মন্দিরের যাবতীয় বিবরণ ও গাইড ম্যাপ। বৈদ্যবাটি থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার পথে, বৈদ্যবাটি, কামারকুণ্ডু রেলগেটগুলিতে দুর্ঘটনা ঠেকাতে, পুলিশ ও জিআরপি বেশি মাত্রায় মোতায়েন করা হবে। এ ছাড়া, ওয়াচ টাওয়ার থেকে নজরদারি চালাবে হুগলি গ্রামীণ ও কমিশনারেটের পুলিশ। শ্রাবণী মেলায় যাতায়াত ব্যবস্থায় গতি আনতে ইতিমধ্যেই বাড়তি ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করেছে পূর্ব রেল। শ্রাবণী মেলা প্রসঙ্গে এ দিন বেচারাম মান্না বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকা মেনেই, প্রশাসনের তরফে শ্রাবণী মেলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কয়েক বছর ধরে শ্রাবণী মেলাকে গঙ্গাসাগর মেলার উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, যেটা রাজ্যবাসীর কাছে খুব গর্বের। বাম জমানায় বেহাল রাস্তা পেরিয়ে, অন্ধকার পরিবেশে, শ্রাবণ মাসে বৈদ্যবাটি থেকে তারকেশ্বর আসতে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হতো। কিন্তু রাজ্যে আমাদের সরকার আসার পরে শ্রাবণী মেলা আলাদা একটি মাত্রা পেয়েছে।' কলকাতা থেকে প্রায় ৫৬ কিলোমিটার দূরে তারকেশ্বর। হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে তারকেশ্বর স্টেশনে আসতে সময় লাগে মাত্র ঘণ্টা দেড়েক। স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে কিছুটা এগোলেই, তারকেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহে স্বয়ং বিরাজ করছেন বাবা তারকনাথ। মন্দিরের পশ্চিম দিকে আছে শিবগঙ্গা যা দুধপুকুর নামে পরিচিত। পূর্ব দিকে কালীমাতার মন্দির ও দক্ষিণ দিকে মোহন্ত মহারাজের প্রসাদ। শ্রাবণ বাবা তারকনাথের জন্মমাস। এই মাসে বাবা তারকনাথের জলাভিষেক করলে, ভক্তের মঙ্গল সাধন ও মনোবাসনা পূর্ণ হয়। তাই লাখো লাখো ভক্ত বৈদ্যবাটির নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে গঙ্গার জল তুলে এনে বাবার মাথায় ঢালেন।

বৈদ্যবাটির নিমাই তীর্থ ঘাট নিয়েও অনেক কথা প্রচলিত আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে বিপ্রদাস তাঁর মনসা মঙ্গল কাব্যে নিমাইতীর্থ ঘাটের কথা উল্লেখ করেন। শ্রী চৈতন্য স্বয়ং নিমাইতীর্থ ঘাটে এসেছিলেন। সেই থেকেই শ্রাবণী মেলা নিয়ে পুণ্যার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ভর করে আছে।

পশ্চিমবঙ্গ দেশের অংশ হওয়ার কৃতিত্ব শ্যামাপ্রসাদ-স্বামী প্রণবানন্দের: শাহ

আনন্দ, ৬ জুলাই: পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হওয়ার কৃতিত্ব শ্যামাপ্রসাদ ও স্বামী প্রণবানন্দের। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার গুজরাটের আনন্দে এক অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেছেন, 'শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া কাশ্মীর কখনই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে পারত না। তিনি কাশ্মীরের জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন, 'এক দেশ মে দো বিধান, দো প্রধান অর দো নিশান নহি চলেঙ্গে' স্লোগান তুলেছিলেন।'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'এখন পশ্চিমবঙ্গ আমাদের দেশের অংশ হওয়ার পুরো কৃতিত্ব শ্যামাপ্রসাদ এবং স্বামী প্রণবানন্দের। তিনি জওহরলাল নেহরুর তোষণ নীতির প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তিনি ১০ সদস্য নিয়ে যে দলটি শুরু করেছিলেন তা এখন ১২ কোটি মানুষের সদস্যপদ নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে।' স্বচ্ছতা ছাড়া সমবায় বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না বলেও মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ।

রবিবার গুজরাটের আনন্দের আমুল ডেয়ারিতে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে সমবায় মন্ত্রকের চার বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'স্বচ্ছতা ছাড়া সমবায় বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। যেখানে প্রযুক্তি গ্রহণযোগ্য ছিল না, সেখানে প্রতিযোগিতার মুখে সমবায় টিকে থাকতে পারে না। যে সমবায় প্রতিষ্ঠানে সদস্যদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ বিবেচনা করা হত না, সেই সমবায় প্রতিষ্ঠানও শেষ হয়ে যায়। আমাদের সকল সমবায় নেতাদের উচিত আমাদের কর্মক্ষেত্রে এই তিনটি মূল্যবোধ গড়ে তোলা।'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'সমবায় মন্ত্রকের চার বছরে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ৬০টিরও বেশি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা পাঁচটি 'পি'র ওপর ভিত্তি করে তৈরি। প্রথম 'পি' হল (পিপল) 'মানুষ', অর্থাৎ, ভারতের জনগণ এই উদ্যোগগুলির প্রাথমিক সুবিধাভোগী হবেন। দ্বিতীয় 'পি' হল 'প্যাক', অর্থাৎ, আমরা প্রাথমিক সমবায় বৃত্তগুলিকে শক্তিশালী করছি। তৃতীয় 'পি' হল 'প্ল্যাটফর্ম', যার অর্থ হল, ডিজিটাল থেকে জাতীয় প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত, আমরা বিভিন্ন ধরণের সমবায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কাজ করেছি। চতুর্থ 'পি' হল নীতির জন্য। পঞ্চম 'পি' হল (প্রসপারিটি) সমৃদ্ধি। একজন ব্যক্তির নয়, সমগ্র সমাজের সমৃদ্ধি। সমৃদ্ধি কয়েকজন ধনী ব্যক্তির নয়, দরিদ্র শ্রমিক এবং কৃষকদের।'

অপরাধের রাজধানী বিহার, রা-হুলে বিদ্ধ বিজেপি-নীতীশ

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই: বিহারের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রবিবার রাহুল অভিযোগ করেছেন, বিজেপি এবং নীতিশ কুমার মিলে বিহারকে 'ভারতের অপরাধের রাজধানী'-তে পরিণত করেছে। পাটনায় ব্যবসায়ী গোপাল খেমকাকে খুনের প্রেক্ষিতে এই অভিযোগ করেছেন রাহুল।

সোশ্যাল মাধ্যম এক্স-এ রাহুল লিখেছেন, 'পাটনায় ব্যবসায়ী গোপাল খেমকাকে প্রকাশ্যে গুলির ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে, বিজেপি এবং নীতিশ কুমার মিলে বিহারকে 'ভারতের অপরাধের রাজধানী' করে তুলেছে। এখন বিহার লুঠ, গুলি এবং খুনের ছায়ায় বাস করছে। অপরাধ এখানে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে এবং সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। বিহারের ভাই ও বোনেরা, এই অন্যায় আর সহ্য করা যাবে না। যে সরকার তোমাদের সন্তানদের রক্ষা করতে পারে না তারা তোমাদের ভবিষ্যতেরও দায়িত্ব নিতে পারে না। প্রতিটি হত্যা, প্রতিটি লুঠ, প্রতিটি গুলি- পরিবর্তনের জন্য একটি আর্তনাদ। এখন একটি নতুন বিহারের সময়- যেখানে অগ্রগতি আছে, ভয় নয়। এবার ভোট কেবল সরকার পরিবর্তনের জন্য নয়, বিহারকে বাঁচানোর জন্য।'

দেশজুড়ে পালিত শোকের মহরম, শোভাযাত্রায় অংশ নিলেন বহু মানুষ

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই: দেশজুড়ে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে পালিত শোকের মহরম। কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় শোকের এই দিনে বের হয় তাজিয়া, তাতে শামিল হন অসংখ্য মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাতেও মহরম পালিত হয়েছে। শোক মিছিলে অংশ নেন বহু মানুষ। উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজেও ঐতিহাসিক তাজিয়া মিছিল বের করা হয়েছিল, যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। কোথাও যাতে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আশুরা উপলক্ষে হজরত ইমাম হোসেনের ত্যাগ ও আত্মবলিদানের কথা স্মরণ করেছেন।

টেক্সাসে হড়পা বানে মৃত বেড়ে ৫১, নিখোঁজ ২৭

টেক্সাস, ৬ জুলাই: আমেরিকার টেক্সাসের ভয়াবহ হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫১। তার মধ্যে রয়েছে ১৫ জন শিশু। সামার ক্যাম্পে অংশ নেওয়া পড়ুয়াদের মধ্যে এখনও নিখোঁজ ২৭ জন। তাদের সন্ধানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চালাচ্ছে অনুসন্ধানকারী দল। হড়পা বানের জেরে কের কাউন্টি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। টেক্সাসের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত শুক্রবার থেকেই ভারী বৃষ্টি হচ্ছে আমেরিকার টেক্সাস প্রদেশের বিস্তীর্ণ অংশে। ওই প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, গুয়াদালুপে নদীতে হড়পা বান আসায় জলের তোড়ে ভেসে যান অনেকেই।

ময়দান

এক টেস্টে হাজারেরও বেশি রান! ঐতিহাসিক নজির এজবাস্টনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৯৩২ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট যাত্রা শুরু করেছিল ভারত। প্রথম ম্যাচেই মাত্র ১৮৯ রানে অলআউট হয়েছিল তারা। কিন্তু ৯৩ বছর পর সেই ইংল্যান্ডের মাটিতেই বদলে গেল চিত্র। এজবাস্টনে টেস্ট ইতিহাসে প্রথমবার একটি ম্যাচে ১০০০-র বেশি রান করল ভারতীয় দল। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এটি মাত্র ষষ্ঠবার যখন কোনও একটি দল এক ম্যাচে ১০০০-এর বেশি রান তুলল।

এজবাস্টনে তেন্ডুলকর-অ্যান্ডারসন ট্রফির দ্বিতীয় টেস্টে মুখোমুখি হয়েছে ভারত ও ইংল্যান্ড। এই মাঠে ভারত আগে কখনও টেস্ট জিততে পারেনি। কিন্তু শুভমান গিলের নেতৃত্বে এবার ইতিহাস লিখল ভারতের তরুণ দল। প্রথম ইনিংসে ভারত তোলে ৫৮৭ রান। অধিনায়ক গিল খেলেন দুর্দান্ত ২৬৯ রানের ইনিংস। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দেন জাদেজা (৮৯) ও জয়সওয়াল (৮৭)। দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতীয় ব্যাটারদের দাপট বজায় থাকে। শুভমান ফের রান পান; ১৬১ রান করে দলের রান এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে রাহুল (৫৫), পন্থ (৬৫), এবং অপরাজিত জাদেজা (৬৯*) দলের স্কোর নিয়ে যান ৪২৭-এ। সবমিলিয়ে ভারতীয় দল এই টেস্টে সংগ্রহ করে ১০১৪ রান; টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের সর্বোচ্চ এবং ইতিহাসে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ দলীয় রান। এর আগে এক ম্যাচে ভারতের সর্বোচ্চ রান ছিল ৯১৬, সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। এবার সেই রেকর্ডও পেরিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, সিরিজের প্রথম দুই টেস্ট মিলিয়ে ভারত সংগ্রহ করেছে ১৮৪৯ রান, যা টেস্ট ইতিহাসে প্রথম দুই ম্যাচে কোনও দলের সর্বোচ্চ। ১৯৩০ সালে প্রথমবার এই নজির গড়েছিল ইংল্যান্ড (১১২১ রান, বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ)। পরে পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার দল এক হাজারি ক্লাবে ঢুকেছিল। এবার সেই তালিকায় নাম লেখাল ভারতও। এই নজির কেবল এক পরিসংখ্যান নয়, ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের এক নতুন যুগের ঘোষণাও।

আজ মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্মদিন

রাঁচি, ৬ জুলাই: ভারতীয় ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনি ৭ জুলাই ১৯৮১ ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে জন্মগ্রহণ করেন। মহেন্দ্র সিং ধোনির অধিনায়কত্বে ভারত ২০০৭ আইসিসি বিশ্ব টোয়েন্টি ২০, ২০০৭-০৮ সালের সিবি সিরিজ, ২০০৮ সালের বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি, ২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে একটি সিরিজ ও ২০১১ ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় করেছে। তাঁর অধিনায়কত্বেই ভারত টেস্টের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছিল। এখনও পর্যন্ত টেস্ট এবং একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর রেকর্ড ভারতীয় অধিনায়কদের মধ্যে সেরা। ২০১৩ সালে ধোনির অধিনায়কত্বে ভারত ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয় করে, সেই সঙ্গে ধোনিই প্রথম ভারত অধিনায়ক, যাঁর আইসিসির সব টুর্নামেন্ট জয় করার কৃতিত্ব রয়েছে।

ধোনি কেরিয়ারে একাধিক সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি ২০০৮ ও ২০০৯ সালে আইসিসি একদিনের ক্রিকেটের বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া তিনি ভারতের সর্বোচ্চ ক্রীড়া সম্মান রাজীব গান্ধী খেলরত্ন ও দেশের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পদ্মশ্রী পেয়েছেন।ক্রিকেট রেটিংয়ে ২০১০ সালে ধোনি সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিংধারী খেলোয়াড় হয়ে ছিলেন। ২০০৯ সালে ক্রিকেটের বাইবেল নামে পরিচিত উইজডেনের স্বপ্নের টেস্ট একাদশ দলের অধিনায়ক হিসেবে ঘোষিত হন এবং ফোর্বস ম্যাগাজিন কর্তৃক বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ধনী ১০ ক্রিকেটারের মধ্যে মনোনীত হন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ২০১১ সালে ধোনিকে ভারতের সামরিক বাহিনী লেফটেন্যান্ট কর্নেলের পদমর্যাদা প্রদান করে।

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ দলগুলো

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের পর্ব শেষ। এবার সেমিফাইনাল পর্ব। টুর্নামেন্টে টিকে আছে চার দেশের চার দল। ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ম্যাচ ছিল পিএসজি-বায়ার্ন এবং রিয়াল-ডর্টমুন্ড। বায়ার্ন হারিয়েছে পিএসজিকে আর রিয়াল মাদ্রিদ হারিয়েছে ডর্টমুন্ডকে। অপর দুই কোয়ার্টার ফাইনালে জয় পেয়েছে ইংলিশ ক্লাব চেলসি এবং ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেনস। চেলসি ও ফ্লুমিনেনস প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাত ১২.৩০ মিনিটে। আর তার পরের দিন বুধবার একই সময় দ্বিতীয় সেমিতে মুখোমুখি হবে পিএসজি ও রিয়াল। ক্লাব বিশ্বকাপের সবচেয়ে সফল দল রিয়াল মাদ্রিদ। তাঁরা রেকর্ড পাঁচবার ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে। চেলসি ২০২১ সালে একবার এই টুর্নামেন্ট জিতেছে। তবে চলমান আসরে টিকে থাকা বাকি দুই দল; পিএসজি ও ফ্লুমিনেনস এখনও পর্যন্ত এই টুর্নামেন্ট জিততে পারেনি। ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের সূচি ৮ জুলাই, চেলসি বনাম ফ্লুমিনেনস ও ৯ জুলাই, রিয়াল মাদ্রিদ বনাম পিএসজি।

ইতিহাস গড়ে অস্ট্রেলিয়ার পথে ভারত, কারিগর দুই বাঙালি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইতিহাস গড়ে মহিলাদের এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করল ভারতীয় দল। সুনীল ছেত্রীরা যা পারেনি, তা করে দেখালেন ভারতের মেয়েরা। যোগ্যতা অর্জন পর্বের শেষ ম্যাচে থাইল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে জয়লাভ করল ভারতীয় দল।

সঙ্গীতা বাসফোরের জোড়া গোলে অস্ট্রেলিয়া টিকিট পাকা হল। ২৪ মিনিটে সহজ সুযোগ নষ্ট করে ভারত। ২৯ মিনিটে দূরপাল্লার শটে গোল করেন বাংলার মেয়ে সঙ্গীতা বাসফোর। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই নিজেদের ভুলে গোল খেয়ে যায় ভারত। হাল না ছেড়ে লড়াই চালিয়ে যান ব্লু টাইগ্রেসরা। ৭৩ মিনিটে কর্নার থেকে মাথা ছুঁইয়ে গোল করে বঙ্গতনয়া সঙ্গীতা। শেষবার ২০০৩ সালে মহিলা এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করেছিল ভারত। মহিলাদের এএফসি এশিয়ান কাপে ভারতীয় ফুটবল দল এখনও পর্যন্ত আটবার অংশগ্রহণ করেছে।

২০২২ সালে আয়োজক দেশ হিসেবে খেলেছিল ভারত। ২০২৬ সালে মহিলাদের এএফসি এশিয়ান কাপ খেলার জন্য মরিয়া ছিল ভারতীয় দল। অবশেষে সেই স্বপ্নপূরণ হল। স্বপ্নপূরণ হওয়ায় জোড়া গোল করা সঙ্গীতার চোখে আনন্দাশ্রু। বাঙালির হাত ধরেই বিশ্ব ফুটবলে স্বীকৃতি পেল ভারতীয় মহিলা দল। সঙ্গীতা বলেন, 'আমি আমার দল, কোচিং স্টাফ এবং সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাই। এখান থেকে সবে যাত্রা শুরু। আমার লক্ষ্য এখন বিশ্বকাপ খেলা। সেই লক্ষ্য নিয়েই সামনে এগিয়ে যেতে চাই।'

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/172/25-26 Dated 04.07.2025	Upgrade Brick Pavement to Concrete Road from Ganesh Mondal House to Bapi Halder House at Nowapara Annandapally in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,28,457.00
WBMAD/ULB/ RSM/173/ 25-26 Dated 04.07.2025	Construction of Concrete Road from Ajit Das House to Shyamali Naskar House and Near Laxman Soran House and Swapan Pramanik House to Abhirup Mondal House at Nazrul Sarani in Ward No.-10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,91,084.00
WBMAD/ULB/ RSM/174/ 25-26 Dated 04.07.2025	Construction of Surface Drain from Noapara Abirvab Natok Bari to Gour Bhowmick House at Noapara in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,11,863.00
WBMAD/ULB/ RSM/175/25-26 Dated 04.07.2025	Construction of Concrete Road and Drain from Noapara Panchanantala to Anup Das House and Brick Pavement Road from Bikram Naskar House to Dulal Mondal House at Noapara Ayakatan in Ward No.- 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,74,719.00
WBMAD/ULB/ RSM/176/25-26 Dated 04.07.2025	Construction of Concrete Road at Noapara Sanjanpally, Noapara Redpark and Noapara Daspara in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,65,629.00
WBMAD/ULB/ RSM/177/25-26 Dated 04.07.2025	Renovation of Health Centre at Nowapara Burobottala, Ward No. 10, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,40,125.00

Bid Submission end date: **15.07.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

২০১৬ সালের আইবিসি অধীনে বিক্রয় নোটিশ
মেসার্স অভিজিৎ টোল রোড (কর্ণাটক) লিমিটেড - দেউলিয়াগ্রস্ত
CIN: U45400WB2011PLC162615
রেজি. অফিস : এফই-৮৩, সেক্টর ৩, সল্টলেক সিটি, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০১০৬
লিকুইডেটরের অফিস : পি-৪১, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৩য় তল, স্যুট নং ২২২ এবং ২২৩, কলকাতা - ৭০০০৭০

মেসার্স অভিজিৎ টোল রোড (কর্ণাটক) লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) এর সম্পদ বিক্রি যা দেউলিয়া এস্টেটের অংশ ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে ধারা ৩৫(এফ) এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২ এবং ৩৩ অধীনে মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ১৩ আগস্ট ২০২৪ তারিখে নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক বিক্রি করা হবে। সংশ্লিষ্ট জমি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/auc-listing** মাধ্যমে বিক্রি সম্পাদিত হবে।

বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি পরিমাণ	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
দায়মুক্ত অ-কৃষি জমি পরিমাণ ১৮৭ বর্গ মিটার অংশত ব্যক্তিগত প্লট নং ৪৬, সার্ভে নং ৩৩২এ-৩৩৪এ-৩৩৮এ, অবস্থিত মৌজা জাপ সুধাগড় তালুক, সাব জেলা -পালি, জেলা : রায়গড়, মহারাষ্ট্র।	০১.০৮.২০২৫, সময় অপরাহ্ন ২ টা এবং পরবর্তী।	২,০০,০০০ টাকা -দুই লাখ টাকা।	২০,০০০ টাকা কুড়ি হাজার টাকা	২৫,০০০ টাকা পঁচিশ হাজার টাকা

পর্যবেক্ষণ, টেন্ডার নথি এবং ইএমডি জমার শেষ তারিখ : ২৯.০৭.২০২৫
প্রস্তাবিত নিলামের শর্তাবলী নিম্নরূপ :
১. ই-নিলাম ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' পরিচালিত হবে কারণ এই বিক্রয় কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ব্যাঙ্কনেট-এর অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী/প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/auc-listing**-এর মাধ্যমে করা হবে।
২. সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়ার বিস্তারিত শর্তাবলী সহ দরপত্র ফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/auc-listing** ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে এবং লিকুইডেটর সুনীল চোরারিয়া-এর অফিস - এম- ৯৮৩১২৭৮৩২৬, ই-মেইল chorariamba@rediffmail.com-এও পাওয়া যাবে। দরদাতাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নির্ধারিত ফর্ম্যাটে প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে।
৩. সম্ভাব্য দরদাতাকে কোডের ২৯এ ধারার অধীনে একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে। যেকোনো পর্যায়ে যদি দরদাতা ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড ২০১৬ এর ধারা ২৯এ এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে তার আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৪. লিকুইডেটরের যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-নিলাম স্থগিত/স্থগিত/বাতিল করার অথবা ই-নিলাম থেকে যেকোনো সম্পত্তি বা তার অংশ প্রত্যাহার করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যার কোনও কারণ উল্লেখ না করেই।
৫. বিক্রয়টি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর বিধান সাপেক্ষে হবে যা আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬ এবং এর অধীনে করা অন্যান্য প্রযোজ্য নিয়ম, প্রবিধান বা সংশোধনের সাথে পঠিত হবে।

সুনীল চোরারিয়া
লিকুইডেটর
মেসার্স অভিজিৎ টোল রোড (কর্ণাটক) লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং **IBBI/IPA-002/IP-N01209/2022-2023/14078**
এএফএ নং **AA2/14078/02/30036** বৈধ ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত
তারিখ : ০৬/০৭/২০২৫ মোবাইল ৯৮৩১২৭৮৩২৬
স্থান : কলকাতা ই-মেইল : **chorariamba@rediffmail.com/cirp.abhijeettoll@outlook.com**

GPT group
জিপিটি ইনফ্রাপ্রজেক্টস লিমিটেড
(CIN: L20103WB1980PLC032872)
রেজিস্টার্ড অফিস- জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর- ৩, সল্ট লেক, কলকাতা -৭০০ ১০৬; পশ্চিমবঙ্গ (ভারত); টেলিফোন: +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০
দেখুন: www.gptinfra.in; ইমেল: gil.cosec@gptgroup.co.in

কোম্পানির ৪৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত নোটিস যা ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, জিপিটি ইনফ্রাপ্রজেক্টস লিমিটেডের (''কোম্পানি'') ৪৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম/মিটিং'') **বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট, ২০২৫, (আইএসটি) বিকাল ৩.০০ টায়** ভিডিও কনফারেন্সিং / আদার অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (''ভিসি/ওএভিএম'') অনুষ্ঠিত হবে, যা মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (''এমসিএ'') -এর ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সর্বশেষ সার্কুলার নাম্বার ০৯/২০২৪ এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (''এমসিএ'') -এর জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে (সম্মিলিতভাবে ''এমসিএ সার্কুলার'' নামে পরিচিত) অনুসরণ করে, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) -এর ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সর্বশেষ সার্কুলার নাম্বার SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 এবং সেবি এর জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে (''সেবি সার্কুলার'') অনুসরণ করে, এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর প্রযোজ্য ধারাসমূহ অনুসরণ করে, এজিএম -এর নোটিসে উল্লিখিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করার জন্য, সাধারণ স্থানে শারীরিকভাবে সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই। এজিএম অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান হিসেবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসকে বিবেচনা করা হবে। এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (এমআইআইপিএল) (পূর্বতন লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) এজিএম -এ রিমোট ই-ভোটিং, ভিসি সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন এবং এই মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ১০৩ অনুযায়ী কোরামের জন্য গণ্য হবেন।

উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারের নির্দেশনা অনুযায়ী, ৪৫তম এজিএম -এর নোটিস এবং ২০২৫ সালের বার্ষিক রিপোর্ট (২০২৪-২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণী সহ) সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ইমেইলে পাঠানো হবে সঠিক সময়ে, যাদের ইমেইল কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে রেজিস্টার করা আছে।

এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gptinfra.in**, এমআইআইপিএল-এর ওয়েবসাইট **https://instavote.linkintime.co.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** -এ পাওয়া যাবে।

উল্লিখিত সার্কুলারের শর্তানুযায়ী এজিএম-এর নোটিস এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৫ এর কোনো ফিজিক্যাল কপি সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না।

আরও, সময়ে সময়ে সংশোধিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) এর অনুসারে যেসব শেয়ারহোল্ডারের ইমেইল আইডি রেজিস্টার করা নেই, তাদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় একটি লেটার পাঠানো হবে, যেখানে ওয়েব-লিঙ্কসহ, সঠিক পাথ দেওয়া থাকবে যেখানে বার্ষিক রিপোর্টের সম্পূর্ণ বিশদ পাওয়া যাবে। কোম্পানির কাছে লিখিতভাবে অনুরোধ করল বার্ষিক প্রতিবেদন সহ নোটিশের ফিজিক্যাল কপি সদস্যদের কাছে উপলব্ধ করা হবে।

ইমেল আইডি, প্যান এবং ব্যাঙ্কের বিবরণ নিবন্ধন / আপডেট করার পদ্ধতি:
- যেসব সদস্যের কাছে ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার আছে, যদি থাকে, যারা তাদের ইমেল ঠিকানা, প্যান এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ কোম্পানিতে নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা কোম্পানি/আরটিএ-তে লিখিতভাবে ফোলিও নম্বরের বিশদ বিবরণ এবং প্যান এবং ঠিকানার প্রমাণপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সংযুক্ত করে **gil.cosec@gptgroup.co.in** অথবা **kolkata@in.mpms.mufg.com** ইমেল ঠিকানায় পাঠিয়ে নিবন্ধন/আপডেট করুন।
- ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের যারা তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা, প্যান এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণকারী ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের সাথে এটি নিবন্ধন/আপডেট করুন।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি:
- শেয়ারহোল্ডাররা এজিএম-এর নোটিসে উল্লেখিত সকল প্রস্তাবের উপর রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন।
- রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন ক্রেডেনশিয়ালস এজিএম নোটিসে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকবে। ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম নোটিসে প্রদান করা হবে।

লভ্যাংশ প্রদান, রেকর্ড তারিখ এবং বই বন্ধকরণ
পরিচালনা পর্ষদ গত ১৬ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য ইকুইটি শেয়ার প্রতি ১.০০ টাকা (১৫%) হারে চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে, যা ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের উপর ধার্য হবে।

বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত এই লভ্যাংশ, যদি বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের দ্বারা ঘোষিত হয়, তাহলে আইনানুগ সময়সীমার মধ্যে সেই সকল সদস্যদেরকে প্রদান করা হবে-
(ক) যাদের নাম ৩১ জুলাই, ২০২৫, বৃহস্পতিবার ব্যবসায়িক সময় শেষে রেকর্ড ডেট হিসেবে ইলেকট্রনিক (ডিমেট) ফর্মে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে এনএসডিএল এবং সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত বেনিফিশিয়াল মালিকদের তালিকায় থাকবে; এবং
(খ) যাদের নাম ৩১ জুলাই, ২০২৫, বৃহস্পতিবার কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে থাকবে, যা ৩১ জুলাই, ২০২৫, বৃহস্পতিবার ব্যবসায়িক সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত কোম্পানিতে জমা পড়া বৈধ ট্রান্সমিশন/ট্রান্সপোজিশন অনুরোধগুলির প্রভাব দেওয়ার পরে চূড়ান্ত হবে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৯১ অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার ১ অগাস্ট, ২০২৫ থেকে বৃহস্পতিবার ৭ আগস্ট, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ইলেকট্রনিকভাবে লভ্যাংশ গ্রহণের ম্যান্ডেট নিবন্ধনের পদ্ধতি:
শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাঁরা তাঁদের ব্যাঙ্কের বিবরণী ডিপোজিটরিগুলির (ডিমেটধারকদের জন্য) অথবা কোম্পানি/আরটিএ-এর (ফিজিক্যাল ধারকদের জন্য) কাছে ফর্ম আইএসআর-১, আইএসআর-২ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্ম ও নথি জমা দিয়ে আপডেট করুন। এর সাথে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের অনুলিপি জমা দিতে হবে যেখানে নাম, ফোলিও নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণী, প্যানের স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং একটি বাতিল চেকের পাতা সংযুক্ত থাকবে।

সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১, যা ফিনান্স অ্যাক্ট, ২০২০ দ্বারা সংশোধিত হয়েছে, সেই অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের পর কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত বা বন্টিত লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবে। ফলস্বরূপ, যদি শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষিত হয়, তাহলে কোম্পানিকে লভ্যাংশ পরিশোধের সময় উৎসস্থলে কর (টিডিএস) কাটতে হবে। কোম্পানি যাতে প্রযোজ্য সঠিক টিডিএস হার নির্ধারণ করতে পারে, তার জন্য সদস্যদেরকে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১ এর বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উল্লিখিত নথিগুলি যেমন ফর্ম ১৫জি/১৫এইচ, ১০এফ, টিআরসি অথবা সেকশন ১৯৬, ১৯৭এ, ১৯৯ ইত্যাদি অনুসারে অন্যান্য নথিপত্র **https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html** লিঙ্কে আপলোড করা যেতে পারে, বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে বিকাল ০৫.০০ টা (আইএসটি) বা তার আগে, যাতে কোম্পানি উপযুক্ত টিডিএস / প্রযোজ্য কর কর্তনের হার নির্ধারণ করতে পারে। বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই, ২০২৫, বিকাল ০৫.০০ টা (আইএসটি) এর পরে কর নির্ধারণ / কর্তন সম্পর্কিত কোনও যোগাযোগ / নথিপত্র বিবেচনা করা হবে না। যদি শেয়ারহোল্ডাররা উপরোক্ত নথিপত্র যেমন ফর্ম ১৫জি/১৫এইচ ফিজিক্যাল মোডে জমা দিতে চান, তাহলে তা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে অর্থাৎ, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট- জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড, রসোই কোর্ট, ৫ম ফ্লোর ২০, স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১-এর কাছে জমা দিতে পারেন। এই বিষয়ে আরটিএ বা কোম্পানির সাথে করা ইমেল যোগাযোগ বিবেচনা করা হবে না।

সদস্যদেরকে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত নির্দেশাবলী এবং বিশেষত এজিএম -এ যোগদানের নির্দেশিকা, রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির সকল সদস্যের তথ্য ও সুবিধার জন্য জারি করা হয়েছে এবং এটি এমসিএ ও সেবি-এর প্রযোজ্য সার্কুলারগুলি মেনে চলছে।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রজেক্টস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সোনম লাখোটিয়া
তারিখ: ০৭.০৭.২০২৫ **কোম্পানি সেক্রেটারি**
স্থান: কলকাতা **(ACS: A41358)**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

E-TENDER NOTICE
E- tenders are invited by the Prodhan, **Gonpur Gram Panchayat,** MD Bazar Block, Gonpur, Birbhum. e-NIET NO-**002/GGP/2025-26 dt. 01.07.2025.** Tender ID: **2025_ZPHD_872374.** FUND: **15th FC/2025-26 (Tied).** Last date of submission **15.07.2025 upto 6:00 PM.** For details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or contact to the office.
Sd/- Prodhan,
Gonpur Gram Panchayat.

আরইআই অ্যাগ্রো লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন) লিকুইডেটর- সিএ অনিল গোয়েল
রেজিস্টার্ড কার্যালয়: এভারেস্ট হাউস, ৪৬সি, চৌরঙ্গী রোড, ১৫তম ফ্লোর, রুম নং ১৫বি, কলকাতা-৭০০০০১ (পশ্চিমবঙ্গ), ভারত
আইবিবিআই ঠিকানা: এএএ হাউস, ৬৪, ওখলা এস্টেট, ফেজ- ৩ (মোদি মিলের পিছনে), নিউ দিল্লি-১১০০২০।
ইমেল আইডি: assetsale1@aaainsolvency.in; reiagro@asainsolvency.com
যোগাযোগের নম্বর: +৯১ ৮৮০০৮৬৫২৮৪ (শ্রী ওয়াসিম, অ্যাড. হর্ষ গুপ্তা, সিএ পার্থ গর্গ)।

ই-অকশন
ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপ্সি কোড, ২০১৬ এর অধীনে সম্পদের বিক্রয়
কোম্পানির স্লাম্প বিক্রয় ভিত্তিতে ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ০৭ আগস্ট, ২০২৫
সময়: বিকাল ০৩.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা (প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ সহ)
অকশন প্ল্যাটফর্মে প্রি-কোয়ালিফিকেশন ডকুমেন্ট দাখিলের শেষ তারিখ: ০৪ আগস্ট, ২০২৫, বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ০৫ আগস্ট, ২০২৫, বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত

মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ২৪.০৮.২০১৭ তারিখের আদেশবলে নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩২(বি) এর পরিপ্রেক্ষিতে লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ হিসাবে স্লাম্প সেল বা সম্পূর্ণ প্ল্যান্টের আকারে সম্পদ বিক্রয় করা হবে। এই বিক্রয় নিম্নে স্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/auction-ibbi/home** এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

বিবরণ	রিজার্ভ মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি	বর্ধিতকরণ মূল্য
ব্লক - এ			
কর্পোরেট ডেটরের কারখানা বিক্রয়, যার মধ্যে রয়েছে ভূমি, ভবন, প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি যা ইউনিট ১ - প্লট নং ৬৯১-৬৯৬, সেক্টর ২, বাওয়াল, হরিয়ানা, ১২৩৫০১ এ অবস্থিত।	৫৫,৯৮,৪১,৩৫৯/- টাকা (পঞ্চান্ন কোটি আটানব্বই লক্ষ একচল্লিশ হাজার তিনশো উনষাট টাকা মাত্র)।	৫,৫৯,৮৪,১৩৫/- টাকা	৫,০০,০০০/- টাকা
ব্লক - বি			
কর্পোরেট ডেটরের কারখানা স্লাম্প সেলে বিক্রয়, যার মধ্যে রয়েছে ভূমি, ভবন, প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি যা ইউনিট ২ - প্লট নং ১৮০-ডি,ই,এফ,জি,এইচ,আই,জে এবং ১৮১-এ, সেক্টর-৩, আইএমটি বাওয়াল, হরিয়ানা, ১২৩৫০১ এ অবস্থিত।	৬৬,৫৭,২৮,৪৭৪/- টাকা (ছেষট্টি কোটি সাতান্ন লক্ষ আঠাশ হাজার চারশো চুয়াত্তর টাকা মাত্র)।	৬,৬৫,৭২,৮৪৭/- টাকা	৫,০০,০০০/- টাকা
ব্লক - সি			
কর্পোরেট ডেটরের কারখানা স্লাম্প সেলে বিক্রয়, যার মধ্যে রয়েছে ভূমি ও ভবন, যা ইউনিট ৩ - প্লট নং ১২৬, সেক্টর ৬, বাওয়াল, হরিয়ানা, ১২৩৫০১ এ অবস্থিত।	৩৯,২৩,৯২,৫০৯/- টাকা (উনচল্লিশ কোটি তেইশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচশো নয় টাকা মাত্র)।	৩,৯২,৩৯,২৫০/- টাকা	৫,০০,০০০/- টাকা

দ্রষ্টব্য - আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩২(বি) অনুযায়ী কর্পোরেট ডেটরের কারখানাগুলি স্লাম্প সেল ভিত্তিতে বিক্রয়ের বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য ই-অকশন ডকুমেন্ট নং EAUCTION/DOC/07/2025/07 দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ-
১. ই-অকশন ''**যেখানে যেমন আছে**'', ''**যেমন আছে যা আছে**'', ''**সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে**'' এবং ''**রিকোর্স ভিত্তিতে**'' পরিচালিত হবে, এই ধরনের বিক্রয় কোনো প্রকার ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়া অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে আইবিবিআই ই-অকশন পোর্টালে BAANKNET -এর **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home** ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে।
২. লিকুইডেটরের যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-অকশন স্থগিত/মুলতবি/বাতিল করার অথবা কোনো কারণ না দেখিয়েই যেকোনো পর্যায়ে অকশন প্রক্রিয়া থেকে যেকোনো সম্পত্তি বা তার অংশ প্রত্যাহার করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।
৩. ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপ্সি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬, তফসিল -১ ''বিক্রয়ের পদ্ধতি'' সেকশন ১(৫এ) অনুসারে, বিডারদের অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে যে তারা ধারা ২৯এ এর অধীনে অযোগ্য নন; যদি পরে অযোগ্যতা প্রমাণিত হয় তবে যেকোনো ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
ইএমডি জমা দেওয়ার এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে এএএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল এলএলপি-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **https://insolvencyandbankruptcy.in/public-announcement/rei-agro-limited/** এবং ই-অকশন প্রক্রিয়া ডকুমেন্ট থেকে সমস্ত বাধ্যতামূলক শর্তাবলী দেখতে হবে।

সিএ অনিল গোয়েল
আরইআই এগ্রো লিমিটেডের লিকুইডেটর
রেজিস্ট্রেশন নং- **IBBI/IPA-001/IP-P00118/2017-2018/10253**
তারিখ: ০৭/০৭/২০২৫ ই-মেইল: **reiagro@aaainsolvency.com**
স্থান: নিউ দিল্লি যোগাযোগের নং- +৯১ ১১-৪৬৬৬৪৬২৩, ৮৮০০৮৬৫২৮৪

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

নং-WB-HMC/TN/ED/WS/01/25-26 **ই- টেন্ডার নোটিস** তারিখ: ০৪-০৭-২০২৫
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার স্বনামধন্য, করিতকর্মা এবং বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার (নির্ধারিত ফর্মে) আহ্বান করছেন, যাদের হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপন, পাইপলাইন স্থাপন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পাইপ প্রতিস্থাপনের মতো একই ধরনের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং ওএসডি (ডাব্লিউএস) বিভাগে, অফিস ওয়েবসাইট www.wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (অনলাইনে) **২১.০৭.২০২৫, বিকাল ৩:০০টা।**
এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৭৪(১)/২৫-২৬ সেক্রেটারি
০৫.০৭.২০২৫ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE
Notice Inviting e-Tender from eligible/bonafide and resourceful Contractors/ reputed Engineering Firms/Companies/Engineers' Co-operative Societies having adequate credentials for Repairing & Renovation work of Wooden Furniture at Hostel Rooms and Dormitories at ICMARD – A Training Institute of The WBSCARD Bank Ltd. located at ICMARD Building, 3rd Floor, Block-14/2, C.I.T. Scheme – VIII (M), Ultadanga, Kolkata – 700067, has been issued under Memo No. 2300/Part-I/Admn./25-26/500 dated July 01, 2025 & uploaded in the e-Tender Portal under Tender ID 2025_SCARD_872174_1. The last date for submission/ uploading of Bid through online is **July 15, 2025.**
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org**
July 01, 2025 Sd/- **Managing Director**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ৭ জুলাই ২০২৫ • পেজ ৮

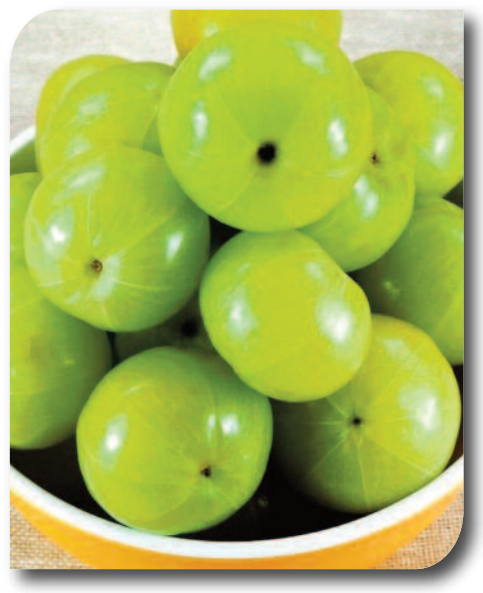

নার্সিং পরিসরের অযাচিত হস্তক্ষেপ

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের অসীম গুরুত্ব

শুভজিৎ বসাক

দীর্ঘদিন যাবৎ আধুনিক স্বাস্থ্য পরিসরে প্যারামেডিক্স তথা মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা সমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এলেও তার যথার্থতা বহুলাংশেই অদেখা হয়ে যাচ্ছিল শুধুমাত্র তার বিষয়ে ব্যাপ্তির অভাবে আর সেই কথা মাথায় রেখেই সম্প্রতি ভারত সরকার অধীন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তরফে গত ১লা জুলাই, ২০২৫ তারিখে ঘোষিত হয়েছে যে তাদের আর প্যারামেডিকেল স্টাফ হিসাবে নয় বরং 'অ্যালাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ার' কর্মী হিসাবে অভিহিত করতে হবে যেক্ষেত্রে এই শব্দটি আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিসরে ঐক্যবদ্ধ কাঠামোর অধীনে পেশাগুলিকে নির্দিষ্ট করল। এই মর্মে প্রতিটি রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিলকে অবগত করে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। অতীতে ২৫৯ বছর আগে ৮ই জুলাই, ১৭৬৬ সালে, 'আধুনিক মেডিকেল টেকনোলজি বিভাগের জনক' ডমিনিক-জিন ল্যারি, যিনি ফরাসি সামরিক ডাক্তার হিসাবে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সেনাদলে প্রধান সার্জন পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন তিনি এই বিশেষ দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর অবদানকে স্মরণে রেখে এই তারিখটিকে 'বিশ্ব মেডিকেল টেকনোলজিস্ট দিবস' পালিত হয়ে আসছে আর তার প্রাক মুহূর্তে এই পদক্ষেপ নিশ্চিতভাবেই স্বাস্থ্য পরিসরে একটি নব পরিসরের সূচনা করল বলতে দ্বিধা নেই। বলাইবাহুল্য, তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত বিভাগটি নার্সিং পরিষেবার থেকেও পুরানো আবার অন্যভাবেও বলা যায় যে নার্সিং পেশার জন্ম এই পরিসরের হাত ধরে। এই বাস্তবকে উপেক্ষা করে নার্সিং পরিষেবা স্বাস্থ্য পরিসরে একতরফা ভাবে নিজেদের ক্ষমতা দাখিল করার প্রবণতা দেখায় যা পুরোদমে অনুচিৎ পর্যায়ভুক্ত।

১৭৯২ সালে যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের প্রাণরক্ষার কথা মাথায় রেখে তিনি আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা ও আধুনিক ট্রাইজ সিস্টেম চালু করেন এবং এই বিভাগগুলিকে পরিকল্পনামাফিক বাস্তবায়িত করার উদ্যোগে নির্দিষ্ট কিছু সেনাদের যথাযথ বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দিয়ে তাঁদের প্রশিক্ষিত করে তোলেন এবং তৎকালীন সময়ে প্যারামেডিকেল যা আজকের দিনে মেডিকেল টেকনোলজি বিভাগের সূত্রপাত হয়। উদাহরণস্বরূপ, এই পরিসরের সাহায্যে শত্রুবাহিনী এবং মিত্রদেরও চিকিৎসা করা হয়েছিল যেখানে গুরুতর আহতদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করা উচিত এই বিষয়টিও গুরুত্ব পেলে একজন অত্যন্ত দক্ষ সার্জন হিসেবে ল্যারি ১৮১২ সালে বোরোডিনো যুদ্ধে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২০০টি অঙ্গচ্ছেদ করেছিলেন- এমন তথ্য সেই যুদ্ধের ইতিহাস মেলে।

তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত চিকিৎসাক্ষেত্রে সহায়ক তৎকালীন প্যারামেডিক্স বিভাগটি তাঁকে নিরন্তর এই কাজে সাহায্য করে এবং তাদের গুরুত্ব প্রাধান্য পেতে শুরু করে। এখানে উল্লেখ্য, এই আধুনিক ট্রাইজ সিস্টেমের মধ্যে ক্রমে উন্নীত হয়ে আজ সমগ্র মেডিকেল টেকনোলজিস্ট বিভাগ অর্থাৎ অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্ট, পারফিউশন টেকনোলজিস্ট, সিএসএসডি টেকনোলজিস্ট, ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট সহ সমস্ত বিভাগ আওতাভুক্ত হয়েছে- যাদের মুখ্য কাজ হল আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা পরিসরের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে রোগ নিরসনে চিকিৎসকদের যথাযথ সাহায্য করা।

সমৃদ্ধ ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের কথা গুরুত্বশীল পর্যায়ে প্রাধান্যহীন হয়ে থাকছে। সারা ভারতে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই রাজ্য ভিত্তিক মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নিয়োগ করা হলেও তাদের সাথে সাম্মানিক কর্মীদের মত আচরণ না করে তাচ্ছিল্য করা হয়। মূলতঃ অধিকাংশ হাসপাতালে নার্সিং ইনচার্জরা অনৈতিকভাবে নিজেদের অধীনে এদের ডিউটি রোস্টার তৈরি করে তাদের এক্তিয়ার বহির্ভূত বহু কাজ করতে বাধ্য করে এবং কোনও

গাফিলতিতে ভুল বর্তায় শুধুই মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের ওপরে যা কালিমালিপ্ত করছে একটি বৃহৎ পরিসরকে। এভাবে স্বাস্থ্য প্রশাসনের তরফে নির্দিষ্ট পরিসরের প্রতিটি মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নির্দেশিত কাজগুলি করতে না দিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার সমূহ ক্ষতি করা হচ্ছে যেখানে স্পষ্ট নির্দেশিত আছে যে মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা শুধুই নির্দিষ্ট বিভাগের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে এবং স্বাস্থ্য পরিসরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োজিত চিকিৎসককেই রিপোর্ট করবে আর নার্সিং পরিসরের কেউই এদের ওপরে কর্তৃত্ব ফলাতে পারবে না যেহেতু দুটি আলাদা পরিসর- যা নিয়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা বারবার সরব হলেও কোনও দিশা পাওয়া যায়নি- বিষয়টি উচ্চতর স্বাস্থ্য প্রশাসনের অনেকেই অবগত নন। দীর্ঘকালীন চলমান এই গাফিলতি দ্রুত অবসান হওয়া প্রয়োজন।

এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যাবে যে এই রাজ্যে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের ২০১৮ সালের আগে অবধি ৬ই এপ্রিল ১৯৬০ সালে কার্যকরী এক আইন মোতাবেক 'নন মেডিকেল টেকনিক্যাল পার্সোনাল' (NMTP) বিভাগীয় আওতাভুক্ত করা হয়ে থাকতো যা পরবর্তীকালে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্বাস্থ্য পরিসরে অবদান ও গুরুত্বকে মাথায় রেখে সম্পূর্ণ আলাদা বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রশাসনে ২০১৮ সালের জুন মাসে নির্মিত হয় এবং উন্নতমানের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের লক্ষ্যে 'টেকনিশিয়ান' শব্দটি চিরতরে অবলুপ্ত করে প্রশিক্ষিত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট স্বাস্থ্যকর্মী পদে উন্নীত করা হয়- যা একেবারে অজানা না হলেও একপ্রকার উপেক্ষা করেই পুরানো রীতিতে শুধুই নার্সিং পরিষেবায় নিয়োজিত কর্মীদের ইনচার্জ পদ দিয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয় যারা অযাচিতভাবে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু বাস্তবিক পরিসরে এরাও ইনচার্জ পদের দাবীদার কারণ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্য পরিসরে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অর্জিত গ্র্যাজুয়েশন ও সার্টিফিকেট সহ কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের দরুন অতএব অচলায়তন ভেঙ্গে স্বাস্থ্য প্রশাসনের এগিয়ে চলার সময় এসেছে। একইসাথে পদটি নন প্রমোশনাল, শুধুই গ্রেডেশনাল পোস্ট ভিত্তিক নিয়োগ হচ্ছে অথচ বিশ্ব ইতিহাসে নার্সিং পরিসর এর অনেক পরে গঠিত হয়ে এবং একই শ্রেণীর আওতাভুক্ত হয়েও উচ্চপদ মর্যাদা আদায় করছে এবং এই বিভেদমূলক পদক্ষেপগুলি মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের বহুক্ষেত্রে অনুৎসাহিত করছে। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি এই রাজ্যের একটি জায়গায় কিছু মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের বিশেষ দায়িত্ব পালনের পাঠানো হলে তাদের রাত্রিবাসের জন্য মাটিতে ম্যাট্রেস পেতে দেওয়া হয় যা পরবর্তীকালে রাজ্যের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে এলে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হয়। অথচ নার্সিং পরিসরে বিষয়টি ঘটলে তা স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করত কারণ তাদের নির্দিষ্ট কাউন্সিল বা সনদ আছে যা রাজ্যে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নেই আর সেটি স্বাস্থ্য প্রশাসনের নিয়মানুযায়ী রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞ মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নিয়ে গঠিত হওয়া ভীষণ জরুরী হয়ে পড়েছে যা দেরী করা আর অনুচিৎ।

অতএব বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে চলমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে আড়াল করে রাখার দরুন স্বাস্থ্য পরিসরে নিয়োজিত মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের অবদানকে উপেক্ষা করে রেখে ভ্রান্ত ভাবনা প্রসারিত হচ্ছে যাকে মনে রেখে ভারত সরকার কর্তৃক তাদের নতুন পরিচয় প্রদান করলেও দিন শেষে তাদের ওপরে অযাচিত পরিসরের ক্ষমতা প্রদর্শন আর টেকনিশিয়ান বলে অভিহিত করা না হোক সেটাই 'বিশ্ব মেডিকেল টেকনোলজিস্ট দিবস' -এর গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা হয়ে প্রসারিত হোক।।

লেখক: অপারেশন থিয়েটার টেকনোলোজিস্ট (পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়)

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব নয়, আছে হাজারো ভয়

ডাঃ শামসুল হক

আজকাল দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার প্রবণতা সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এতটাই বেড়ে গেছে যে, সেটা নিয়ে এখন সৃষ্টি হয়েছে নানান দুশ্চিন্তাও। সেই ধরণের ঘটনা যে শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেও মঙ্গলজনক নয় সেটাও ঠিক বোঝার চেষ্টা করেন না অনেকেই। তাই আমারা আমাদের নিজেদের মনের অজান্তেই যে কত বড় ভুল করে চলেছি সেটা বোঝার চেষ্টা করিনা একবারের জন্যও। কিন্তু দিনের পর দিন সেইভাবে চললে চলবে না। ভাবতে হবে নিজেদের ভবিষ্যতের কথাও। সুতরাং নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষার কথা ভেবে এবং নিজেকে মোটামুটিভাবে রোগমুক্ত রাখার ইচ্ছে নিয়ে প্রস্রাবের বেগ আসলে সেই কাজটা সারতে হবে বসে বসে , দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয় কোনভাবেই। এর স্বপক্ষে অনেক যুক্তিও অবশ্য দেখিয়েছিলেন চিকিৎসক মহল থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞরাও। বিজ্ঞান জানিয়েছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লে কখন যে কোন রোগ কোন দিক দিয়ে আমাদের দেহে বাসা বাঁধতে শুরু করবে তা আমরা নিজেও বুঝে উঠতে পারব না। অতএব সাবধান।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও নানান সমীক্ষার পর ঘোষণা করেছেন যে, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে আচমকাই পেটের উপর একটা চাপের সৃষ্টি হয় এবং তারই ফলস্বরূপ মূত্রথলি এবং নালীর মধ্যে যে সমস্ত দূষিত বায়ু থাকে তা ঠিকমতো নির্গত হবার অবকাশ পায় না। ফলস্বরূপ সেই বায়ু আচমকাই তার গতিপথ পরিবর্তন করে এবং তা উপরের দিকেই প্রবাহিত হতে থাকে। ফলে আচমকাই বেড়ে যেতে পারে শরীরের অস্থিরতা এবং সেইসঙ্গে বৃদ্ধি পেতে পারে হৃদপিন্ডের স্পন্দনও। স্বভাবিক কারণেই তখন বেড়ে যেতে পারে রক্তচাপও। শুধু তাই নয় দীর্ঘদিন সেইভাবেই প্রস্রাবের ধারা বজায় রাখলে আবার দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে প্রস্রাবের নালীও। আর তার ফলে ভবিষ্যতে প্রস্রাবের সমস্যা তো আরও বাড়বেই সেইসঙ্গে আবার প্রস্রাবের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকা নানান দুষিত পদার্থ বাইরে নির্গমনের পরিবর্তে ভিতরেই সঞ্চিত হতে থাকে এবং সৃষ্টি হতে থাকে নিত্যনতুন রোগেরও।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে কিডনিও। সেখানে জমতে পারে পাথরও। আর ক্রমাগতভাবে তা বাড়তেই থাকলে একসময় আচমকাই কমে যেতে পারে প্রস্রাবের স্বাভাবিক বেগ এবং দেখা দিতে পারে হরেক রকমের সমস্যাও। তখন আবার কেবলমাত্র কিডনিই নয় , চাপ পড়তে পারে পুরুষদের প্রস্টেড গ্রন্থিতেও । তখন কমে যেতে পারে প্রস্রাবের বেগ অথবা দেখা দিতে পারে আর ও অনেক সমস্যাই। কারণ তখন দেহ মধ্যস্থ প্রস্রাবের সবটাই যে বাইরে বেরিয়ে যাবে তেমনটা নাও হতে পারে। আর সেইসময় মনে হতেই পারে প্রস্রাবের বেশ খানিকটা অংশ যেন রয়ে গেছে ভিতরেই । বলাই বাহুল্য, মনের সেই খুঁতখুঁতে ভাবটাও কম অস্বস্তিকর নয়।

অনেক সময় তা থেকে আবার সৃষ্টি হতে পারে অনেক মারাত্মক রোগেরও।প্রস্টেড ক্যানসারের মতো ভয়াবহ রোগ ও যে হতে পারে তা জানিয়েছেন চিকিৎসকরাই। আর এই ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণাকর্মেও লিপ্ত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসেস এর গবেষকরাও। তাঁরা ও এই বিষয়ে জানিয়েছেন সেই একই তথ্য।

এই যে প্রস্রাবের বিষয় নিয়ে এতকিছু আলোচনা তার উৎপত্তিস্থল কিন্তু আমাদের কিডনিই। তারপর তা সংরক্ষিত হয় ব্লাডারের মধ্যে। সেটা আবার আমাদের দেহ মধ্যস্থ রক্ত থেকে যাবতীয় বর্জ পদার্থকে বের করে দিতে বিশেষ সহায়কের ভূমিকাও পালন করে থাকে।অত এব সেটা যে আমাদের শরীরের জন্য কত মূল্যবান ভূমিকা পালন করে থাকে , মেনে নিতে হবে সেটাও। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা খুবই জরুরি যে আমাদের দেহ মধ্যস্থ ব্লাডারের মধ্যে প্রস্রাব ধারনের ক্ষমতা সাড়ে চারশো থেকে সাড়ে পাঁচশো মিলিলিটার।

তবে সবসময়ই যে সেটা পরিপূর্ণ অবস্থাতেই থাকবে তার কোন মানে নেই। আর পূর্ণ অবস্থায় থাকলে তা ভীষণ অস্বস্তিকরও বটে। তবে সেটা দুই তৃতীয়াংশ ভর্তি হলেই আসে প্রস্রাবের বেগ এবং তখনই প্রস্রাবের কাজটাও সেরে নেওয়া উচিত আর সেই কাজ করতে হবে অবশ্যই বসে বসে । কখন ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয়। বিশেষ করে রাতের দিকে তো নিশ্চয়ই নয়। কারণ একটা কথা মনে রাখা অতি অবশ্যই প্রয়োজন যে, প্রস্রাবের সুর্নিগমনের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক জড়িত আছে সুখ নিদ্রারও। অত এব সুন্দর ঘুমের জন্য আমাদের অতি অবশ্যই উচিত প্রস্রাবের সঠিক নিয়মটাও ঠিকভাবে মেনে চলা।

চুলের যত্নে প্রকৃত বন্ধু মিল্ক প্রোটিন শ্যাম্পু

হেয়ার কেয়ার বা চুলের যত্নের জন্য আমরা নানান রকম হেয়ার কেয়ার প্রোডাক্ট ব্যবহার করি। কিন্তু চুলের প্রকৃত বন্ধু হল মিল্ক প্রোটিন শ্যাম্পু। মাইল্ড মিল্ক প্রোটিন শ্যাম্পু ব্যবহার করলে চুল পরিষ্কার যেমন হয় তেমনই চুলের ভালো ভাবে যত্নও হয়। রাসায়নিক মিশ্রিত শ্যাম্পুতে থাকা রাসায়নিকের প্রভাবে চুল রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে যায়। চুলের প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হয়। তাই চুলের স্বাভাবিক আর্দ্রতা, জেল্লা, প্রোটিন, ভিটামিন, পুষ্টি জোগাতে চুল পরিষ্কার করা উচিত মিল্ক প্রোটিন শ্যাম্পু ব্যবহার করে।

কী এই মিল্ক প্রোটিন শ্যাম্পু?

দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য দিয়ে তৈরি মিল্ক প্রোটিন শ্যাম্পু। এতে রয়েছে ক্যাসিন, হোয়ে প্রোটিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ ছাড়াও ভিটামিন এ, ডি, ই, ক্যালশিয়াম। দুধের প্রোটিন চুলের রুক্ষ ও শুষ্ক ভাব দূর করে। চুলের স্বাভাবিক জেল্লা ও আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। তাই রাসায়নিকের প্রভাবে চুল রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে গেলে ব্যবহার করবেন মিল্ক প্রোটিন শ্যাম্পু।

কীভাবে ব্যবহার করবেন মিল্ক প্রোটিন শ্যাম্পু?

চুল ধুয়ে নিন ঈষদুষ্ণ গরম জলে। ভালো করে মিল্ক প্রোটিন শ্যাম্পু চুলে লাগিয়ে ধীরে ধীরে মাথার তালুতে ও চুল ঘষতে থাকুন। এতে মাথার তালুতে রক্ত সঞ্চালন বাড়বে। ভালো করে ধুয়ে নিন চুল। প্রয়োজনে হেয়ার সেরাম বা কন্ডিশনার লাগান। সপ্তাহে ২ বার মিল্ক প্রোটিন শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।

ঘন চুল, উজ্জ্বল ত্বক পেতে গুরুত্বপূর্ণ কোলাজেন প্রোটিন

ত্বক হোক কিংবা চুলের যত্ন, খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোলাজেন প্রোটিন। ঘন একঢাল চুল হোক কিংবা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক, উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোলাজেন প্রোটিন। কোলাজেন প্রোটিনের নিঃসরণ বাড়াতে অবশ্যই খান টক স্বাদের আমলকি। যার ইংরেজি নাম Indian Gooseberry। শুধু খাওয়া নয় ফেসপ্যাক ও হেয়ারপ্যাকেও ব্যবহার করবেন আমলকি।

কী এই কোলাজেন প্রোটিন?

কোলাজেন হল এক বিশেষ রকমের প্রোটিন যা পাওয়া যায় ত্বক, চুল, নখ, হাড়, জয়েন্ট ও রক্তের কোষে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোলাজেন প্রোটিনের নিঃসরণ কমতে থাকে। কোলাজেন প্রোটিন ভেতর থেকে ত্বকের পুষ্টি জোগায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোলাজেন প্রোটিনের নিঃসরণ কম হয়ে যায় বলে ত্বকের টানটান ভাব কমে যায়। ত্বক ঝুলে যায়। বলিরেখা দেখা যায়।

আমলকি খেলে কী হয়?

ভিটামিন সি, পলিফেনল, ট্যানিন, ফ্ল্যাভোনয়েডের মতো অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে আমলকিতে। ত্বককে ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিকেলসের হাত থেকে রক্ষা করে। ফ্রি র‍্যাডিকেলস কোলাজেন প্রোটিনের গঠন ভেঙে দেয়, ত্বকের অকাল বুড়িয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী। খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন আছে আমলকিতে যা ত্বককে স্বাস্থ্যকর, উজ্জ্বল রাখে। ভিটামিন সি'র পাওয়ার হাউজ বলা হয় আমলকিকে। হেয়ার ফলিকলসকে মজবুত করে। চুলের ঘনত্ব বাড়ায়। চুলের গোড়া মজবুত করে আমলকি। প্রাকৃতিক কন্ডিশনার আমলকি চুলকে উজ্জ্বল, মসৃণ ও নরম করে। অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল গুণ থাকে বলে আমলকি মাথার তালু পরিষ্কার রাখে। ময়লা, খুশকি, ধুলোবালি জমার সমস্যা দূর করে।

কোলাজেন প্রোটিনের নিঃসরণ বাড়াতে রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে একটা আমলকি খান। অথবা আমলকির রস ঈষদুষ্ণ গরম জলে মিশিয়ে খান। এক চামচ আমলকি পাউডার মধুর সঙ্গে মিশিয়ে ঈষদুষ্ণ গরম জল দিয়ে খান।

চুলের ঘনত্ব বাড়াতে চান? অব্যর্থ কাজ দেয় পালংশাক

চুলের ঘনত্ব ও দৈর্ঘ্য বাড়াতে চান? হাত বাড়ান ভিটামিন সি, এ, খনিজ পদার্থ ও লোহায় সমৃদ্ধ পালংশাকের দিকে।

কীভাবে চুলের যত্নে ব্যবহার করবেন পালংশাক?

১) চুলের মূল উপাদান হল কোলাজেন প্রোটিন। পালংশাক দিয়ে তৈরি চুলের মাস্ক লোহা শুষে নিতে সাহায্য করে। জল দিয়ে পালংশাক বেটে নিয়ে স্মুথ পেস্ট তৈরি করে মাথায় লাগান। চুল ও মাথার তালুতে লাগান। ৩০ মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে চুল ধুয়ে নিন।

২) পালংশাক ও নারকেল তেল মিশিয়ে হেয়ার ম্যাসাজ করুন। পালংশাকে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে। যা মাথার তালু ও চুলে লাগিয়ে রাখলে চুলের রুক্ষ ও শুষ্ক ভাব দূর হয়। পালংশাক বেটে নিয়ে এরমধ্যে নারকেল তেল মিশিয়ে চুল ও মাথার তালুতে লাগান। ১৫ মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে চুল ধুয়ে নিন। এতে চুলের গোড়ায় পুষ্টি পৌঁছে যাবে। রক্ত সঞ্চালন হবে।

৩) কয়েকটা পালংশাক পাতা, ২ টেবিল চামচ টক দই মিশিয়ে বেটে পেস্ট তৈরি করে নিন। মাথার তালুতে ও চুলে লাগিয়ে রাখুন। ৩০ মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে চুল ধুয়ে নিন শ্যাম্পু ব্যবহার করে। পালংশাক ও টক দই চুল মজবুত করে। চুলের বৃদ্ধি ঘটায়।

৪) প্রোটিন ও লোহা সমৃদ্ধ পালংশাক আর ডিম ফেটিয়ে নিন। পেস্ট তৈরি করে চুল ও মাথার তালুতে লাগান। মাথার তালুতে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ে। চুলের গোড়া মজবুত হয়। মাথার তালুতে ৩০ মিনিট লাগিয়ে রাখুন। মাইল্ড শ্যাম্পু ব্যবহার করে চুল ধুয়ে নিন। চুল মসৃণ ও নরম ও উজ্জ্বল হবে।